DHARMA MIMÁNSA

BY

RAI KALIPADA GHOSAL.

(A retired Civil Officer)

ধর্ম্মমীমাংসা ।

বেলঘরিয়া নিবাসী

শ্রীরায় কালীপদ ঘোষাল

প্রণীত ।

কলিকাতা।

শ্রীযুত ভুবনচন্দ্র বসাক সংস্থাপিত

সংবাদ জ্ঞানরত্নাকর যন্ত্রে তদ্দ্বারা

মুদ্রিত ।

নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট ৮ সংখ্যক ভবন।

সম্বৎ ১৯২৮ ।

শ্রী

শ্রীশ্রীদুর্গা।

শরণং।

মহামহিম মহিমার্ণব
শ্রীলশ্রীযুক্তরাজকালীকৃষ্ণদেব বাহাদুর
ভারতবর্ষীয়সনাতনধর্ম্মরক্ষণী
সভাপতিমহাশয় বরাবরেষু।

অনবরতাশীর্ব্বাদক শ্রীকালীপদ শর্ম্মণা

পরমশুভাশীরাসিঃ বিশেষস্তেষঃ

মহাশয়ের দিয়দয়াদাতব্যাধ্যক্ষ কর্ত্তৃক নিবেদনঞ্চেতাবৎ সন ১১২৫ সম্বৎ চৈত্র মাসীয় ২রা তারিখে আশী-র্ব্বাদক কর্ত্তৃক যে অবৈধ—ব্রহ্ম—সাধন—নিবারণ জন্য বক্তৃতা হইয়াছিল, এবং সন ১১২৬ সম্বৎ আষাঢ় মাসীয় ৫ই তারিখে যে গ্রন্থ প্রস্তুত করতঃ সর্ব্বসাধারণকে অর্পিত হয় তাহার পোষকতায় উপস্থিত গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া রাজ সান্নিধ্যে প্রেরণ করিতে সাহসান্বিত হইলাম, গুণ সমুদ্রে পতিত হইয়া গুণের গুণে গণ্য ধন্য হইতে বাঞ্ছিত আছি। ইতি সম্বৎ ১১২৮। আশ্বিন মাসীয় বিংশতি দিবস।

শ্রীশ্রীদুর্গা

শরণং।

ইত্যারম্ভে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচরণানন্দ নাথং গুরুং নত্বা পরমানন্দ-মন্বয়ং যস্য চরণাভ্যাং নিরন্তরং পরামৃতং নিঃসরতি। অতএবোক্তং কালীপদেন। সুধাধারাসারং নিরবধি বিমুঞ্চন্ন-তিতরাং যতেস্বাত্মজ্ঞানং দিশতি ভগবান্ নির্ম্মলমতে-রিতি।

কয়েক দিবসাতীত হইল নিজগ্রামের শ্রীল শ্রীযুক্ত সাবর্ণ চৌধুরী মহাশয়দিগের শুভ ভবনে শ্রীযুক্ত শ্রীপাট ভাটপাড়া নিবাসী আনন্দচন্দ্র শিরোমণি ও অন্যান্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়দিগের কৃপাগমনে এ দীনের সভারোহণে দেখিলাম শাস্ত্র বক্তার বক্তের বক্তৃতার বিশ্রামাভাবে কোনৈক প্রশ্ন করিবার সাবকাশাভাব; অতএব নিম্নলিখি-তব্য প্রশ্ন সকল অবিকল ইত্যভিপ্রায়ে প্রেরণাভিলাষী হইলাম যে, তাঁহারা করুণানয়নে সর্ব্বসাধারণে, উক্ত প্রশ্ন সকল সুস্পষ্ট ও সপ্রমাণসহ স্বাতিনক্ষত্রের জলের ন্যায় তাঁহারদিগের হৃদয়ক্ষেত্রে বর্ষণ করিয়া কালকবলের ত্রাস হইতে উদ্ধারিত করেন। যে, তাঁহারা ইতস্ততঃ এবং ইহা নহে উহা না করিয়া চেষ্টিত বিষয় সকল হস্তগত করিয়া মনের সন্দেহ নিবারণ পূর্ব্বক ইষ্ট সাধন করিতে থাকুন ইতি সম্বৎ ১৯২৬ আশ্বিন মাসীয় বিংশতি দিবসা।

শ্রীকালীপদ শর্ম্মণা।

মোং বেলঘরিয়া।

প্রশ্ন। যৎকালীন চার্ব্বাকাদি এবং দর্শনশাস্ত্রের পণ্ডিত-দিগের পরস্পর শাস্ত্র নির্ণয়ের বিষয়ে বিচার হইয়াছিল, তৎকালীন ঈশ্বরের দৈববাণী কি হইয়াছিল, তাহাতে শাস্ত্র সকল রক্ষা পায় কি না ?

প্রশ্ন। বেদাবিভিন্না, ইত্যাদি যে পদ্মপুরাণের বচন আছে, তাহাতে দর্শনশাস্ত্রের পণ্ডিতেরা কার্য্য-পালনা বলিয়াছেন কি না, তাহাতে শাস্ত্র সকল রক্ষা পায় কি না ?

প্রশ্ন। উক্ত বচনে মহাজন কারে বলিয়াছেন, কে তাঁহারা ?

প্রশ্ন।—কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ইত্যাদি বলিয়া যে বচনটী কহিয়াছেন, তাহাতে যুক্তির উপর নির্ভর আছে কি না ?

প্রশ্ন।—যদি যুক্তি সিদ্ধই হয়, তবে যাঁহার মুখের লব্ধ বাক্য সফল হয় তাঁহার কথা গ্রহণ করা যুক্তি সিদ্ধ হয় কি না ?

প্রশ্ন।—সেই একজন কে, যাহাকে বলিব ?

প্রশ্ন।—যদি তিনি মন্ত্রগুরু হয়েন তবে তিনিই গুরু কি আর গুরু আছেন ?

প্রশ্ন।—আর যে গুরু আছেন তাঁহার বাস কোথায় তাঁহার আসন কি। তাঁহার পাদুকা কারে বলে। ঐ পাদু-কাই পূজা করিবেক কি আর কিছু আছে। পাদুকার কোনহ মন্ত্র আছে কি না। পাদুকাধার কয় বস্তু, তাহার কোনহ ন্যায়। তিনি কোন মুখে বসিয়াছেন। সাধক কি প্রকারে প্রণাম করিবেক এবং কিসে প্রণাম সিদ্ধ হইবেক ?

প্রশ্ন ।—পঞ্চশুদ্ধি কারে বলে ?

আত্মশুদ্ধি কি ?

জ্ঞান শুদ্ধি কি ?

মন্ত্রশুদ্ধি কি ?

দেবশুদ্ধি কি ?

দ্রব্যশুদ্ধি কি ?

এবং উহা অকরণে পূজাব্যভিচার হয় কি না ?

প্রশ্ন ।—প্রাতঃকৃত্য কারে বলে, উহার অকরণে কি দোষ আছে ?

প্রশ্ন ।—রাত্রবাস পরিত্যার্য্য হইয়া করিবেক কি রাত্রবাস সহিত ?

প্রশ্ন ।—উপাচার মানসে দেওয়া কর্ত্তব্য কি না যদি অকর্ত্তব্য হয় তবে কোন শাস্ত্রের মতে ?

প্রশ্ন ।—বহুবিধ উপাচার মানসে দেওয়া কাহার পক্ষে এবং অঙ্গুলি প্রদর্শন পূর্ব্বক কাহার পক্ষে ?

প্রশ্ন ।—স্নান কয় প্রকার, এবং তাহা কি২ ?

প্রশ্ন ।—বৈদিক স্নানানন্তর কোন মুদ্রা দেখাইবে, সে মুদ্রার নাম কি ? এবং ত্রিপুণ্ড্র কি প্রকারে করিবেক ঐ উভয় অকরণে দোষ কি ?

প্রশ্ন ।—শ্রীশ্রীগঙ্গায় পদার্পণ করায় দোষ আছে কি না ?

প্রশ্ন ।—যদি দোষ রহিল তবে নিত্য স্নান কি প্রকারে হইবেক, এবং পুনঃ পাপ করিলে গঙ্গা উদ্ধার করিবেক কি না ?

প্রশ্ন।—যদি পদার্পণ করায় দোষ না থাকিবে তবে শ্রী চৈতন্যমহাপ্রভু পা দেন নাই কেন, এবং পাপ মোচনের মন্ত্র হইল কি জন্য তাহাই বা পাঠ্য কেন?

প্রশ্ন।—গঙ্গাতীরে যে সকল কার্য্য হয় ঐ সকল কার্য্য গঙ্গাক্ষেত্রে হইতে পারিবেক কি না?

প্রশ্ন।—ক্ষেত্র কারে বলে, তীর কারে বলে?

প্রশ্ন।—ভাদ্রকৃষ্ণচতুর্দ্দশী কি প্রতি ভাদ্র কৃষ্ণচতুর্দ্দশী, সেই যে জল উঠা নিরূপিত হইয়াছিল তাহাই,

প্রশ্ন।— ঐ মত গঙ্গাপিণ্ড ব্রাহ্মাণ্ডয় আছে কি না?

প্রশ্ন।—তাহাতে মানসম্মানাঙ্গি সিদ্ধ হইবেক কি না?

প্রশ্ন।—কলিযুগে মানস কার্য্যাদি সিদ্ধ, কি বহির কার্য্য সিদ্ধ?

প্রশ্ন।—কলিতে মানস কার্য্যই বা কয়বার করিলে সিদ্ধ হয়, আর বাহির কার্য্যই বা কয়বার করিলে সিদ্ধ হয়, কাহার গৌরব অধিক?

প্রশ্ন।—অন্তর্যাগাদি মানস কর্ম্ম সকল করিতে অশক্ত হইলে শরণ ও পাঠ করিলে সিদ্ধ হয় কি না?

প্রশ্ন।—ব্রাহ্মণেরা সময়ে (কদাচ দৈব এক দিবস ছাড়া) সন্ধ্যা করণে এবং সন্ধ্যেয় আদর না করিলে তাঁহারা ব্রাহ্মণ গণ্য হইতে পারেন?

প্রশ্ন।—তাহা অকরণে ক্রিয়াকলাপাদির অধিকারী হইতে পারেন?

প্রশ্ন।—ক্রিয়াকলাপ অপেক্ষা প্রাতঃকৃত্য যে বেদাচার করা, সময়ে সন্ধ্যা করা; ও তিলতর্পণ করা, এবং সূর্য্যার্ঘ্য দেওয়া এবং বৈদিক তান্ত্রিক সকল কার্য্য ও দানোৎসর্গ,

গীতাপাঠ-ব্রহ্ম-নিষ্ঠা ও ব্রহ্মে অর্পণ ভাল কি, ঐ সকল কার্য্য না করিয়া ক্রিয়া ভাল ?

প্রশ্ন।—বিশ্বদ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে মেরুচল পর্ব্বতই বা কোথায়, আর পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডেতেই বা কোথায় ?

প্রশ্ন।—পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সপ্তপাতাল কোথায়, এবং সপ্ত ভুবন কোথায় ?

প্রশ্ন।—কোন নাসিকায় পূরক হয় এবং কোন নাড়িতে এবং তাহার নিষ্ক্রাম কোন নাসিকায় এবং কোন নাড়িতে ?

প্রশ্ন।—অকার সংজ্ঞক পুরুষ কে, উকার সংজ্ঞক পুরুষ কে, এবং মকার সংজ্ঞক পুরুষ কে ?

প্রশ্ন।—গায়ত্রী জপ কালীন কোন সময়ে কোন স্থানে হস্ত রক্ষা করিতে হয় ?

প্রশ্ন।—প্রাণাপান বলিয়া কোন২ অঙ্গুলিতে যোজন করাইতে হয় ?

প্রশ্ন।—দশ নাড়ী কারে বলে, এবং নাগ ও কূর্ম্ম ও কৃকর ও দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় কাহার কি কার্য্য এবং কে কোথায় ?

প্রশ্ন।—হংসঃ মন্ত্রের কোনটী ত্যাগে শোহহং হয় ?

প্রশ্ন।—হংসঃ বলিয়া যে অক্ষরে যাতায়াত হয় তাহার কোন নাড়ী অবলম্বন করিয়া এবং কোন অক্ষরে পূরিতে হয় ?

প্রশ্ন।—ভূত শুদ্ধি কারে বলে আর জীবাত্মা কে এবং পরমাত্মা কে ?

প্রশ্ন।—ষট্ চক্র ভেদ করিবেক, ষট্ চক্র কাহারে বলে, ও ত্রিসূত্র কি, এবং ব্যোমপঞ্চক কারে বলে ?

প্রশ্ন।—ষট্ চক্রের স্থলে বায়ু তুলিতে হয় কোন স্থান হইতে আর ভূত শুদ্ধিতেই বা কোন স্থান হইতে?

প্রশ্ন।—হৃদয়পদ্মের মধ্যে কয়টী পদ্ম আছে ইহার কোন পদ্মতে মানস পূজার সম্মান?

প্রশ্ন।—বাহিরাত্মা কারে বলে, অন্তরাত্মা কারে বলে ও পরমাত্মা কারে বলে?

প্রশ্ন।—অনন্ত-দীপ-কলিকাকার কি?

প্রশ্ন।—ঐ দীপ-কলিকাকার স্ত্রী সংজ্ঞা কি পুরুষ যদি স্ত্রী তবে পুরুষ কোথায়—যদি পুরুষ তবে স্ত্রী কোথায়?

প্রশ্ন। স্ফটিকের নিকট জবা পুষ্প কি, ইহার তাৎপর্য্য কি?

প্রশ্ন।—পাটল বর্ণের তাৎপর্য্য কি?

প্রশ্ন।—ব্রহ্ম কারে বলে, বর্ণ ব্রহ্ম কারে বলে শব্দ ব্রহ্ম কারে বলে?

প্রশ্ন।—অন্নময়—কোষ প্রাণ-ময়-কোষ মনময়-কোষ বিজ্ঞানময়—কোষ ও আনন্দময়-কোষ কারে বলে?

প্রশ্ন।—আনন্দময় কোষের মধ্যে কোন বস্ত্র আনন্দের কারণ আছেন, তিনিই ব্রহ্ম কি তাঁহার অতিরিক্ত কেহ আছেন?

প্রশ্ন।—চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব কারে বলে?

প্রশ্ন।—মানস পূজার কালীন গন্ধ কোথায় হইতে লইতে হইবেক, পুষ্প কোথা হইতে ধুপ দীপ নৈবেদ্য কোন কোন স্থান হইতে লইতে হইবেক?

প্রশ্ন।—মন্ত্রার্থ কারে বলে মন্ত্র চৈতন্য রাগ প্রাপ্ত ভাব

শুদ্ধি নির্ব্বাণ মহানির্ব্বাণ পূজা সংকেত সময় গূঢ়সংকেত কাহারে বলে ?

প্রশ্ন। বর্ণমালা কারে বলে, ১০৮ জপের সংখ্যা কি, এবং ১০০০হাজারের সংখ্যা কি, কোন দিক হইতে জপ করিতে হইবেক, কোন মন্ত্রে শরীর স্থির করিবে ?

প্রশ্ন।—প্রারব্ধ কয় প্রকার, প্রারব্ধ ক্ষয় কিসে হয় ?

প্রশ্ন। ঈশ্বরে পাপকর্ম্ম অর্পণ করিবেক কি না ?

প্রশ্ন। ঈশ্বরে পুণ্যকর্ম্ম অর্পণ করিলে পাপ কর্ম্ম থাকে কি না, যদি যায় কি প্রকারে যায় ?

প্রশ্ন। কলিযুগে কোন মতের কার্য্য সিদ্ধি। বৈষ্ণবে মৎস্য মাংস প্রসাদ সেবা করিতে পারেন কি না যদি পারেন তবে কয় গ্রাস ?

প্রশ্ন। শ্রীমন্মনু কর্ত্তৃক এতৎ দেশ বদ্ধ কোথা হইতে কোন পর্য্যন্ত হইয়াছে ?

প্রশ্ন। পশ্বাচার কারে বলে, এবং ঐ মতে ভজন শ্যামাপূজা রাত্রের কোন সময়ে হইবেক। এবং যাহারা কারণ ব্যতিরেকে অপর চারি দ্রব্যতে পূজা করেন তাঁহার-দিগের পূজা রাত্রের কোন সময়ে হইবেক ?

প্রশ্ন। শোণিত শুক্রের বস্তু বলিদানে বিধি আছে, কিন্তু কোন গুণে হয়, আর গুণে যায় এবং মায়া সত্ত্বে ঐ কর্ম্ম করিতে হইবে কি না ?

প্রশ্ন। পঞ্চমাকারের মধ্যে যে স্ত্রীর সংশ্রব বেদতন্ত্রাদি উভয় শাস্ত্রেই বলিয়াছেন কিন্তু তদ্বিষয়ে লোকে কি আচার করিয়া পঞ্চমাকার সিদ্ধ করেন—যদি না করেন তাহাতে পূজা বিধি প্রাপ্ত কি প্রকারে হয়।

হে পণ্ডিত মহাশয়েরা! যোগশাস্ত্র এবং ব্রহ্মসাধন ব্যতিরেকে জীবাত্মা পরমাত্মার ঐক্য হওয়া সুদুষ্কর হয়, যাঁহারা উক্ত সাধন করিতে বাঞ্ছান্বিত হয়েন তাঁহারা অগ্রে চিত্ত শুদ্ধির জন্য কর্ম্মকাণ্ড আশ্রয় করিবেন, যেমত মাতৃ কোল স্বীকার না করিলে পিতৃ দৃষ্ট সুলভ হয় না ঐ মত অগ্রে প্রকৃতি সাধন সম্পন্ন হইতে হইবেক, প্রমাণ দেখ যৎকালীন শ্রীহনুমান শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের সম্মুখে জ্ঞান শিক্ষার অভিলাষে দণ্ডায়মান হইলেন, কৃপানিধি মা জানুকীকে অনুজ্ঞা করিলেন, হনুমান অতি শুদ্ধ শিষ্ট ইহাঁর সম্বন্ধে কর্ম্ম কাণ্ডের কথা কহ, তাহাতে করুণাকারুণিক আদ্যান্ত কহিলে পর স্বয়ংসিদ্ধ সম্মুখবর্ত্তী হইয়া তত্ত্বমস্যাদি বাক্যের অর্থ এবং আকাশ ঘটাদির ও জলের প্রতি বিম্ব একত্র করিয়া ব্রহ্ম উপাসনার উপদেশ দিলেন, সুতরাং প্রকৃতির আরাধনা অগ্রে করিতে হইবেক, নচেৎ হয় না, বিশেষতঃ শাস্ত্রে ইহাও প্রকাশ আছে। "বিষ্ণুভক্তি প্রদা দুর্গা" সুতরাং প্রকৃতির সাধন অগ্রেই আবশ্যক, যদি ইহা না হইবে তবে অগ্রে শ্রীশ্রীরাধাকে প্রণাম না করিলে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের প্রণাম সিদ্ধ হয় না। কেন? কৃষ্ণরাধা না বলিয়া রাধাকৃষ্ণ কেন বলে? শ্রীশ্রীরাম সীতা না বলিয়া সীতারাম কেন বলে? ইহার প্রমাণ মহানির্ব্বাণ তন্ত্র এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের প্রকৃতি খণ্ড; অধিক কি বলিব, যবনেরাও এই ব্যবহার করিয়াছেন, যথা, হাফেজ "বদে-সাকি-ম্বেয়ে বাকি-কে—দরজীন্নৎ-নখাহিইয়াপ্ত—কেনারেয়াব—রেকুনাবাদ—বগলগস্তমসল্লারা"—হে সাকিয়া! অর্থাৎ প্রকৃতি দাও আমাকে অবশিষ্ট মদিরা যাহা বৈকুণ্ঠে না পাওয়া যায়—যদি বল

বাকি কেন বলিলেন, আর বৈকুণ্ঠতে যাহা না পাওয়া যায় ইহাই বা কেন বলিলেন অর্থাৎ অগ্রে যে মদিরা পান করিয়াছেন, সাকার সাধনের আর বৈকুণ্ঠতে যে পাওয়া যায় না তাহা নিরাকারের মদিরিকা অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের যদি বল পরপক্ষে কি সিদ্ধান্ত করিলেন অগ্রের অর্থ ঐ পরে যে তিনি যে স্থানে বাস করিতেছেন সেটি সমুদ্রের মধ্যে এক দ্বীপে, তথায় যাইবার সাধ্য কি, জলে বাতাসে ঢেউতে যাইতে দিবেক কেন, তাহার সূক্ষ্ম সিদ্ধান্ত এই যে, আমার ইন্দ্রিয় সকল অতি চপলা, তাহারদিগের পরাজয় না করিতে পারিলে কি প্রকারে যাই, তাহা প্রকৃতির সাধ্য ব্যতিরেকে নয়।

হে পণ্ডিত মহাশয়েরা, যবন বলিয়া অগ্রাহ্য করিবেন না, শাস্ত্র সকলি সমান, এবং উপাসনা সকলি এক তাহার প্রমাণ দেখ, শ্রীশ্রীশঙ্কর সাক্ষাৎ শিব আনন্দলহরিতে বলিয়াছেন, হে প্রকৃতি মা জননী "সুধাসিন্ধুর মধ্যে সুরবিটপী বাটী পরিবৃতে মানদ্বীপে ,,—তুমি যে মা সুধাসিন্ধুর মধ্যে মানদ্বীপে বাস করিতেছ, অতএব অগ্রে ঐ উপাসনা করিবার জন্য নিজ গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া মন্ত্রার্থ, প্রাণায়াম, ভূতশুদ্ধি, হংস মন্ত্রে সুপারগ হইয়া অন্তর্যাগাদি করিতে২ তাঁহার মোহিনীমূর্ত্তী দেখ, তবে তত্ত্বকে লক্ষ করিবে, অস্মদাদির কাঁচা কলা ভাতে, দাল-বাটা ভাতে খাইতে২ দিন গেল, তথাপি দেখিতে পাইলাম না। হাফেজও ইউসপ অবলম্বন করিয়া খেদ করিয়াছে, যেমত অস্মদ কর্তৃক বলা হইল, যথা " মন—আজ্র—অঁ।—হোসেন-

রোজ—আকজুঁ—কে—ইউসফ—দাস্ত—দানেস্তম—কে—এস্ক-আজপরদে—আসমতবেরু-আরদ জেলেখাবা „ আমিও যেমত ইসফ বালাকালাবধি আশয় করিয়াছিল; যে আচার সম্পান্ন হইলে জেলেখা আমার প্রেমে বদ্ধ হইয়া দর্শন দিবেক সেই মত করিয়া দেখিলাম কিন্তু দেখিতেও তো পাইলাম না।

হে পণ্ডিত মহাশয়েরা ভারতবর্ষে সকল জাতিই সাকার নিরাকারের উপাসনা করিয়াছেন, এবং করিতেছেন, প্রমাণ যথা।

" ধ্যানেনাত্মনী পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে ॥„

কিন্তু সকলি ক্রমযোগে, 'অর্থাৎ পরে পরে। এবং যে যে মতাধিকারী সেই মতাচার করিতে করিতে তাহাতে পর-স্পর সকল জাতিরই উপাসনাতেও ঐক্য আছে, শাস্ত্রেও ঐক্য আছে, বিদ্যাতেও ঐক্য আছে, এবং কি শব্দবিদ্যা, আর কি অধ্যাত্মবিদ্যা, ইহার কিছুতেই বৈলক্ষণ্য নাই, শুদ্ধ ভাষান্তর মাত্র, কেহ এক ভাষা কেহ কোনহ বাসা, তাহারও কারণ পূর্ব্বে কেবল একটী ভাষা ছিল, তাহার নাম ইংরাজ বাহাদুর কহেন " হিবরীউ „ হিন্দুরা কহেন " হিবরি ; ঐ ভাষা চূর্ণ হইয়া হিন্দুয়ানি আর মোছলমানি দুই জাতি দেশদেশান্তরে দ্বীপ দ্বীপান্তরে নানারূপে ব্যক্ত হইয়াছে এবং সাধনের স্থলে ইহাও ব্যক্ত আছে যে, চতুর্দ্দশ ভুবনে নির্ম্মিত সকল দেহই তাহার মধ্যে তিন প্রধান স্থান; তাহার প্রথম নাভি দেশে বিশ্ব, দ্বিতীয়স্থান

মধ্যে হৃদয়ে তৈজষ, তৃতীয় স্থান ললাটে প্রাজ্ঞ, প্রথম স্থানের অধিপতি ব্রহ্মা, অকার, অত্রস্থলে সৃষ্টি সৃজনের তাৎপর্য্য, দ্বিতীয় স্থানের অধিপতি বিষ্ণু উকার, অত্রস্থলে পালনের তাৎপর্য্য, তৃতীয় স্থানের অধিপতি, শিব; মকার, অত্রস্থলে সংহারের তাৎপর্য্য যৎকালীন সগুণকে আশ্রয় করা যায়। তৎকালীন ঐ সকল সাকার দেবতারদিগের আরাধনা করিতে হয়, আর যৎকালীন সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করিতে হয়, তৎকালীন ঐ তিনটি একত্র করিয়া প্রণবের আরাধনা করিতে হয়; আর যৎকালীন সেই নির্গুণের উপাসনা করিতে হয়; তৎকালীন কেবল অরূপক শূন্যমাত্র অবলোকন করিতে হয়; কিন্তু তাহার পূর্ব্বক্রিয়া পূরকের দ্বারা প্রবেশ হইয়া দৃঢ় ঈশ্বরকে আশ্রয় করিয়া, প্রথম অন্নময় কোষ হইতে প্রাণময় কোষে মানসে গমন করিতে হয়, তথা হইতে মনময় কোষে গমন করিতে হয়; তাহার পর বিজ্ঞানময় কোষে গমন করিতে হয়; তাহার পর আনন্দময় কোষে গমন করিয়া অনন্তদীপকলিকাকার মাতৃকোল বিশেষে আশ্রয় করিয়া পিতারে লক্ষ করিতে হয়; অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য করিতে হয়, ইহাতে অল্লাহার ও দৃঢ় প্রাণায়াম করিলে পর তবে কার্য্য পাইবার সম্ভাবনা হয়।

হে পণ্ডিত মহাশয়েরা! যবনেরাও ঐ মত প্রথম ক্ষেত্রে আলেফ ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে;--ওয়াও এবং তৃতীয় ক্ষেত্রে, ইযে রক্ষা করিয়া যৎকালীন তাঁহারা মুরিদ বা ফকীর হবেন তৎকালীন ঐ তিন অক্ষরকে একত্র করিয়া আল্লা ওয়াহেদ বলেন নচেৎ "এল জেলল্লা,, কহেন; হে পণ্ডিত মহাশ-

য়রা একথা আমি যাবনিক গ্রন্থ পাঠ করিয়া লিখিতেছি এমত নহে; তন্ত্রশাস্ত্রে শিব কহিয়াছেন ঐটী তাহারা মিলাইতে পারিলে তখন বলেন যথা আরবিশাস্ত্র " লা-এল্লেলা-আল্লা-ওয়াহেদ-লা এলশরীক—লাএলমজীদ—লাএলহমীদ—অর্থাৎ আল্লাও নহে; তিনি যে এক অদ্বিতীয় তাঁহার সাক্ষী নাই সাতি নাই।"—তৃতীয় জাতি ইংরাজেরা তাঁহারদিগের বাই-বেলে ক্রাইষ্ট—জুজশক্রাইষ্ট—হোলিগোষ্ট বলিয়াছেন, ঐ তিনে এক এবং একে তিন বলিয়াছেন; যথা ত্রিনিটি; এবং বলিয়াছেন " আই—এম—দি—ভাইন—এণ্ড—মাইফাদর—ইজ—দি—হজবেণ্ডমেন এই সকল পরস্পর সকল জাতির সগুণ উপাসনা পক্ষে বলিতেছেন তাহার পরে যে অনন্ত দীপকলিকাকার দ্বিতীয় উপাসনা যেমত আমাদিগের পক্ষে লেখেন ইহার আবশ্য তাৎপর্য্য বিজ্ঞান—ও তজ্ জ্ঞান—যাহাতে বিনা কৈবল্য অপর প্রকার মুক্তির সম্ভাবনা রাখে, যে উপাসনায় যমের হস্তে যাইতে হয় না; তাহাতেও পরস্পর সকল জাতির ঐক্য আছে পেগনিরা বলিয়াছেন ইহা হোমের ফিলোজফিতে পাওয়া যাইতেছে :: ঐথ—এন-লাইটেন্স—আলবাডিশ—এণ্ড—উইদৌট-হূ—দি—রিজন—আফ—এবরি—পেরটীকুলের—ইজ—নাথিং—বট— ডারক নেশ—এণ্ড—এরর " এবং উহারা শ্রীশ্রীসূর্য্যমণ্ডলের সহিত বহিরস্থ এবং হৃদয়স্থ উপমাদেয় খেরদমন্দউজার কহিয়াছিল পাতসা আজাদবখতকে যথা উর্দ্দ ভাষা খোদা—এসপাস—হেও—ইহে—ঢোঁরেহেঁজঙ্গল—মেঁ—:ঢনরা—শহার-মেঁ--লেডকা—বগলমে—অর্থাৎ কোলে রহিয়াছে ছেলে এবং

ঢেড়োরা শহরমে—যেমত-অধ্যাত্ম রামায়ণে বলিয়াছেন, কণ্ঠস্থ চামীকরণ যথা অর্থাৎ গলায় ভূষণ আছে দেখিতে পায়না তদনন্তরে বলিয়াছেন যবন মহাশয়েরা ঐ কথারি পোশকতায় " কসায়েফ—অক্করুগ—মন্তহা—মিনএলখে-লালে,, আরবি শাস্ত্র সেই যে অনন্তদীপকলিকাকার শরী-রের সহিত সমষ্টি বেষ্টিত কেমন আছেন, যেমত তরওয়া-রের খাপের মধ্যে সেই তরয়ার খানি যাহার তেজ শুক্তি, রজতের ন্যায়, ইহার পর তৃতীয় অবস্থা বা উপাসনার কথা লিখি, মেং বাইরণ তাঁহার নব্যগ্রন্থ যে " যোরড ,, বলিয়া পরম ব্রহ্মকে ব্যাখা করিয়াছেন, তাহা আমি বুঝিলাম, অন্য কেহ বুঝুক আর না বুঝুক ঐ কথাটী শ্রীশ্রীশিবঠাকুর নির্ব্বাণ তন্ত্রে বর্ণন করিয়াছেন যথা।

" স্বরূপশ্চ মমবক্ত্রাৎ বিনির্গতঃ। সন্দেহো নৈব কর্ত্তব্যা যদি মুক্তিং প্রযচ্ছতি,, শব্দ ব্রহ্ম যাহারে বলে তাহা ঈশ্ব-রের মুখগলিত বাক্য, (ঐ যে যোরড মেং বাইরণ বাহির করিয়াছেন) ইহাতে সন্দেহ করা কর্ত্তব্য নহে। দ্বিতীয় ওঁকার গীতায় শ্রীঅর্জুন শ্রীশ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ঠাকুর অদৃশ্য যে বস্তু তাহার ভাবনা নাই, অর্থাৎ ভাবনা হইতে পারে না, ও যাহা দৃশ্যমান তাহার বিনাশ আছে। একং অবর্ণাক্ষর, অর্থাৎ সগুণ প্রণব অতএব যোগীলোক কিরূপে ধ্যান করেন, তাহাতে ঠাকুর বলেন অর্জুন তাঁহারা কেবল শূন্য নিরাকার অলক্ষ্য করেন, অত্রস্থলে, বাইবেলে লেখে এবং পাদরি শটন রিমার্ক করেন থিংশ—দেট—আর-শিন—টেম্পোরেল—থিংশ—দেট-আর-নাট-শীন-এট

রনেল ;, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বস্তুমাত্রে অনিত্য আর যিনি অদৃশ্য তিনিই নিত্য সুতরাং ইহাই স্থির আর ঐক্য, এবং ইহার দ্বিতীয়ার্থ বস্তু বিবেক যথা এক ঈশ্বর আর সমস্ত নশ্বর, হা বিধে ! এ সকল জানিয়াও জড় মূঢ় গৃহস্থেরা নিত্য বস্তুকে অগ্রাহ্য করিতেছেন স্ত্রীপুত্র ধন লইয়া এবং মান্য হইব বলিয়া কতকগুলিন নিকট্যাবর্ত্তির লোক সংগ্রহ করিয়া নিঃশঙ্কর সুখে বৈমুখ হইয়া আমি সুখী জ্ঞান করিতেছেন; তাহাতে কিছুমাত্র পুরুষার্থ সাধন নাই বরং সর্ব্ববাদি সম্মতে নিন্দিত, অপাত্র, অযোগ্য, অক্ষম গণ্য হইতেছেন। যে হেতু অপর সকল লোকেই তাহাদিগের বিপরীত আশীর্ব্বাদ করেন । আর কেহ পরমব্রহ্মের দ্বেষ করেন, কেহবা রূপক মূর্ত্তিমান দেবতাদিগের নিন্দা করেন, ইহাতে যে ইহাঁরদিগের কি গতি হইবেক বলা যায় না। ইহা অপেক্ষা দেখ শ্রীশ্রীগুরুদেব সকলেরি এবং সকল জাতিরই স্বীকার আছে। প্রথম প্রশ্নকৃত কয়েক বিষয় ব্যবধানে শাস্ত্র দূরে থাকুক শ্রীশ্রীগুরু অবিশ্বাস্য নহেন, যিনি মহাজনেরদিগের প্রধান অগ্রে স্বকুলোদ্ভব গুরুর মুখগলিত মন্ত্র গ্রহণ করিয়া যেমত শ্রীভগবদ্গীতায় বলিয়াছেন " রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমং । প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ং ॥,, অর্জ্জুন উপাসনার সহিত যে ব্রহ্মসাধন অতি উত্তম, আর বড়গুহ্য কথা, ইহাতে বড় সুখ তাহার তাৎপর্য্য শ্রীশ্রীগুরু ও মন্ত্র এবং তাঁহা প্রতিপাদ্য দেবতাকে ভিন্ন না জানিয়া ঐ রূপক দেবতাকে বিশ্বব্যাপিয়া আরাধনা করা বল সে কি প্রকার? তথাপি ভগবদ্গীতায় যথা

সর্ব্বতঃ পাণি পাদন্তং সর্ব্বতোক্ষি শিরোমুখং।
সর্ব্বতঃ শ্রুতি মল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ’॥

অর্থাৎ সেই দেবতা সর্ব্বব্যাপি এবং শির; মুখ, হস্ত, পদাদি সর্ব্বত্রেই পরিপূর্ণ আছেন এই যোগে দোষ কি আছে আপনার ইষ্ট দেবতাকে তাহাই জ্ঞান করিতে হয়। আর ব্রহ্মজ্ঞানী সন্ধ্যাহ্নিক পূজাদি করেন না। তাহা নহে, যদি তাহাও করিতেচ্ছা না থাকে ইহাও বলিয়াছেন যে “ পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি। তদহহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ।,, অর্থাৎ পত্র, পুষ্প, ফল, জল, আমাকে যিনি ভক্তি করিয়া দেন আমি যত্ন করিয়া লই তাহা দিতেই বা কি ক্লেশ আছে। আর আপদ মাত্র নাই অর্থাৎ বিধি অবিধি নাই আর যদি তাহার পর নিবেদন এক দামড়ি কড়ি নিত্যঃ উৎসর্গ করিয়া তাঁহাতে অর্পণ করিলেক, তবে আর বাকি কি, মুক্তি তাহার করস্থিত ইহা না করিয়া সমস্ত ত্যাগ করিয়া আমি ব্রহ্মজ্ঞানী বলা অতি অন্যায় কহিতে হইবেক এবং বৃদ্ধ হইলেন, কর্ম্মে মরেন পরিপাটির পন্থা না জানিয়া কোঁচার কাপড় গায়ে দিয়া মাঠে গমন করিলেন, ছাগের ল্যাজের লোম আনিতে, কার্ত্তিকের গোঁপ করিয়া দিবেন। ওদিকে আপনার গোঁপ পাকিল, শ্রীমম্মনুর ফাঁস গলায় দিয়া যে গর্ত্তে পড়িয়াছেন তাহা হইতে উঠিতে পারিতেছেন না আর আশল কর্ম্ম নাই। সময়ে সন্ধ্যা নাই, যাহাতে ব্রাহ্মণ হয় না, যথা কাশীখণ্ড “ বিধিনা বিহিতা সন্ধ্যা কালাতীতা বৃথা ভবেৎ। অযমেব হি দৃষ্টান্তোবন্ধ্যা স্ত্রীমৈ-

থুন যথা।., বেদবিধিতে উক্ত হইয়াছে যে সন্ধ্যা তাহা যদি কালাতীত করিয়া করেন তাহাতে কি প্রকার ফল হয়, যেমত বন্ধ্যা স্ত্রী মৈথুনে ফল দর্শে না, তাহাতে তাঁহারা ক্রিয়া অভিমান মিথ্যা করেন, ক্রিয়াও সফল হয় না। আরবার ন্যায় উপার্জ্জনে ক্রিয়া করেন না বিশ্বাসঘাতকের আচরণ করিয়া করেন, যে ম[illegible] বিশ্বাস করিয়াছে তাহার নিকট অবিশ্বাস কার্য্য করিয়া ক্রিয়া করেন ইহার কোনমাত্র ফল দর্শে না কেবল লৌকিক, অন্তে নরকে থাকিতে হয়। যাবৎ চন্দ্র দিবাকর, এবং অন্যান্য ব্যক্তিকে ঠকাইয়া বা তাহার অপহরণ করিয়া করেন তাহার ফল শাস্ত্রে বলিয়া- ছেন যথা।

"অপহৃত্য পরস্যার্থং যঃ পরেভ্য প্রযচ্ছতিঃ। সদাতা নরকং যাতি যস্যার্থ তস্য তৎ ফলং ।।,;

অপহরণ করিয়া যিনি ক্রিয়া করেন তিনি নরকে গমন করেন, আর যাঁহার অর্থ তাঁহার ফল হয়। ফলতো মনুষ্যতে. যদি শাস্ত্র না জানেন, আর হিতাহিত না জানেন, (তাহা জানা উচিত হয়) [illegible] পুরুষ এবং [illegible] সম্ভব সত্বে, পশুর ন্যায় গণ্য হইয়া ইহকাল ব্যার্থ ব্যয় হইয়া মরণান্তে অগতিকে প্রাপ্ত হয়েন, কিন্তু তাঁহারদিগের নিষ্কৃতিভাজন হওয়া সুদুষ্কর হইয়াছে, যে,, হেতুক গাঁইস্থাশ্রমে মুক্তি সুদুর্ল্লভ আর অন্যাশ্রমে মনোগত পাপ আছে তদ্বিষয়ে এক মুক্তি মাত্র এই আছে তাহা বেদান্ত শাস্ত্রেও শাঙ্করভাষ্যেও মহানির্ব্বাণাদি গ্রন্থে নির্ণয় করিয়াছেন, গার্হস্থ তিন প্রকার, গাঁইস্থ মেদী এক, গৃহস্থ ব্রতী দুই, আর গৃহস্থ মুমুক্ষ

তন, এই গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া প্রথম গৃহস্থব্রতীর ন্যায় চিত্ত শুদ্ধির জন্য কর্ম্ম করিবেক তদনন্তর ঐ আশ্রম হইয়া তৃতীয় আশ্রম গ্রহণ করিবেন, অর্থাৎ ঐ গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া মুমুক্ষুর ন্যায় কার্য্য করা ব্যতিরেকে আর গৃহস্থের উপায় মাত্র নাই, হে সুবুদ্ধি বিজ্ঞবর তোমরা বৃদ্ধ হইতে চলিলে ইহাই কর, কেন জন্মটাকে বিফলে প্রেরণ কর, যমদূতে কেশ কখন ধরে তাহার স্থির নাই, আর এই যাত্রায় যদি না করিলে, আর দিন নাই এবং অগ্রেও হইবেক না। দুরন্ত কলি উপস্থিত হইল, তোমারদিগের পুত্র পৌত্র এবং ভ্রাতুষ্পুত্রেরদিগের উপদেশ দাও, যে তাঁহারা তোমার আচরিত দোল–দুর্গোৎসবাদি ক্রিয়া করিতে থাকেন, যদি তাঁহারা এ সকল না করেন এক্ষণে কি তোমরা সিং ভাঙ্গিয়া বৎস্য হইবে, না কি ঐহিকে আর দৈহিক শ্রম করিতে পারিবে, তাহা আর কতদিন পারিবে জীর্ণতনু হইয়া পড়িল, আর চরমে জ্ঞান বৈরাগ্য চাহি, তাহার অঙ্কুর মন মধ্যে জন্মাইলে আর অজ্ঞানের কার্য্যেতে প্রবৃত্তি হইবেক না, তবে যাঁহারদিগের কর্ত্তব্য হইতেছে তাঁহারা একায়েক ব্রহ্মজ্ঞানী হইতেছেন তাহাতে সংসার থাকে কি প্রকারে ? আর তাঁহাদিগেরই বা চিত্তশুদ্ধি কি প্রকারে হইবেক, ইংরাজেরা বালকেরদিগের অগ্রে ঘোটকে চড়াইবেন বলিয়া অগ্রে কাষ্ঠের ঘোটকে চড়ান, ইহাঁরা কোন ঘোটকেই চড়েন না; ইহকাল পরকালকে বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

পরস্পর তিন ধর্ম্মের বিবরণ।

গৃহস্থ ত্রিবিধ হয় কহে সাধুগণ।
গৃহমেদী গৃহব্রতী মুমুক্ষু গগন।।

গৃহমেদী।

গৃহ দেহ সমবুদ্ধি তৎ কর্ম্মোনিরত।
অবসর মাত্র নাই জাগ্রত যাবত ।।
সাংসারিক কর্ম্ম ভিন্ন নাহি জানে আর।
সংসারে নিবিষ্ট মন লয়ে পরিবার।।
গৃহমেদী গৃহস্থে দুর্ল্লভ ভক্তিজ্ঞান।
অজ্ঞানে মোহিত সদা না জানে কল্যাণ।।

গৃহব্রতী।

ব্রতরূপ গৃহমানি আশ্রয় করণ।
বিধানত বিধিমত কর্ম্ম আচরণ।।
যজ্ঞ, তপ, ব্রত, দান নিয়ম সকল।
শ্রদ্ধাবান্ গৃহব্রতী করে অবিকল।।
ঈশ্বর ভজনে রত ধর্ম্মোর্ম্মি সঞ্চয়।
শাস্ত্র বিধি লঙঘনেতে ভয় অতিশয়।।

মুমুক্ষু গৃহস্থ।

মুমুক্ষুগৃহস্থ শ্রেষ্ঠ সাধুমতিমান।
গৃহে বসি উদাসীন মুক্তির সন্ধান।।
সংসার বন্ধন নাশে প্রযত্ন অশেষ।
দিবা নিশি মুক্তি চিন্তা বিরাগ বিশেষ।।

নাহি লাগে কোনরূপে অঙ্গে পঙ্ক লেশ।
পঙ্কে স্থিত নিত্য সেই কীটের বিশেষ ॥
গৃহেতে তত্বজ্ঞ করে সেই মত বাস।
লিপ্ত মত লিপ্ত নহে যেমত আকাশ ॥
শরীর রক্ষণ হেতু যাহার ভোজন।
পুত্র জন্য নারীসঙ্গ অতি প্রয়োজন ॥
অর্দ্ধোদর পূরে অন্ন তদর্দ্ধসলিল।
একাংশ রাখিবে শূন্য চলিতে অনিল ॥
অতিনিদ্রা আহার উপবাস জাগরণ।
যোগ অভ্যাসী ত্যজিবেক বিচরণ ॥
ষট্ চক্র ভেদন যোগ প্রাণায়াম আর।
মুমুক্ষু অভ্যাস করে জানি তত্বসার ॥
তত্বজ্ঞান কুণ্ডলিনী প্রণব রূপিণী।
ত্রিগুণ পরমামায়া বিশ্ব প্রসবিনী ॥

সমাপ্ত।

ঐ প্রকার তৃতীয় গৃহস্থের কার্য্য করিতেঽ মিলন করিয়া দেখিবেক যে, আমার চিত্ত বৈরাগ্য হইয়াছে কি না, বেদান্ত শাস্ত্রের অভিপ্রায় জ্ঞান হইয়াছে কি না; ঈশ্বরের ভজনে আমার মন অনুরাগী হইয়াছে কি না, আর দিন দিন সন্নাস চিত্ত হইতেছে কি না; তাহার পর এমত চিন্তা করিতে হইবেক আমি কে; এবং সংসারই বা কি, তাহার পর মানসে স্বরূপের চিন্তা করিবে যে, আমি কাহার সহিত সমষ্টি বেষ্টিত আছি; ইহার কে সত্য, আমি অন্তর্য্যময় বিশিষ্ট সত্য কি জানি, হৃদয়ে আছেন তিনি সত্য,

যদি তিনি সত্য তবে সেই আমি; ইহার নাম জাগ্রত ভূমিকা, তাহার চতুর্থাবস্থা বলে হৃদয়ে যিনি তাঁহাকে বিশ্বের সহিত মিলন করা, যেমত আমার হৃদয়ে সূর্য্য বা যে তেজ আছে; সেই সূর্য্য এই দেখিতেছি ঐ উভয়কে নিরন্তর ঐক্য করিতে, প্রথম বহ্নি কলা দর্শন হয়, তাহার পর যেমত একটী তারা দর্শন হয়, তাহার পর ক্রমে২ বিস্তার দর্শন হয়; আর দিন দিন মনের স্ফূর্ত্তি হইতে থাকে ইহাকে সপ্তাবস্থা বলে, ইহাতেই এই কলেবরে ধন্য হয়, ইহার পর যে আর তিন ভূমিকা ইহাতে আমারদিগের আবশ্যক রাখে না এই সকল ব্যক্তি যৎকালীন দেহত্যাগ করেন তৎকালীন এই নিয়মে মৃত্যু জানিতে পারেন, অর্থাৎ এই যে দেহ ইঁনি যে পঞ্চপদার্থতে পিণ্ড হইয়াছেন, যদি সকল পদার্থ অর্থাৎ ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু আকাশ; শেষ পদার্থ বর্জিয়া; অর্থাৎ আকাশ হইতে বায়ু উৎপত্তি হয়, বায়ু হইতে রবি অর্থাৎ তেজ উৎপত্তি হয়, রবি হইতে জল উৎপত্তি হয়, এবং জল হইতে মৃত্তিকা উৎপত্তি হয়, মৃত্তিকার শব্দ কড়, কড়, কড়, জলের চুলু চুলু, চুলু, বায়ুর ভুগু, ভুগু, ভুগু ইহার সমভাবের বৈলক্ষণ্য হইলেই রোগ হয় আর যদি মৃত্যু হয় তবে উভয় কর্ণে হস্ত দিলে ঐ শব্দ পাইবেক না। এবং উভয় চক্ষের সন্ধিস্থলে হস্ত দিয়া টিপলেই আর আলো দেখিতে পাইবেক না তৎকালীন জানিবেক যে মৃত্যু হইবেক তথাপি জ্ঞানবান ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি সকল পূর্ব্বে হইতে প্রাণবায়ুকে নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া উঠাইতে অভ্যাস করেন, অর্থাৎ গুহ্-

দেশে প্রাণবায়ু থাকেন তাহাকে নাভিদেশে অপানে আহুতি দেন, তথা হইতে সমানে আহুতি দেন, অর্থাৎ হৃদয়ে তথা হইতে উদানে আহুতি দেন অর্থাৎ কণ্ঠে, তথা হইতে ব্যান বায়ুতে আহুতি দেন, অর্থাৎ সর্ব্বগাত্রে ঐ প্রকার ১৬×৬৪×৩২ বার যাহা আমাদিগের নিত্যকর্ম্মে আছে; ইহাতেই ঘর্ম্ম হয়, তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কম্পন হয়, তাহার পর করিতে পারিলে আর অষ্ট প্রকার প্রাণায়াম আছে, তাহার নাম সহিতং ১ সূর্য্যভেদ ২ উজ্জয়া ৩ শীতলী ৪ ভাস্ত্রিকা ৫ ভ্রমরী ৬ মূর্চ্ছা ৭ কেবলী ৮ কিন্তু শ্রীশ্রীশিবঠাকুর শক্তিমত করিতে কহিয়াছেন আর ইহাও বলিয়াছেন যে শুদ্ধ কুম্ভকে হইবেক, কিন্তু গৃহস্থলোকের তাঁহার উল্লেখ রোদন করার তাদৃশ ফল দেখে।—

নব্যদিগের মধ্যে কেহ২ শ্রীমানলোকের ঘরের সন্তানেরা নিরন্তর লক্ষ্মীর আশ্রয় পাইয়া বিদ্যাভ্যাস করতঃ হংস যেমত দুগ্ধ ও জল সম্মিলনাবস্থায় নিজগুণে দুগ্ধই গ্রহণ করেন, সৈমতাচরণটী অঘটন অসম্পূর্ণ পাতলাবশতি গ্রাম্যসন্তানেরদিগের হয় না, বিদ্যাভ্যাস করিয়াও সংসর্গের ঘনিষ্টতাও নিকটাবর্ত্তিতে পৈত্রিকবন্য ধর্ম্মকে লৌহ চুম্বকপাথরের ন্যায় আকর্ষণতা প্রাপ্ত হয়েন, যদিও তদ্দলে তত্তুল্য শ্রীমানলোকের সন্তান থাকেন তথাপি সেই পঙ্কে বদ্ধ হয়েন; ইহাতে ঐ দুই জাতি মনুষ্যের কাহারও সম্বন্ধে দোষারোপ করাইতে পারেন না; যেহেতু তাঁহাদিগের বিদ্যাভ্যাসের ক্ষেত্রে অধ্যাত্মিকের জল পড়ে নাই; সুতরাং ঐ বিদ্যারূ বাক্স খুলিতে পারেন নাই, আর

তন্য ধর্ম্মরত্ন হস্তগতও হয় নাই, তাহা যদি হইত তাহা হইলে তাঁহারা উক্ত পথের পথি ব্যক্তিগণকে পীড়ন করিতে চাহিতেন না কারণ বুঝিতে পারিতেন ইহারদিগের মত্তহস্তী অপরের বলাধিক আছে কারণ তাহারা ধনস্থলে অধিক আদর করেন না সুতরাং যে ধনকে সম্ভাষণ না করে তাহার উপর দস্যুর চড়াও হওয়া ফল কি আছে, পুত্রস্থলে যে ব্যক্তি মায়াধিক না করে তাহার পুত্রের বিষয়ে ক্ষোভ কি, স্ত্রীর স্থলে যে ব্যক্তি স্ত্রীর প্রেমে বদ্ধ নহে তাহার স্ত্রীই বা কি, আনুকুল্যতার স্থলে যে ব্যক্তির অনতিক্রম বা যা ইনি ফলে নয় তাঁহার উপর নির্ভর তাহার আনুকুল্যতা কি, পীড়নের স্থলে যে ব্যক্তি নিজে পরোপীড়ন করে না তাহার অন্যের পীড়নের ভয় কি, রোগের স্থল যে ব্যক্তি রোগ শরীরের ব্যতিরেকে তাহার নয়, তাহার রোগের ভয় কি, ভয় স্থলে যে ব্যক্তি জানে যথায় থাকি তথায় আত্মা তাহার ভয় কি, শোকের স্থলে যে ব্যক্তি জানে আত্মা হইতে উৎপত্তি আর আত্মাতে মিলন তাহার শোক কি, আত্মীয় বন্ধুর স্থলে যে ব্যক্তি জানে জন্তুর সম্বন্ধ জীবনাবধি মাত্রি মিথ্যা, সে ব্যক্তির লোকের সংসর্গের দুঃখ কি, মরণের স্থলে যে ব্যক্তি জানিয়াছে মরণ মিথ্যা বস্ত্রত্যাগ করা মাত্র, তাহার মরণের শঙ্কা কি, একের কর্ত্তৃক আর একের পীড়ন স্থলে যে ব্যক্তি জানে কাহার দ্বারায় কাহারো পীড়ন হয় না পরস্পর সকলেই আত্মা আর প্রভু মূল, তাহার পীড়ন কি, অজ্ঞান স্থলে যদি শশু বা সর্প মারে বা দংশায় তাহাতে কি জ্ঞানী লোক তাহাকে মারিবেক তাহা-

রাও যেমতাজ্ঞানে ত্যজ্য অধ্যাত্মবিদ্যাবর্জ্জিত ব্যক্তিরাও সেইমত ত্যাজ্য, যেহেতুক তাঁহারা অন্তর্ম্ময় কোষাবলম্বনে রাগ দ্বেষের অশ্বারোহণ করিয়া বিদ্যাবিরোধি হইয়াছেন, তথাপি তাঁহারা ইহাও ভাবেন, মরিলে তাঁহারা সাহায্য দিবেন না, সে ভয়ও তাঁহারা করেন না। কারণ শাস্ত্রে বলিয়াছেন যথা।

"দেহাভিমানে গলিতে বিজ্ঞাতে পরমাত্মনি।
যত্র যত্র মনোযাতি তত্র তত্র সমাধয়ঃ॥,,

এই মাংসপিণ্ড স্থূলশরীর বিসর্জ্জনে দেশ কালাদি প্রতীক্ষা নাই যে হেতু মলপিণ্ড ত্যাগে কেহই দেশ কালাদি প্রতীক্ষা করেন না, খাল বা নদীতে তীর্থে বা চণ্ডালপুরে, শিবক্ষেত্রে যেখানে সেখানে পতিত হউক তাহাতে কোন হানি বা লাভ নাই। এই সকল কথায় নব্য অপাণ্ডিত ব্যক্তিরা কহিবেন তেমত ভাবতো কিছুই দেখিতে পাই না; সে ভাব কাহার দেখিবেন যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী বা যিনি ব্রহ্মজ্ঞ, বা যিনি ব্রহ্মবিদ্যাভ্যাসক তাঁহারি দেখিবেন; আমি তুমি প্রয়োজনাভাব ফলে সে জাতি মনুষ্য থাকিবেক সে বিষয়ের ভাবক হইলে জানিতে পারিতে পারহ; দত্তাত্রেয়ে বলিয়াছেন "অভ্যাসেরমতে নিত্য জীবন্মুক্ত স উচ্যতে ,, যিনি এই সকল অভ্যাস করেন তিনি জীবন্মুক্ত " ব্রহ্মজ্ঞানং রসাস্বাদে- জীবন্মুক্ত স উচ্যতে ,, ব্রহ্মজ্ঞানের রস যিনি গ্রহণ করিয়াছেন তিনি জীবন্মুক্ত "যদা দৃঢ় তদামুক্ত জীবন্মুক্ত স উচ্যতে , ঐ জ্ঞানে বিশ্বাস যাঁহার হয় তিনিই জীবন্মুক্ত, যিনি এই ভাব সত্যজ্ঞান করিয়াছেন, রক্তমাংস বিষ্ঠা মূত্রাদি আধা-

রূপ শরীর দ্বারা ও অন্ধ্বামান্দ্য অপটুত্বাদির আশ্রয়রূপ ইন্দ্রিয় সমূহ দ্বারা এবং অশনা পিপাসা শোক মোহাদির আকররূপ অন্তঃকরণ দ্বারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বাসনাকৃত জ্ঞান বিরোধি প্রারব্ধ কর্ম্ম সকল ভোগ করত দৃশ্যমান এই জগৎ পরমার্থ সত্য বস্তু নহে জ্ঞান করেন এবং জীবন্মুক্তির পূর্ব্বে ক্রিয়মান আহারও বিহারাদি কর্ম্ম সকল খর্ব্ব হয়, শুভা-শুভ উভয় কর্ম্মেরই ঔদাসীন্য হয়, এই প্রকার বেদান্ত শাস্ত্রে কহে। পরন্তু ঐ যে প্রারব্ধ যাহা কহিলাম ইহা অবশ্য তোমারদিগের বুঝান দুঃসাধ্য হইবেক কারণ যথা আগামী ও সঞ্চিত অর্থাৎ পূর্ব্বকৃত এবং ইদানীং এ সকল কর্ম্ম, জন্মান্তরের ভোগ পক্ষে রাখে সুতরাং কল্পান্তরেও অপেক্ষা করেন, তবে মুক্তি কিসে হইবেক ইহার এক উৎ-কট বিবেচনা আছে। তাহা অধ্যাত্মরামায়ণে শ্রুত আছি, শ্রীবাল্মিকিঋষি তাঁহার দুই বটু, শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের দুই সন্তানকে কহিয়াছিলেন পার্থ অনাশক্তি আচরণ করহ, তাহার তাৎ-পর্য্য তৎকালীন অধিক সুখের সম্ভাবনা হইবেক তৎকালীন অধিক জ্ঞান করিবে না, এবং দুঃখের অবস্থা হইলেও ঐ মতাচরণ করিবে এই জন্য কোন ব্যক্তি জোড়া শাল গায়ে দিতে পারেন কিন্তু কম্বল গায়ে দেন এবং সন্তান মরিলে তাহাতে ক্রন্দন করা বা অনুতাপিত হয়েন না তাহাতে অজ্ঞা নিরা জ্ঞান করেন যে এ লোক পাগল এবং নিষ্ঠুর সুতরাং তোমরা যে জ্ঞান করহ যে, সে লোক আমাদিগের যেমত ব্যবহার নিজেও সেই ব্যবহার করে, অবশ্য নহে কে বলে। কিন্তু বেদান্তে বলিয়াছেন এ প্রকার পুরুষ ঈষা পূর্ব্বক,

অনিচ্ছা পূর্ব্বক; পরেচ্ছা পূর্ব্বক কার্য্য করিলেও মরণা-ন্তর বৃক্ষ উৎপাটনের ন্যায় মুক্ত হয়েন, যদিও ভোগের অপেক্ষা থাকে; শুচি বা রাজার ঘরে জন্ম গ্রহণ করেন, যমের যন্ত্রণা পাইতে হয় না, ইহার মধ্যে কেহ কোথায় ব্রহ্মজ্ঞানী; ও ব্রহ্মজ্ঞ ও ব্রহ্মসাধক, পরস্পর সকলেরই মুক্তির সম্ভাবনা এবং সকলেরি বৈধ অবৈধাচরণ আছে, তজ্জন্য তাঁহারা আটকাইবেন না, ফলে জড়—শব্দবাদীয় ব্যক্তি বহুবিধ বিধায় আর উপরোক্ত ব্যক্তিগণের অল্পস্বল্প নিঃসহায় থাকায় তাঁহারা যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য বিশ্বাহুস্বহা বলিয়া ইত্যবৎ স্তব করেন যে যে মতা-তীত ও বৃদ্ধ বালক মাতাপিতা সম্বোধন করেন তদ্রূপ অস্মদ দীন দুর্দিন প্রাপ্ত হওত ভবদীয় তিমিরে ও ঝঙ্কারে সঙ্কারে আশ্রয় করিয়া মীন যথা অল্প জলে স্ফূর্ত্তি করে ঐ মত এই গৃহস্থ কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইল। হাফেজ বলিয়াছিল " জোয়ানন্‌সাদত মন্দ—পন্দ পীরদানারা ,, হে যুবা পুরুষ সকল তোমরা বৃদ্ধাপেক্ষা সুকপালে হইয়াছ, অর্থাৎ লক্ষ্মী সরস্বতী শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছ এবং অমূল্য অমর্ষ বেশকে অগ্রাহ্য করিয়া মল্লবেশ গ্রহণ করিয়াছ উক্ত গুণ ত্রয়ের করুণারসে অস্মদীয় লিপ্য দোষে আবৃত না হইয়া ক্ষান্তি ও শান্তিকে অবলম্বন করিবে যেহেতুক অস্মদ অভিপ্রায় সর্ব্বদাই ছিল; ভবদীয় শ্রেণীর মনুষ্যদিগের এক ধর্ম্মাক্রান্ত করিয়া রাজবিচারের যোগ্যপাত্র সকল রাজদরবারে নাম নিরাকরণ করা হয়, তজ্জন্য ইংরাজী এবং বঙ্গভাষায় ৩৬ টাকা মূল্যতে এক খানি গ্রন্থ প্রস্তুত করা হয়। তাহার পর

দ্বিতীয় এক খানি গ্রন্থ তাহার নাম " নবভাবশোধন," ২৫. টাকা খরচ করিয়া করা হয়, তাহার পর শুদ্ধ ইংরাজী ভাষায় একখানি গ্রন্থ প্রস্তুত করা হয় তাহার নাম " শাইন্টিফিক—শেটেলমেন্ট,, তাহা ১০৭. টাকায় প্রস্তুত করা হয়, তাহার পর একখানি গ্রন্থ প্রস্তুত করা হয়, তাহার নাম " ভয়শোক নিবারণ ,, তাহার মূল্য ২২. টাকা। তাহার পর এক খানি ইংরাজিতে প্রস্তুত করা হয় তাহার মূল্য ১২৲ টাকা কিন্তু যদিও উক্ত গ্রন্থ সকল দেওনের পাত্রাপাত্র বিবেচনা হয় নাই; তথাপি বিনা মূল্যতে সকলকেই এক খানি করিয়া দেওয়া হইয়াছে, এইক্ষণে বর্ত্তমান গ্রন্থ ইহার কি মূল্য হয় জানি না ইহাও দেওয়া যাইবেক, ঐ সকল করুণানয়নে দৃষ্ট করিয়া অস্মদকে বাধিত করিবেন, এবং এই গ্রন্থে ইহাও প্রকাশ থাকে যে, উক্ত মুদ্রাঙ্কিত গ্রন্থ সকলের অগ্র পশ্চাৎ গ্রন্থ-দ্বয় বর্জ্জন পুরঃসর অবশিষ্ট সকলি শ্রীযুক্তবাবুভুবনচন্দ্র বশাকের দ্বারা হইয়াছে, উক্ত ব্যক্তি সম্যক প্রকারে স্থির, ধীর ধর্ম্মপরায়ণ, সুসভ্য, সুশীল, ইহাঁকে আমারা নির—ন্তরাশীর্ব্বাদ করি যে ইঁনি মহাসুখী অরোগী হইয়া দীর্ঘ আয়ু প্রাপ্ত হউন।

শ্রীকালীপদ শর্ম্মণ
সাং বেলঘরিয়া।

বঙ্গদেশে যে রূপে আম্র বৃক্ষ প্রস্তুত হয় এবং তাহা হইতে যে সকল ফল জন্মে তাহার বিবরণ।

উত্তরপাড়া নিবাসী,

শ্রীরাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়,

জমীদার কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা।

ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্র।

১৭৯৭ শক।

বঙ্গদেশে যে রূপে আম্র বৃক্ষ প্রস্তুত হয় এবং তাহা হইতে যে সকল ফল জন্মে তাহার বিবরণ।

১। বিশেষ যত্ন করিলেও আঁটী জাত বৃক্ষ হইতে প্রায়ই পূর্ব্ব সদৃশ অর্থাৎ আসল আম্রের ন্যায় ফল উৎপন্ন হয় না বরং অনেক অংশে মিষ্টতাদি গুণের অভাব হইয়া থাকে, এজন্য কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যোঁড় কলমের সৃষ্টি করিয়া সেই অভাবের দূরীকরণ করিয়াছেন। যে বৃক্ষে যোড় কলম বাঁধা যায় তাহার ফল তত্তুল্য হইয়া থাকে, কিঞ্চিন্মাত্র ব্যতিক্রম হয় না।

২। আঁটী পুঁতিলে বৃক্ষ জন্মে এবং কেহ কেহ আম্রের ২ দুই পার্শ্ব হইতে ২ দুই চাকলা তুলিয়া অবশিষ্ট আঁটীর সহিত অংশ পুঁতিয়া থাকেন কিন্তু উক্ত উভয় বিধ বৃক্ষেরই ফল আসল আম্রের ন্যায় হয় না।

৩। উত্তম হউক বা অধমই হউক সকল প্রকার আম্রের আঁটী জাত চারা হইতেই যোড় কলম হইতে পারে ইহা চারার গুণ ধারণ না করিয়া যে বৃক্ষে কলম বাঁধা যায় তাহারই গুণ আশ্রয় করে। যে চারা দ্বারা উক্ত কলম প্রস্তুত হয় তাহা ১॥ ডের বা দুই ২ বৎসরের হওয়া আবশ্যক নতুবা উত্তম কলম হয় না

৪। প্রথমতঃ আঁটীর চারা ২ বা ৩ মাসের হইলে মৃত্তিকা হইতে তুলিয়া তাহার মূল শীকড় অনুমান ৬ ছয় ইঞ্চি হইতে ৯ ইঞ্চি রাখিয়া অবশিষ্ট ভাগ উন্মমন করিয়া অর্থাৎ উপরি ভাগে মুচিড়িয়া তুলিয়া দিতে হয় তদনন্তর ঐ অবস্থায় পুনর্ব্বার মাটিতে পুঁতিয়া কলম বাঁধিবার ১ এক মাস পূর্ব্বে ঐ চারা তুলিয়া মাটীর টবে পুরাতন গোময়ের সার সংযুক্ত মৃত্তিকা পূরিয়া তাহাতে বসাইবে। উক্ত মূল শীকড় মুচিড়িয়া দিবার কারণ এই যে টবে বসাইবার সময় মূল শীকড় ৯ ইঞ্চির অধিক থাকিলে চারা মরিয়া যায়। টবে চারা ১৫ দিবস রাখিয়া কলম বাঁধিতে হয়।

৫। যে গাছের ডালে যোড় কলম বাঁধিবে তাহার অর্থাৎ সেই ডালের নিকট ভাঁরা বান্ধা আবশ্যক; কিন্তু ডাল মৃত্তিকার অতি নিকটে থাকিলে

ভারার প্রয়োজন হয় না। বস্তুতঃ যে কোন রূপে টব থাকিতে পারিলেই কার্য্য সিদ্ধ হয়। চারা সরু বা মোটাই হউক বৃক্ষের ডাল তদ্রূপ অর্থাৎ সরু চারা হইলে সরু ডাল, মোটা চারা হইলে মোটা ডালের আবশ্যক। উভয়ে এক রূপ না হইলে ভাল রূপ কলম হয় না। সুধার ইংরাজি ছুরী দ্বারা টব স্থিত চারার অনুমান ৬ ছয় বুরুল বাং এক ফুটের উপরে আন্দাজী ৩ তিন বুরুল ঐ চারার অর্দ্ধ পরিমাণ চাঁচিয়া ফেলিতে হয় এবং যে ডালে কলম বাঁধিবে তাহারও ঐ রূপ তিন বুরুল অর্দ্ধেক চাঁচিয়া ফেলিতে হইবে, পরে ঐ দুইটী একত্র সংযোগ করিয়া শনের টুইল শুতলী দ্বারা উপর নীচে ও মধ্য স্থান তিনটী বন্ধন দিতে হয়।

৬। এক বৃক্ষে এক জাতীয় বিবিধ ফলের উৎপত্তি অতিশয় আমোদ কর, এজন্য উক্ত রূপে একটী চারায় ক্রমান্বয়ে তিন বা চারিটী বৃক্ষের ডাল বাঁধিলে এক বৃক্ষেই তিন চারি প্রকার আম্র ফল জন্মে; কিন্তু সচরাচর একটী ডাল বাঁধাই রীতি, ইহাতে প্রচুর পরিমাণে উত্তম ফল ফলিয়া থাকে।

৭। ১৫ দিনের পরে ৩ মাসের মধ্যে যোড় কলম প্রস্তুত হয় পশ্চাৎ ঐ যোড় কলমের চারার উর্দ্ধ অংশ এবং ডালের নিম্ন ভাগ কাটিয়া তদবস্থায় ১০ বা ১৫ দিবস টবে রাখিয়া ২৫ ফুট অন্তর চারি চৌকা ১ হাত গর্ত্তে কিঞ্চিৎ পুরাতন গোময় যুক্ত মৃত্তিকা স্থাপন পূর্ব্বক টব ভাঙ্গিয়া পূর্ব্ব মৃত্তিকার সহিত কলম বসাইতে হয়, এবং কলমের যোড় মৃত্তিকা হইতে অন্যূন অর্দ্ধ হাত উপরে রাখা কর্ত্তব্য। এই রূপে কলমের চারা বসান হইলে যদি অতিশয় রৌদ্র লাগে তবে তাহাতে ১০।১৫ দিন কোন প্রকার আচ্ছাদন দেওয়া উচিত। যে ভূমিতে চারা বসান যায়, তাহা উত্তম রূপে কর্ষিত অর্থাৎ চসা খোঁড়া হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন, নতুবা বৃক্ষ সতেজ হয় না, ভিটায় অর্থাৎ যে খানে পূর্ব্বে ঘর ছিল তথায় চারা পুঁতিলে মরিয়া যায়, এবং যথাযোগ্য স্থানে পুঁতিয়াও যদি গোড়ায় দেওয়ালের মাটী সংযোগ হয় তবে তাহাও বিনষ্ট হয়।

৮। সকল ঋতুতেই কলম প্রস্তুত হইতে পারে, কিন্তু তন্মধ্যে বর্ষাই উত্তম কাল। শীত গ্রীষ্ম প্রভৃতি ঋতুতে প্রত্যহ জল সেচন করিলেও অপেক্ষাকৃত কাল বিলম্ব হয়। সুযোগ্য মালী কর্ত্তৃক উত্তম রূপে প্রস্তুত

হইলে কাল বিলম্বের সম্ভব থাকে না এবং যোড় কলমও রীতি মত হইয়া থাকে।

৯। যোড় কলম বর্ষাকালে মৃত্তিকাতে বসাইলে জল দিবার বিশেষ আবশ্যক হয় না, অথচ কলমও মারা যায় না; কিন্তু শীত বা অন্য কোন কালে বসাইলে প্রত্যহ টিনের ঝরনা দ্বারা অথবা অন্য কোন প্রকারে জল সেচন করিতে হইবে, এই রূপে তিন চারি বৎসর জল সেচন করিলে এবং মধ্যে মধ্যে চতুষ্পার্শ্বস্থ মৃত্তিকা ফোড় দ্বারা কিম্বা অন্য কোন রূপে অল্প পরিমাণে খুঁড়িয়া দিলে চারা সতেজ হইয়া বাড়িয়া উঠে। সরিষার খইল এক মাস কাল মাটীর ভিতর পচাইয়া তাহার সহিত ঝুর মাটী মিশাইয়া অল্প পরিমাণে তিন বা চারি মাস অন্তর ঐ চারার চতুষ্পার্শ্বে ছড়াইয়া দেওয়া উচিত। যোড় কলম এক বৎসর কাল মৃত্তিকায় পোতা হইলেই মুকুল অর্থাৎ বউল বহির্গত হয়, এই মুকুল না ভাঙ্গিয়া দিলে উহা হইতে ফল জন্মে, কিন্তু এই প্রকারে অর্থাৎ অল্প কালের মধ্যে ফল হইলে বৃক্ষ রীতি মত বাড়ে না; এজন্য অনেকেই পোঁতার পর ৩।৪ বৎসর পর্য্যন্ত বউল ভাঙ্গিয়া দেন। বৃক্ষ ৩ বা ৩॥ হাত উচ্চ হইলে বউল ভাঙ্গিবার আবশ্যক নাই।

১০। যদি বর্ষাকালে বাগানে জল না বসান যায়, তবে আঁটীর বৃক্ষ কিম্বা যোড় কলম প্রচুর পরিমাণ ফলোৎপাদনে সমর্থ হয় না, এজন্য সমুদয় বাগানে আলুর বা বেগুণের ভূমির ন্যায় মাটীর জুলি কাটাইলে তাহাতে সমুদয় বৃষ্টির জল ক্রমশঃ বসিয়া যায়, অপর স্থানে বহির্গত হইতে পারে না। জুলি কাটার সময় শীকড়ে আঘাত লাগিলে বৃক্ষের তেজ হানির সম্ভাবনা; এ নিমিত্ত ঐ সময়ে যাহাতে শীকড় কাটা না যায় তদ্বিষয়ে সযত্ন হইবে। বৃক্ষের গোড়ায় অধিক পরিমাণে মৃত্তিকা না থাকে অর্থাৎ বাগানের অন্য মৃত্তিকার সহিত বৃক্ষ মূলের মৃত্তিকা সমান ভাবে থাকাই আবশ্যক।

১১। ফাল্গুণ বা চৈত্র মাসে কড়ায়া ধরিলে বৃক্ষের মূলে জল সেচন না করিলে রৌদ্রের উত্তাপে ঐ সকল কড়ায়া পড়িয়া যায়, এ জন্য ঐ সময়ে জল সেচন কর্ত্তব্য। কার্ত্তিক মাসে বাগানের সমুদয় ভূমি কোদাল দিয়া বা

অন্য কোন মতে খুঁড়িয়া তৃণাদি শূন্য করত মৃত্তিকা সমান করিয়া দিতে হয়।

১২। পাড়িবার দোষে উত্তম আম্রও বিস্বাদু হয় এ জন্য আম্রের পক্কাবস্থায় জাল আঁকশী দিয়া নাড়া চাড়া করিলে যদি সহজেই আম্র ঐ আঁকশীর ভিতরে পড়ে তবে তাহা গ্রহণ পূর্ব্বক বিবেচনা মত ২।১ দিন ঘরে রাখিয়া ভক্ষণ করিলে অমৃত তুল্য সুস্বাদ বোধ হয়।

১৩। যে সকল আম্র আষাঢ় বা শ্রাবণ মাসে পাকিয়া থাকে, তাহা জাল দ্বারা বেষ্টিত না করিলে পক্ষী এবং কাট বিড়ালী প্রভৃতিতে খাইয়া ফেলে। অতএব উক্ত রূপে ঘেরিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

১৪। কলমের বৃক্ষের মূল শীকড় স্বভাবতই ছোট হওয়ায় বৃক্ষের বল আঁটীর বৃক্ষ অপেক্ষা অল্প হয় এ জন্য অতিশয় ঝড় হইলে অনেক বৃক্ষই মৃত্তিকায় পতিত হইয়া যায়; কিন্তু ঐ পতিতাবস্থায় ক্রমশঃ বৃক্ষ বাড়িতে থাকে এবং তাহাতে বহুকালাবধি যথেষ্ট ফল ফলে।

১৫। যোড় কলম ব্যতীত গুল কলম নামক আর একরূপ কলম প্রস্তুত হয়, কিন্তু তাঁহা হইতে পরিশ্রমের অনুরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না, এবং ঐ বৃক্ষও শীঘ্র বাড়ে না ও অধিকাংশ মরিয়া যায়, এ জন্য উহার ব্যবহার উঠিয়া গিয়াছে।

নানা প্রকার আম্রের বিবরণ।

১। সকল আম্রের মধ্যে বোম্বাই আম্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং মিষ্ট রসে এ প্রকার সুস্বাদ আম্র আর কোন আম্র নাই।

২। ন্যাংড়া আম্র বানারস প্রভৃতি হিন্দুস্থানেতে হয়। কলিকাতায় ঐ আম্র বিক্রয় হইতে আইসে, ইং জুলা নাং ৩০ এ, আষাঢ় পাওয়া যায়, দাম ইং ৬) টাকা নাং ২৫৲ টাকা শত আম্র বিক্রয় হয়, মধ্যমকায়, এই আম্রের কলম কেহ কেহ বঙ্গ দেশে আনাইয়া বসাইয়াছেন কিন্তু এপর্য্যন্ত আম্র হওয়া জন শ্রুতিতে শুনা যায় নাই।

৩। বোম্বাই আম্র সাত প্রকার তাহার কলম বোম্বাইয়ের এগ্রীকলচরেল সোসাইটী হইতে কলিকাতার এগ্রীকলচরেল সোসাইটীতে পাঠাইল্লা

দেয়, সেখান হইতে কলম লইয়া ক্রমশঃ সকলে বৃক্ষ রোপণ করিয়াছে, নিজ বোম্বাই সহরে সমুদ্রের ধারে এপর্য্যন্ত প্রথম আঁটীর কাল বোম্বাই বৃক্ষ জীবিত আছে কিন্তু তাহার ডাল পালা অনেক ভগ্ন হইয়াছে, সেই গাছের কলম হইতেই এক্ষণে সকল কাল বোম্বাই উৎপন্ন হইতেছে। বোম্বাই আম্রের রং কাল ও মধ্যম কায়, দর ৬, টাকা নাং ২৫) টাকা শত আম্র বিক্রয় হয় এবং ইং ১লা নাং ৩০ এ, জ্যৈষ্ঠ ঐ আম্র বঙ্গদেশে পাওয়া যায় এবং আষাঢ় মাহাতে হিন্দুস্থানে পাওয়া যায় ঐ সাত প্রকার বোম্বাই আম্রের মধ্যে ছয় প্রকার আম্র প্রায় একই সময়ে হয় এবং মিষ্টতা ও আস্বাদন প্রায় তুল্য হয় রঙ্গের কিঞ্চিৎ প্রভেদ হয় অতি সামান্য ইতর বিশেষ কিন্তু বাঁকী এক প্রকার ছোট খাজা বোম্বাই আম্র হয় এবং বৈশাখ মাসের ২০ শে, হইতে পাকিতে স্থরু হইয়া জ্যৈষ্ঠ মাসের ২০ শে পর্য্যন্ত থাকে এবং কাঁচার সময় এক প্রকার কাঁচা মিটা বলা হয়, এই আম্র শক্ত প্রযুক্ত জল খাইবার পক্ষে ভাল হয় এবং এই আম্র বাজারে বিক্রয় হয় না।

৪। ফজলি আম্র শ্রাবণ মাসে হইয়া থাকে ঐ আম্র অতি উৎকৃষ্ট ও বৃহৎ কায় এবং বাজারে ৩০) টাকা নাং ৫০) টাকা দরে এক শত আম্র বিক্রয় হয় ঐ আম্রের বৃক্ষ শ্রীরামপুরের রঘুনাথ গোস্বামী মহাশয়ের জমীদারীর ভিতর মালদহ জেলাতে আছে সেই স্থান হইতে কলম আনাইয়া এক্ষণে কলিকাতার নিকটস্থ গ্রাম সকলেতে ক্রমশঃ বিস্তার হইয়া আম্র ফলিতেছে।

৫। গোপালে ধোপা নামক এক প্রসিদ্ধ উত্তম আম্র জ্যৈষ্ঠ মাহাতে পাওয়া যায় রঙ্গ লাল হয় এবং বৃহৎকার, ও বাজারে ১৫) টাকা নাং ২৫) টাকা দরে এক শত আম্র বিক্রয় হয়, এই আম্রের আঁটীর বৃক্ষ কলিকাতার দক্ষিণ বারুইপুর গ্রামে এক জন গোপালে ধোপা নামক ব্যক্তির বাটীতে হইয়াছিল সেই স্থানের মহাত্মা ৺রাজ বল্লভ রায় চৌধুরি মহাশয় তাহার কলম তৈয়ার করিয়া প্রচার করিয়াছেন।

৬। অন্যান্য আম্র নানা প্রকার আছে কিন্তু এক এক নামের কোন আম নানা স্থানে নানা প্রকার মিষ্টতা ও নানা প্রকার স্বাদ হইয়া

থাকে যেমন গোপাল ভোগ নামক আম্র কোন স্থানে ক্ষীরের মত স্বাদ হয় কোন স্থানে পাকা তালের মত স্বাদ হয় ও কোন স্থানে টক হয় হিমসাগর আম্র ঐরূপ হইয়া থাকে।

৭। যে সকল আম্র এ প্রদেশে অর্থাৎ কলিকাতার নিকটবর্ত্তী নামজাদা এবং উত্তম তাহা নিম্নলিখিত ফর্দ্দে লিখিত হইল। ইহার মধ্যে সকল আম্রই মিষ্ট রস এবং নানা প্রকার সুস্বাদ ও আঁশ নাই কেবল মাত্র বড় বৈশাখী আম্রেতে কিছু আঁশ আছে এবং মিষ্টতা কিছু কম কিন্তু ঐ আম্র বৈশাখ মাসে অসময়ে পাকিয়া থাকে এজন্য তাহার বাজারে ১০ টাকা শতকরা দর, আর বৃন্দাবনি আম্র অল্প আঁশ আছে তাহা আষাঢ় মাসে পাকিয়া থাকে, এই আম্র গৃহস্থ পোষা যেহেতু তাহা বিস্তর ফলন হয় যে একটী বৃক্ষ থাকিলে তাহাতে ইং ফাল্গুণ নাং আষাঢ় ৫ পাঁচ মাস আমসী কাস্যন্দী অম্ল মোরব্বা পাকা আম্র সংসারে পরিপূর্ণ হয় এবং দিব্য সুস্বাদ মিষ্ট এবং প্রকাণ্ড বড় আম্র, বক্রী সা[illegible] আম্রই উত্তম এবং বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় এই তিন মাহাতেই পক্ক হয়।

নাম।	আদিতে কোন স্থানে হয়।	কোন মাসে পক্ক হয়।
১ নং, সুন্দর সাহা,	এগ্রীকল চরেল সোসাইটী, কলিকাতা।	ইং ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, নাং ১৫ই আষাঢ়।
২ ,, ফিরোজাবলী,	,,	জ্যৈষ্ঠ।
৩ ,, ক্ষীরসপাটী,	,,	,,
৪ ,, লার্জ্জ মালদহ,	,,	,,
৫ ,, গোপালভোগ,	,,	ইং ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, নাং ১৫ই আষাঢ়।
৬ ,, গোয়া,	এ, শো, কলিকাতা।	জ্যৈষ্ঠ।
৭ ,, চকচকিয়া,	,,	,,
৮ ,, আগাবেগ,	,,	,,
৯ ,, ডিকুরুজ,	,,	,,
১০ ,, ভাদরিয়া,	,,	,,

১১ নং,	কপাটভাঙ্গা,	হুগলি জেলা।	জ্যৈষ্ঠ।
১২ ,,	বসন্তী বোম্বাই,	এ, শো, কলিকাতা।	,,
১৩ ,,	কাল বোম্বাই,	,,	,,
১৪ ,,	খাজা বোম্বাই,	,,	ইং ১৫ই বৈশাখ নাং ১৫ই জ্যৈষ্ঠ।
১৫ ,,	বগলসা,	হুগলি জেলা।	ইং ২০শে জ্যৈষ্ঠ নাং ১৫ই আষাঢ়।
১৬ ,,	বৃন্দাবনি,	এ, শো, কলিকাতা।	ইং ১৫ই আষাঢ় নাং ১৫ই শ্রাবণ।
১৭ ,,	মাণিক চট্টো,	হুগলি জেলা।	জ্যৈষ্ঠ।
১৮ ,,	তারাচরণ,	,,	,,
১৯ ,,	রাজ [illegible], এই আম্র এক প্রকার বোম্বাই।		,,
২০ ,,	[illegible] ধোপা,	বারুইপুর ২৪ পরগণা।	,,
২১ ,,	[illegible]	মালদহ জেলা।	শ্রাবণ।
২২ ,,	[illegible] বোম্বাই,	এ, শো, কলিকাতা।	জ্যৈষ্ঠ।
২৩ ,,	[illegible] বোম্বাই,	,,	,,
২৪ ,,	[illegible] বোম্বাই,	,,	,,
২৫ ,,	[illegible] বৈশাখী,	হুগলি জেলা।	ইং ১৫ই বৈশাখ নাং ১৫ই জ্যৈষ্ঠ।
২৬ ,,	[illegible]যোড়া,	,,	আষাঢ়।
২৭ ,,	শা[illegible]সিঁদুর,	,,	,,
২৮ ,,	কা[illegible] খাজা,	,,	,,
২৯ ,,	রাঙ্গা খাজা,	,,	,,
৩০ ,,	পরাণ ক[illegible],	,,	জ্যৈষ্ঠ।
৩১ ,,	শ্রীরাম[illegible]র ফজলী,	মালদহ জেলা।	শ্রাবণ।
৩২ ,,	সাহানশা,	হুগলী জেলা।	জ্যৈষ্ঠ।
৩৩ ,,	বেলেপ্রতাপপুর,	,,	,,
৩৪ ,,	বারমেসে শ্রীরামপুর,	ঠিকানা পাওয়া যায় না।	ভাদ্র।

৩৫ নং,	হিম সাগর শ্রীরামপুর,	হুগলী জেলা।	জ্যৈষ্ঠ।
৩৬ ,,	হিম সাগর বারুইপুর,	২৪ পরগণা।	,,
৩৭ ,,	গোললণ্ঠন বারুইপুর,	,,	,,
৩৮ ,,	বোম্বাই বারুইপুর,	এ, শো, কলিকাতা।	,,
৩৯ ,,	সিন্দন বারুইপুর,	,,	,,
৪০ ,,	শশা ফুলী বারুইপুর,	২৪ পরগণা।	,,
৪১ ,,	কোম্পানির বাগান বারুইপুর,	এ, শো, কলিকাতা।	,,
৪২ ,,	তেকাটা বারুইপুর,	২৪ পরগণা।	,,
৪৩ ,,	তিলে বোম্বাই বারুইপুর,	,,	,,
৪৪ ,,	আষাঢ়ে মনোহর মুখো	জেলা হুগলী।	আষাঢ়।
৪৫ ,,	গোলাপী শুঁড়,	কলিকাতা।	জ্যৈষ্ঠ।
৪৬ ,,	মৎছুবা শুঁড়,	,,	,,
৪৭ ,,	গোয়া শুঁড়,	এ, শো, কলিকাতা।	,,
৪৮ ,,	গোপাল ভোগ আলম বাজার,	২৪ পরগণা	,,
৪৯ ,,	হিম সাগর আলমবাজার,	,,	,,
৫০ ,,	ক্ষেতু বাবু আলম বাজার,	২৪ পরগণা।	জ্যৈষ্ঠ।
৫১ ,,	বোম্বাই আলম বাজার,	এ, শো, কলিকাতা।	,,
৫২ ,,	বার মেসে আলম বাজার,	২৪ পরগণা।	,,
৫৩ ,,	সাপসন,	হুগলী জেলা।	,,
৫৪ ,,	আসমান তারা,	,,	,,
৫৫ ,,	ডালভাঙ্গা,	,,	,,
৫৬ ,,	পেটের আষাঢ়ে,	,,	আষাঢ়।
৫৭ ,,	বড় ক্ষীরে,	,,	জ্যৈষ্ঠ।
৫৮ ,,	ছোট ক্ষীরে	,,	,,
৫৯ ,,	শরির খাস,	,,	,,

৬০ নং,	তারা,	হুগলী জেলা।	জ্যৈষ্ঠ।
৬১ ,,	কালা পানি,	,,	,,
৬২ ,,	জগৎ বেড়,	কলিকাতা।	,,
৬৩ ,,	হাজরা,	হুগলি জেলা।	,,
৬৪ ,,	ন্যাংড়া,	হিন্দুস্থান।	আষাঢ়।
৬৫ ,,	কুলী,	হুগলী জেলা।	জ্যৈষ্ঠ।
৬৬ ,,	বড় ধূমো,	,,	,,
৬৭ ,,	কেলো,	,,	,,
৬৮ ,,	চাংপটা,	২৪ পরগণা।	,,
৬৯ ,,	মেঙ্গালোর,	এ, শো, কলিকাতা।	,,
৭০ ,,	মালদহ,	,,	,,
৭১ ,,	এবরগলাট,	বোটেনিকেল গার্ডেন কলিকাতা।	,,
[illegible] ,,	বিবমটকো,	ত্রিবেণী বিষপাড়া হুগলী জেলা।	,,

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত।

শ্রীশ্রীকালী
কলিভয়হারিণী

—⊶⊷—

বিধবা বিবাহ নিষেধঃ ।

যাঽধর্ম্মস্য বিঘাতিনী খলুসদা ধর্ম্মস্যসংবর্দ্ধিনী ।
অন্যস্মাদ্বিপরীত্যধর্ম্মগহনাদ্ধর্ম্মে স্বকে স্থাপিনী ।
নাস্তিক্যান্মত মর্দ্দিনী মতিবিয়ংধর্ম্মস্যরক্ষার্থিনী ।
স প্রেক্ষার্থ বিধায়িনী শ্রয়স্তসা ধন্যা জগদ্বোধিনী ।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বিতর্ক সাধ্য হইয়া বিধবা বিবাহ সম্মতান্তর প্রচলিত বিষয়ে মানসোৎসুক হইতেছে অত্র বিষয়ে সুবিচারি সদাচারি ধর্ম্মিষ্ঠ শ্রেষ্ঠ গণ্য ধন্যমান্য ব্যক্তি সঙ্কুলের অশেষ বিশেষ বিবেচনা বসত উচিত এইযে ইহা বিধেয় কি অবিধেয় ॥ * ॥ * ॥

আদৌ এই বিবেচনা কর্ত্তব্যাযে ভগবান মহামুনি পরাশর (নষ্টেমৃতে) ইত্যাদি যে বচন প্রণীত করিয়াছেন তাহা কলিযুগপর কি যুগান্তরপর এতদ্বিষয় নির্ণয় তৎসংহিতা টীকা ভাষ্য এবং মন্বাদি অনুসন্ধান ভিন্ন হয়না অতএব পারাশর ভাষ্য এবং মনু প্রভৃতি আলোচনা করিয়া স্পষ্ট করিতেছি বিবেচনা করুণ ॥

তত্র ভাষ্যং যথা ।

স্ত্রীণামুদ্বাহস্যাপি প্রসঙ্গাৎকচিদভ্যনুজ্ঞাংদর্শয়তি ।

নষ্টেমৃতেপ্রব্রজিতেক্লীবেচ পতিতেপতৌ ॥ পঞ্চ-
স্বাপৎসুনারীণাং পতিরন্যোবিধীয়তে । নষ্টে দেশা
ন্তরগমনে যস্য ন পরিজ্ঞাতো বৃত্তান্তঃ । অয়ঞ্চ পুন-
রুদ্বাহো যুগান্তর বিষয়ঃ । তথাচাদি পুরাণং ॥ উঢা-
য়াঃ পুনরুদ্বাহং জেষ্ঠাংশংগোবধন্তথা । কলৌ পঞ্চ
ন কুর্ব্বীত ভ্রাতৃজায়াংকমণ্ডলুং । পুনরুদ্বাহমকৃত্বা ব্রহ্ম
চর্য্যব্রতানুষ্ঠানেশ্রেয়োহতিশয়ংদর্শয়তি । মৃতেভর্ত্তরি
যানারীব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা ।সামৃতালভতে স্বর্গং য-
থাতে ব্রহ্মচারিণঃ ।

অস্যার্থঃ । নারী দিগের বিবাহ প্রসঙ্গে কোনযুগ
অনুজ্ঞা দর্শন করাইয়াছেন নষ্টেমৃত ইত্যাদি । যাহার
স্বামী নষ্টহয় অর্থাৎ দেশান্তরগমনান্তর বৃত্তান্তনাপাওা
যায় এবং মৃত ও সন্ন্যাসাশ্রমী হয় কিম্বা নপুংসক হয়
অথবা পতিত হয় সে আপদ্বিষয়ে রক্ষিতা এবং সন্তা-
নোৎপাদনার্থ অন্যপতি করিতেপারে । এইযে পুন
র্ব্বিবাহ সে যুগান্তর বিষয় কলিতে কর্ত্তব্য নহে তৎ
প্রমাণং যথা । (উঢায়া ইত্যাদি) বিবাহিতার পুনর্ব্বি-
বাহ জেষ্ঠ ভ্রাতার অধিক একাংশ যজ্ঞার্থে গোবধ
ভ্রাতৃজায়াতে সন্তানোৎপত্তি কমণ্ডলু ধারণ এইপঞ্চ
কলিতে করিবেনা । পুনর্ব্বিবাহিতা নাহইয়া ব্রহ্মচর্য্য
ব্রতানুষ্ঠানে অতিশয় শ্রেয়স্কর তদ্দর্শন করাইতেছেন
মৃতে ভর্ত্তরি ইত্যাদি । ভর্ত্তার মরণ হইলে যে নারী
ব্রহ্মচর্য্যাচরণ করে সেঙ্গস সন্ততি বিনেহ স্বর্গলাভ
করেঃতদ্দৃষ্টান্তযথা (যেমনব্রহ্মচারিগণ) ঙ্গসন্ততিবিনা

স্বর্গলাভ করেন এইসকল বিবেচনা বশত বিধবা বিবা-হ কোনমতেই শাস্ত্রসিদ্ধ প্রতিভান্ হইতেছেনা।

তথাপি নষ্টেমৃতে ইত্যাদি বচন দ্বারা অত্রনগরে নবীন নাগরের বিধবা বিবাহ সিদ্ধং বলিয়া অহরহ সং-কীর্ত্তন করিতেছেন সে ভণ্ড দিগের প্রকাণ্ড মনোহন্ধ-কার খণ্ডনার্থে প্রচণ্ডমার্ত্তণ্ড সদৃশ অখণ্ড মনু প্রমাণ লিখিতেছি। যদাহ বৃহস্পতিঃ।

তাবচ্ছাস্ত্রাণিশোভন্তে তর্কব্যাকরণানিচ ধর্ম্মার্থ মোক্ষোপদেষ্টা মনুর্যাবন্নদৃশ্যতে ॥

অস্যার্থঃ ॥ তাবৎ শাস্ত্র সকল শোভাপায় যাবৎ ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ উপদেশক মনু দৃষ্টিনাহয় ॥

অপিচ ॥ যঃকশ্চিৎ কস্যচিদ্ধর্ম্মো মনুনাপরিকীর্ত্তি-তঃ। সর্ব্ববেদেহভিবিহিতঃ সর্ধর্ম্মঃ পরমোমৃতঃ ॥

অস্যার্থঃ ॥ যাহারই যেকোন ধর্ম্ম মনুকর্তৃক কী-র্ত্তিত হইয়াছে সেই বেদবিহীত ধর্ম্ম যেহেতু ভগবান মনু সর্ব্বজ্ঞানময় ॥

অন্যচ্চ। মন্বর্থ বিপরীতায়া সাস্মৃতি র্নচ শস্যতে।

অস্যার্থঃ ॥ মন্বর্থ বিপরীতা যেস্মৃতি সে প্রশস্তা নহে ॥

অপিচ পরাশরঃ। শ্রুতিস্মৃতি সদাচার নির্ণেতব্যাশ্চ সর্ব্বদা। ন কশ্চিদ্বেদ কর্ত্তাচ বেদস্মর্ত্তা চতুর্ম্মুখঃ ॥ তথৈবং ধর্ম্মং স্মরতি মনঃ কল্পান্তরান্তরে ॥ নং ১

অস্যার্থঃ পরাশর আপনে নিবন্ধন করিয়াছেন শ্রুতি স্মৃতি সদাচার সদাকাল নির্ণয় করিবেক কেহই বেদকর্ত্তা

নহে কেবল ব্রহ্মাবেদ স্মরণ করিয়াছেন সেই প্রকার মনু কল্পে কল্পে ধর্ম্ম স্মরণ করেন এসক বিধানাধীন সকল স্মৃতি অপেক্ষাকৃত মনু প্রণীতা স্মৃতিমান্য সেই ভগবান মনুরনবমঅধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে। তদযথা।

নান্যস্মিন্ বিধবা নারী নিয়োক্তব্যাদ্বিজাতিভিঃ।
অন্যস্মিন হি নিযুঞ্জানা ধর্ম্মং হন্যুঃসনাতনং ॥ ন১ ॥
নোদ্বাহিকেষুমন্ত্রেষু নিয়োগঃ কীর্ত্ত্যতেক্বচিৎ নবিবাহবিধাবুক্তং বিধবা বেদনং পুনঃ ॥২॥ অস্য কুল্লুক ভট্টব্যাখ্যা॥

এবং নিয়োগ মভিধায় দূষয়িতুমাহনান্যস্মিন্নিতি। বিধবা স্ত্রীভর্ত্তু রন্যস্মিন্ দেবরাদৌ ন নিয়োজনীয়া যস্মাৎ। স্ত্রিয়মন্যস্মিন্নিযুঞ্জানা স্তে স্ত্রীণা মেকপতিত্ব ধর্ম্ম মনাদি সিদ্ধং নাশয়েযুঃ॥ ১ ॥

নোদ্বাহিকোষ্বিত্যাদি। অর্য্যমনংনুদেবমিত্যেবমাদিষু বিবাহ প্রয়োজনকেষু মন্ত্রেষু ক্বচিদপি শাখায়াং নিয়োগঃকথ্যতে নচ বিবাহ বিধায়কশাস্ত্রে অন্যেনপুরুষেণ সহ পুনর্ব্বিবাহ উক্তঃ।

অস্যার্থঃ॥ বিধবা স্ত্রীকে অন্যত্র দেবরাদিতে নিয়োগ করিবেনা অর্থাৎ পুনর্ব্বিবাহ দিবেনা যেহেতু পুনর্ব্বিবাহ করণ বসত স্ত্রীদিগের অনাদিসিদ্ধ যে এক পতিত্বধর্ম্ম তাহা নাশহয়॥

অর্য্যমনংনুদেব মিত্যাদি যে বিবাহ প্রয়োজনক মন্ত্র তাহার কোন শাখাতেই পুনর্ব্বিবাহ নিয়োগ কহেন নাই কিম্বা বিবাহ বিধায়ক শাস্ত্রে অন্যপুরুষের

সহিত পুনর্ব্বিবাহ কোনস্থানেই উক্ত হয়নাই মনুর এই সকল নিষেধ দর্শনেতেই শ্রীযুক্ত বিদ্যাসাগর মহাশয় উক্ত বাক্য প্রলাপ প্রায় প্রতিভান্ হইতেছে এবং মনুর পঞ্চম অধ্যায়ে লিখিতআছে ॥ তদ্যথা মনু বচনানি

মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বীস্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা। স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথাতে ব্রহ্মচারিণঃ ॥ অপত্য লোভাদ্যা তুস্ত্রী ভর্ত্তার মতিবর্ত্ততে। সেহনিন্দামবাপ্নোতি পতি লোকাচ্চহীয়তে ॥ নান্যোৎপন্না প্রজাস্তীহ নচাপ্যন্যপরিগ্রহে। নদ্বিতীয়শ্চ সাধ্বীনাং কচিদ্ভর্ত্তোপদিশ্যতে ॥ পতিংহিত্বাহপকৃষ্টংস্বং উৎকৃষ্টং যা নিষেবতে। নিন্দৈব লোকে ভবতি পরপূর্ব্বেতি চোচ্যতে ॥ ব্যভিচারাত্তুভর্ত্তুঃস্ত্রী লোকেপ্রাপ্নোতি নিন্দতাং ॥

অস্যার্থঃ। ভর্ত্তারমরণানন্তর যেস্ত্রীব্রহ্মচর্য্য আচরণকরে সে অপুত্রা হইলেও ব্রহ্মচারিগণ প্রায় স্বর্গলাভকরে অপত্য লোভে যেস্ত্রী অন্যপতিতে অনুবর্ত্তনীয়াহয় সে সর্ব্বশাস্ত্র বিনিন্দনীয়া এবং পতিলোকের ত্যজ্যা হয় অন্যোৎপন্ন যে পুত্র সে পুত্রনহে এবং পরস্ত্রী গর্ভ জাত যে পুত্র সেহ পুত্রনহে এবং সাধ্বীস্ত্রীর কোনশাস্ত্রেই অন্যভর্ত্তা উপদেশ হয়নাই ॥ অপকৃষ্টপতি পরিত্যাগ করিয়া যেনারী অন্য উৎকৃষ্ট পতি আশ্রয় করে সেহ নিন্দনীয়া এবং পরপূর্ব্বা বলিয়া বিখ্যাতাহয় ॥ ভর্ত্তার ব্যভিচারিণী যেস্ত্রী সেহ নিন্দনীয়া হয় ॥

অন্যচ্ছমনেঃ। অয়ং দ্বিজৈর্হি বিদ্বদ্ভিঃপশুধর্ম্মো বিগর্হিতঃ। মনুষ্যাণামপিপ্রোক্তো বেণেরাজ্যংপ্রশাসতি অয়ং পশুধর্ম্মঃ পুনরুদ্বাহো মনুষ্যাণাং সম্বন্ধে বেণে রাজ্ঞি রাজ্যং প্রশাসতি সতি বিদ্বদ্ভি র্দ্বিজৈ র্বিগর্হিতঃ প্রোক্তঃ।

অস্যার্থঃ। এইযে পশুজাতীয় ধর্ম্ম পুনর্ব্বিবাহ সে মনুষ্যের প্রতি বেণ নামক রাজকর্ত্তৃক রাজ্য শাসনাবধি মুনি সকলে নিষেধ করিয়াছেন॥

অপিচ॥ ততঃপ্রভৃতি যোমোহাৎ প্রমীত পতিকাং স্ত্রিয়ং। নিয়োজয়ত্যপত্যার্থং তংবিগর্হন্তিসাধবঃ॥

অস্যার্থঃ। মৃতভর্ত্তৃকাস্ত্রীকে যেব্যক্তি মোহাধীনসন্তান উদ্দেশে অন্যেতে নিয়োগকরে সে সাধু সকলের বিনিন্দনীয়ঃ অয়ং নিয়োগ নিষেধঃ কলিযুগ বিষয়ঃ॥ ॥ ইতিকুল্লুকভট্টঃ॥ এইযে অন্যেতে নিয়োগ নিষেধ সে কলিযুগ পরঃ॥

তথাচ বৃহস্পতিঃ। উক্তো নিয়োগমনুনা নিষিদ্ধঃস্বয়মেবহি। যুগক্রমাদশক্যোহয়ং কর্ত্তুমন্যৈর্বিধানতঃ॥

অস্যার্থঃ। মৃতভর্ত্তৃকাস্ত্রীকে যে অন্যেতে নিয়োগকরা সে যুগক্রমাধীন অন্যকর্ত্তৃক বিধানানুসারে করিতে অশক্ত হেতুক ভগবান্ মনুস্বয়ংই নিষেধ করিয়াছেন যুগক্রমাধীন করিতে অশক্ত বিধায় কলিতে অন্যেতে নিয়োগ নিষেধ হইল। এবং বহু শাস্ত্র দর্শী মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য এবং শূলপাণি ভট্টাচার্য্য বর্য্য প্রভৃতি ব্রহ্মচর্য্য এবং সহমরণ এই দ্বিবিধ

বিধি বিধবা ধর্ম্মের নিয়ম করিয়াছেন ॥ তদযথা । মৃতে ভর্ত্তরি ব্রহ্মচর্য্যং তদন্বারোহণং বা

অস্যার্থঃ । স্বামীর মরণ হইলে নারীগণের ব্রহ্মচর্য্য কিম্বা তদনুগমন কর্ত্তব্য ॥ পুনর্ব্বিবাহ ইহকালের বিধি হইলে ইহাদিগের গোপন করার আবশ্যক কি

বিশেষত বিধবা বিবাহই যদি পরাশর মুনির অভিপ্রেতই হইত তবে স্ত্রী কখনই স্বতন্ত্রা হইতে পারেনা এবং একবার কন্যাকে দান করিবে দ্বিতীয়বার দান করার শাস্ত্র নাই বিধায় এই বিবাহে দান কর্ত্তা কে হইবেক তাহার নিয়ম করিতে নিরস্ত হইতেননা এবং এই বিবাহের নাম আর ইতি কর্ত্তব্যতা অবশ্য নির্দ্দিষ্ট করিতেন অপিচ যেমন ভূমিদান তুলাদান দানে উভয়ের স্বর্গাগতি ফল নিরূপিত করিয়াছেন তেমনি বিধবা বিবাহের ফল নির্দ্দিষ্ট করিতেন এবং ব্রহ্মচর্য্যে আর সহমরণে যেমত ফলশ্রুতি করিলেন পুনর্ব্বিবাহে কোন এক ফল নির্ণয় করিতে তিনি অশক্ত কি ছিলেন ।

আর বিদ্যাসাগর মহাশয় একথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে পরাশর কলিযুগে বিধবা দিগের প্রতি তিন ধর্ম্মের বিধি দিয়াছেন প্রথমত বিবাহ তাহা পরাশর সংহিতার প্রতি অক্ষর অন্বেষণ করিয়া দেখাগেল উক্ত সংহিতাতে বিধবা বিবাহের কথা দূরে থাকুক বিধবা শব্দই নাই এমত বিধানেতে উক্ত বচন বাগদত্তাকন্যার উক্ত পঞ্চ আপদ হইলে অন্যপতি বিধান এই সমাধানে কোন আপত্তি ঘটিতে পারেনা ॥

অপিচ। পূর্ব্বজন্ম কৃত পাপজন্য নারী দিগের বৈধব্যাবস্থা হয় তাহা একবার পতির মৃত্যু হইলে পুনর্ব্বিবাহ করিয়া যদি তাহারো পূর্ব্ব জন্মীয় পাপ জাগ্রত বিধায় মৃত্যু হইলেক তবে কতবার নারী দিগের বিবাহ হইতে পারে মুনিকর্ত্তৃক অপ্রণীত বিধায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা প্রতি দয়ার্দ্রচিত্ততাকরণক তদ্বিষয়ের বিধিরচনা করা উচিত ছিল যদিচ পুনঃ পুনর্ব্বিবাহ তাহানহ অসম্মত হয় তবে যে ভ্রূণহত্যাদি নিবৃত্তি কারণে এতদ্দূর গমন পূর্ব্বক গলদ্ঘর্ম্ম হইয়াছেন তাহার অনিবারণ হেতুক কেবল শয্যাতে মন্ত্রণ সার হইলেক আর যদি পুনঃ পুনর্ব্বিবাহ দিতে অনুমতি করেন তবে সে নারী যাহাকে পতি করিবেক সে ইতৎপাপব সত আয়ুঃক্ষীয় হইয়া সমন ভবন গমন করিলে এক নারীর কারণে কত পুরুষের প্রাণ বিয়োগ করিবার ইচ্ছা তাহা নিরূপণ করা উচিত বটে একথাতেই পরে যে বিধবা বিবাহ নাকরাতে অনেক২ ভ্রূণহত্যা ইত্যাদি দুর্ঘটনা হইতেছে লিখিয়াছেন সেলিপিবদ্ধ ভ্রূণহত্যার তাদবস্থ্য হেতুক উড্ডীয়মান হইলেক ॥

এবং মহামুনি পরাশর যে বচনান্তর রচনা করিয়াছেন তদর্থ আলোচনাতেই মনের সংশয় ক্ষয় হইবেক।

তদ্যথা। ঋতুস্নাতাতুয়ানারী ভর্ত্তারং নোপসর্পতি। সামৃতানরকংযাতি বিধবাচ পুনঃ পুনঃ ॥ অদুষ্টাপতিতাং ভার্য্যাং যৌবনেয়ঃ পরিত্যজেৎ। সপ্তজন্ম ভবেৎ স্ত্রীত্বং বিধবাচ পুনঃ পুনঃ ॥

ক্ষমবান হয়েন এবিষয়েসমাধান পূর্ব্বেই বিলক্ষণ কথি ত হইয়াছে বিপথাবলম্বিগণেরা সাগর লভ্য কলঙ্ক ম-ণিকে শিরোমণি ভূষণ করিয়া ভূষিত হইতেছেন অহো রে বর্ত্তমান কালে নক্রাদি দ্বারা বিক্রান্ত সাগরে যে সর্ব্ব রত্ন যত্ন দুর্ল্লব তাহাকি শ্রুতি গোচরহ হয়নাই

শাস্ত্রদ্বারা বিরোধ উপস্থিত হইলে তাহার বলাবল বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রস্তাবে যে ভগবান বেদব্যাসের বচন বিন্যাস করিয়াছেন ।। তদ্যথা ।।

শ্রুতিস্মৃতি পুরাণানাং বিরোধোয়ত্রদৃশ্যতে । তত্র শ্রৌতং প্রমাণন্তু তয়োর্দ্বধে স্মৃতির্ব্বরা ।।

এহাতে স্বমত স্থির করিয়াছেন ইদমপি লজ্জাশয্যা মধিশেতে । লজ্জা শয্যাতে শয়ন করা মাত্র । যেহেতু পরাশর বচন কলীতরপর বৃহন্নারদীয় এবং আদিত্য পুরাণোক্ত বচন কলি পরবাস্ত্রবিক এহাতে বিবাদই নাইপরন্তু যদি ব্রথাভিমানিগণ দত্তবিবাদই মান্যহয় তাহাতেহ এই বিবেচনা করিতে হইবেক তয়োর্দ্দ্বেধে স্মৃতির্ব্বরা ।। স্মৃতি পুরাণেরদ্বৈধ হইলে স্মৃতি শ্রেয়সী সেকোন্ স্মৃতি ইহাতেহ এই বিবেচনা করিতে হইবে উভয়াদ্বেধে মনু প্রণিতা স্মৃতিশ্রেষ্ঠা যেহেতু প্রশংসিত ভগবান বেদব্যাসই লিখিয়াছেন । তদ্যথা ।

পুরাণং মানবোধর্ম্মঃ সাঙ্গোবেদশ্চিকিৎসিতং ।। আজ্ঞাসিদ্ধানি চত্বারি নহন্তব্যানি হেতুভিঃ ।।

অস্যার্থঃ । পুরাণ এবং মনু প্রচলিত ধর্ম্ম অঙ্গের সহি ত বেদএবং আয়ুর্ব্বেদ এইশাস্ত্র চতুষ্টয়আজ্ঞাসিদ্ধ কোন

কারণ দ্বারাই ইহারা নিবারিত হয়না অতএব স্মৃতি পুরাণদ্বৈধে স্থলে মনু ভিন্ন অন্যস্মৃত কর্তৃকপুরাণ শাস্ত্র বিরুদ্ধ হয়না ॥

অপিচ । বেদাবিভিন্নাঃ স্মৃতয়োবিভিন্না নানা মুনীনাং বচনং বিভিন্নং । ধর্ম্মস্যতত্ত্বং নিভৃতং গুহা-য়াং মহাজনোয়েনগতঃ সপন্থঃ। অপিচ গুপ্তসাধন তন্ত্রে যদিযোগীত্রিকাজ্ঞঃসমুদ্রলঙ্ঘনেক্ষমঃ। তথাপি লৌকিকাচারং মনসাপিন লঙ্ঘয়েৎ॥

অন্যার্থঃ। যদি ত্রিকালজ্ঞ অর্থাৎ ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্ত-মান বেত্তা এবং সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে সমর্থ অর্থাৎ অসা ধ্যসানে সমর্থ যোগী হয় তথাপি লৌকিক আচার বা-হ্যাচার দ্বারা লঙ্ঘন করা দূরে থাকুক মনোদ্বারাহ লঙ্ঘ ন করিবেনা

বৃহন্নারদীয় এবং আদিত্য পুরাণ মন্যমান হইলেহ তদ্বচনে দীর্ঘকাল ব্রহ্ম চর্য্যানুষ্ঠান নিষেধবিধায় বিচা র করিয়া যে যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য অবিহিত প্রতিপন্ন করিতেছেন তাহাহ তদ্বচনের অর্থ অপরিজ্ঞান হেতু এমত জ্ঞান হইতেছে যেহেতু ভগবান মহামুনি পরাশর স্বয়ং বিধবার ব্রহ্মচর্য্য এবং সহমরণ এইদ্বিবিধবিধি দিয়াছেন তবে কি প্রকার বিধবার ব্রহ্মচর্য্যাচরণ শাস্ত্র বিরুদ্ধ হইতে পারে তুষ্যন্তু দুর্জনঃ॥ দীর্ঘকালং ব্রহ্ম চর্য্যং ধারণঞ্চক মণ্ডলোঃ॥ এইবচন কেবল আশ্রমিক গণপক্ষে যেহেতু চতুর্ব্বিধ আশ্রম মধ্যে প্রথম গার্হ-স্থ্যাদি আশ্রমত্রয় করিয়া ব্রহ্মচারী হইবে কলিতে দীর্ঘ

ঔরসের বিশেষণ করিয়া ত্রিবিধ পুত্র কল্পনা করিয়াছেন এহাতদ্বচনার্থে অনবধান ভিন্ন অন্যজ্ঞান হইতেছেন। এবং পরাশর কলিতে বিধবার বিবাহ বিধি প্রদানে বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ বিহিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম স্থির হইল এবং তদ্গর্ভজাত পুত্র ঔরস পুত্র পৌনর্ভব নহে যেহেতুবিধবার বিবাহ বিধিদিয়াছেনঅতএবইত দ্গর্ভ জাত পুত্র ঔরস পুত্র অবশ্যস্বীকারকরিতে হইবেক এইযে শপথ দিয়াছেন ইদমপি অন্ধস্য পথ বিজ্ঞাপনং ॥

যেহেতু পরাশর কলিতে বিধবা বিবাহ বিধিহ দেয়েন নাই তজ্জাত পুত্রেরহ সংজ্ঞাকরেন নাই যদি কলিতে বিধবা বিবাহ তাহান বিধেয় হইত তবে তদ্গর্ভ জাত পুত্রেরহ সংজ্ঞাভিধানে ক্ষান্ত হইতেন না এবং পুনরুদ্বাহ সংস্কার কি অসংস্কার তাহার বিধর উপস্কার করা তিরস্কার করিতেন না।

বিশেষ ঔরসের যেলক্ষণ মনু নিরূপণ করিয়াছেন তাহাতেই এই দুব্যাখ্যা নিরস্তাহইয়াছে। তদ্যথা

স্বেক্ষেত্রে সংস্কৃতায়ান্তু স্বয়মুৎপাদয়েদ্ধিযং । তমৌরসং বিজানীয়াৎ পুত্রংপ্রথমকল্পিতং ।

অস্যঙ্গণ্ডকভট্টঃ ॥ স্বভার্য্যায়াং কন্যাবস্থা যামেব কৃতবিবাহসংস্কৃতায়াং স্বয়মুৎপাদিত মৌরস পুত্রং মুখ্যং বিদ্যাৎ। সবর্ণায়াং সংস্কৃতায়াং স্বয়মুৎপাদিত মৌরস পুত্রং বিদ্যাদিতি বৌধায়ন দর্শনাৎ।

অস্যার্থঃ ॥ সংস্কৃতাস্ত্রীতে স্বয়উৎপাদিত যে পুত্র সে

ঔরস পুত্র অত্র সংস্কৃতাশব্দ উপন্যাস করাতেই পুনর্ব্বিবাহিতাস্ত্রী অসংস্কৃতাহেত্তুক তদ্গর্ভজাত পুত্র ঔরসপুত্র হইতে পারেনা যেহেত্তু পুনর্ব্বিবাহের কোন মন্ত্রাদি দ্বার বিধিনাই বিধায় সে সংস্কৃতা হইতে পারেনা

অপিচ পৌনর্ভবের যেলক্ষণ আছে তদ্দৃষ্টেহ ঔরস সঙ্গে পৌনর্ভব অভেদ হইতে পারেনা ॥ তদ্যথা মনুঃ

যাপত্যাবা পরিত্যক্তা বিধবা বা স্বয়েচ্ছয়া। উৎপাদয়েৎ পুনর্ভূত্বাসপৌনর্ভবউচ্যতে। অস্য কুল্লুকভট্টঃ। যাভর্ত্রা পরিত্যক্তা মৃতভর্তৃকাবা স্বেচ্ছয়া অন্যস্য পুনর্ভার্য্যাভূত্বা যমুৎপাদয়েৎ স উৎপাদকস্য পৌনর্ভব উচ্যতে ॥

অস্যার্থঃ ॥ যেস্ত্রী স্বামিকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা অথবা বিধবা সে যদি সেচ্ছাক্রমে অন্যপুরুষের ভার্য্যা হইয়া পুত্র উৎপাদন করে সে পুত্র পৌনর্ভব এমত বিধান থাকিতে কদাপি পৌনর্ভব ঔরস হইতে পারেনা এমত বিষয়ে দৃষ্টকল্পনা পরিত্যাগকরিয়া যে আধুনিকা অদৃষ্ট কল্পনা বসত বিধবা বিবাহ জল্পনা সে কেবল উপহাসকল্পনা যেহেত্তু।

নহিমিহির মরীচিচুম্বিতে বস্তুনি দৃশ্চক্ষুষোহপি প্রদীপাপেক্ষা

সূর্য্যরশ্মি আলিঙ্গিত বস্তুতে মন্দ দর্শীরহ প্রদীপের অপেক্ষা করেনা

পূর্ব্বে২ যাহার যে সঙ্গা হইয়াছে অদ্য পর্য্যন্ত তাহাই নিশ্চয় আছে সত্যযুগে যাহার গোসঙ্গা হইয়াছে অধ

না যদি তাহার অন্যমনুষ্যাদি সঙ্গা হইতে পারে তদা তাৎকালিক পৌনর্ভব সঙ্কিতের অধুনা ঔরসসঙ্গা হই তে পারে পূর্ব্বেং পুনর্ব্বিবাহিতাগর্ভ জাতপুত্রের পৌ নর্ভব সঙ্গাছিল ইদানীং পুনর্ব্বিবাহের অসম্ভাব বিধায় পৌনর্ভবেরহ অসম্ভাব যথা পূর্ব্বং যুগে বাণ প্রস্থাশ্র মছিল অধুনাতদভাব বিধায় অন্যাশ্রমিদিগকে তদ্ব্য পদেশ করা জাইতে পারেনা তবেযে অত্র বিষয়ে বিকল্প সমলাচেষ্টা সেকি প্রকার স ফলাহইতে পারে যেহেতু মূসত্রবনিহতঃ হঠারঃ হতস্তদুদ্ভূতে প্রাপ্তিরিতি বিধবা বিবাহ কল্পনা করিয়া যে একের অন্য সঙ্গা- করা তাহা অস্মদাদির সাধ্য নহে যাহার যে সঙ্গা পূর্ব্বা বধিই ক্লিপ্তা আছে অধুনা যদি সঙ্গান্তর করাহয় তদা আধুনিক বর্ণ শঙ্করের কি সঙ্গা হইবে আদৌ তন্নির্দ্ধারণ করা উচিত

এবং সমুদ্র যাত্রাইত্যাদি বৃহন্নারদীয় বচনে যে তাৎ পর্য্যার্থদর্শনপূর্ব্বক দূর্ঘট ঘটনা করিতেছেন এ অজীর্ণ উদ্গারভিন্ন অন্য নহে।

দত্তায়াশ্চৈব কন্যায়াঃ পুনর্দ্দানং বরস্যচ ।

ইত্যত্র বাগদত্তা কন্যাকে পুনর্ব্বার অন্যবরকে দান করা কলিযুগে মুনিগণেরা এ সকল ধর্ম্ম নিষেধ করিয়া- ছেন বলিয়া বিধবা বিবাহ বিচার সিদ্ধ করিতেছেন একে বলতম্ম ভাবলম্বি অসভ্য অভব্য সমাজে সংভব্য হওয়ামাত্র যেস্থানে বাগদাম করিলেই সে কন্যা অন্য বরকে পর্য্যাপ্ত করিবেনা সেস্থলে মন্ত্র পূর্ব্বক বিবাহ

সংস্কারে সংপ্রদান হইলে তাহার অন্যবরে দান কি প্র কার বোধগম্য হইতেপারে তাহারস্বীয়বাক্য বশতই স্বকীয়ান বীনাবিবাহ কল্পনা বালজল্পনা প্রায় প্রকা- শ পাইতেছে

সকৃৎপ্রদীয়তে কন্যাহরংস্তাং চৌরদণ্ডভাক্। দত্তা মপিহরেৎকন্যাং শ্রেয়াংশ্চেদ্বর আব্রজেৎ॥

অত্র এমত সমাধান করিতে হইবেক কনা একবার মাত্রদান করিবে দান করিয়া হরণ করিলে চৌরদণ্ড প্রাপ্ত হয় এহাতেই পূর্ব্ব২ যুগে পুনর্ব্বিবাহবিধান বিধায় কলিকালে একবার মাত্র দান করিবে অন্যথা করিলে চৌরের ন্যায় দণ্ডী হইবেক। এবং বাগদত্তা কন্যাকে শ্রেষ্ঠবর পাইলে পূর্ব্ববরে পর্য্যাপ্ত নাকরিয়া উক্ত শ্রেষ্ঠ বরে সংপ্রদান করিবেক টীকাকার এরূপ ব্যাখ্যাকরি য়াছেন তাহা না করিয়া স্বমত রক্ষার্থে ব্যাখ্যান্তরেঙ্গ পথগতি দ্বারা লোকদিগকেঅধোগতি করা ভিন্নঅন্য কি বোধ হইতে পারে

আদি পুরাণের অন্তর্গত॥ দত্তৌরসতবেষান্ত পুত্রত্ত্বেন পরিগ্রহঃ॥ এই বচনার্থ দ্বারায় বিধবা বিবাহ নিষে- ধক ব্যক্তিদিককে যে পরাশর সংহিতাতে দৃষ্টি নাই বলিয়া তুচ্ছ করিয়াছেন করুণ সেহ আমাদের তুচ্ছ বিষ য় কিন্তু পৌনর্ভবকে ঔরস রূপে স্বীকার করিয়া এরূপে সমাধান করেন তদ্বিষয় যাহারা অশ্বহতে অশ্বী এবং গদ্ধভী গর্ভজাত সন্তানকে এক বলিতে পারেন তাহা রা সধবা এবং বিধবা গর্ভজাত সন্তানকে এক বলিতে

ঋতুস্নানান্তর যে নারী পতি উপসর্পনা নাকরে সে মরণানন্তর নরক গামিনী হয় আর জন্মে২ বিধবা হয় অদুষ্টা অপতিতা ভার্য্যাকে যে পুরুষে যৌবন পরিত্যাগ করে সে সপ্তজন্ম স্ত্রীহয় আর জন্মে২ বিধবা হয় কলিতে পুনর্ব্বার বিবাহ বিধানে বিধবার অসদ্ভাব বিধায় জন্মে২ বিধবা হয় এই দোষোক্তির বৈয়র্থ্যাপত্তিঃ অতএব নষ্টেমৃতে ইত্যাদি বচন কোন প্রকারেই কলি পর হইতে পারেনা বিধায় সাগর হতে যে দ্বিচারিণী প্রতিপাদক তরঙ্গ উৎপন্ন হইল সে কেবল উভয় কুল ভঙ্গ কারক তাহাকেই ভ্রান্তগণেরা রত্নজ্ঞানে যত্নকরেন

ইদানীং মহোদয় মহাশয়গণ সকলে বিবেচনাকরুণ বিধবা বিবাহ যুক্তিসিদ্ধ কিনা॥ যদাহ বৃহস্পতিঃ।

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য নকর্ত্তব্যোধর্ম্মচিন্তনং। যুক্তিহীন বিচারেত্ত ধর্ম্মহানিঃপ্রজায়তে॥

অস্যার্থঃ। কেবল শাস্ত্রকে আশ্রয় করিয়া যুক্তিহীন কার্য্য করিবেনা যেহেতু যুক্তি হীন বিচারেতে ধর্ম্মহানিহয় অতএব যুক্তিসিদ্ধ কার্য্যই কর্ত্তব্য॥ সংপ্রতি এই যুক্তি অন্বেষণীয়া যে কলিযুগে বিধবা বিবাহই করিবে পরাশর মুনি এমত নির্দ্ধারণ করেন নাই অতএব বিধবা কর্ত্রী বিবাহ না করিলে বিধিলঙ্ঘনজন্য পাপ হয় না যেহেত্তে তন্মতেই অন্যথা দর্শিসম্মত ত্রিবিধ বিধি বিধান হইয়াছে কিন্তু বিধবা কর্ত্রী বিবাহ করিলে মৃতে ভর্ত্তরি ব্রহ্মচর্য্যং তদন্বারোহণং বা এবং নান্যস্মিন্ বিধবানারী নিয়োক্তব্যা ইত্যাদি মনু প্রণীত বিধিলঙ্ঘন

জন্য প্রত্যবায়ের সম্ভব অতএব বিধবা বিবাহ সর্ব্বথা-রূপে যুক্তিসিদ্ধ প্রতিভান্ হইতেছেন।

অপিচ। ঔরসপুত্র এবং পৌনর্ভব পুত্র বিষয়ে যে বিচার করিয়া সমাধান করিয়াছেন ইদমপি হাস্যাস্পদং যেহেতু কৃতেতু মানবো ধর্ম্ম স্ত্রেতায়াং গৌতমঃ স্মৃতঃ। দ্বাপরে শাংখলিখিতঃ কলৌপারাশরঃস্মৃতঃ। এইবচনে কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ এরূপ লেখানাথাকীয়া যদি কলাবীশ্বর সম্মত এমত লেখা থাকিত তবে উক্ত শ্রীযুক্তের এ অসতী কথা বলবতীহইত যেহেতু কলৌ পারাশর স্মৃতঃ। এমত লিখিত আছে অতএব পরাশরীয়বচনের অর্থাভিসন্ধানই কর্ত্তব্য। মহামুনি পরাশর পুত্রাভিধান বিষয়ে ঔরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃক্রিত্রিমকঃসুতঃ। এইবচন মাত্র লিখিয়াছেন তদ্ব্যাখ্যাতে ভাষ্যকার ক্ষেত্রজের লক্ষণ নির্ণয় করিয়াছেন। যথা। যস্তন্যজঃ

প্রমীতস্য ক্লীবস্য পতিতস্যবা। হ্যধর্ম্মেণনিযুক্তায়াং

সপুত্রঃ ক্ষেত্রজঃ স্মৃতঃ। অপিচ

এতচ্চ দ্বাদশ বিধপুত্রাণামুপলক্ষণং।

এইযে চাইর প্রকার পুত্র কথিত হইল সে মনু প্রণীত দ্বাদশ বিধ পুত্রের উপলক্ষণ। অতএব ইহাকেও যুগান্তর বিষয় বলিতে হইবেক যেহেতু আদিত্য পুরাণোক্ত দত্তৌরসেতরেষান্তু পুত্রত্বেনাপরিগ্রহ ইত্যাদি বচন দ্বারা দত্তক এবং ঔরষ ভিন্ন পুত্রের পুত্রত্বস্বীকার মুনিগণে নিষেধ করিয়াছেন অতএব পুত্র লক্ষণ প্রতিপাদিত পরাশর বচন যুগান্তর পর তবেযে ক্ষেত্রজ পদকে

কাল ব্রহ্মচর্য্য নিষেধ বিধায় আদৌ ব্রহ্মচারি হইবেনা অপিচ বর্ত্তমান কালে মনুষ্যের শক্তি হ্রাসতা এবং আয়ুর্ন্যনতা বিধায়। যদ্যদ্বিহিতং চর্ম্ম যৎসূত্রং যাচ মেখলা। ইত্যাদি॥ একঃ শায়িতঃ সর্ব্বত্র নরেতঃস্কন্দ য়েৎক্বচিৎ॥

ইত্যন্তপর্য্যন্ত যে ক্রমনিয়ম সেবন তাহা সুতরাং কলিতে দীর্ঘকাল বিধায় নিষেধ হইয়াছে এতাবতা গৃহনিবাসিনী বিধবাস্ত্রীর পতি বিয়োগে অনন্যগতিক্রমে শাস্ত্রবিহিত যে তাম্বুলাদি বর্জ্জনং মৈথুনাদি বর্জ্জনঞ্চ এমত ব্রহ্মচর্য্য তাহাকি প্রকার দীর্ঘকাল শাস্ত্র বিরুদ্ধ বলিয় বিতর্ক নাকরা জাইতে পারে যেহেতু পূর্ব্বোক্ত আচার প্রতিই দীর্ঘকাল নিষেধ হইয়াছে নারীদিগের উক্ত আচরণ অবিধেয় বিধায় দীর্ঘকাল নিষেধাকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হইল।

তাম্বুলাদি বর্জ্জনং তত্র আদিশব্দ গ্রাহ্য। তাম্বুলাভ্যঞ্জনঞ্চৈবকাংশ্যপাত্রেচ ভোজনং। যতিশ্চ ব্রহ্মচারীচ বিধবাচবিবর্জ্জয়েৎ॥ পাত্যস্কারোহিণীনারী বিধবা পাতয়েৎ পতিং॥ ইত্যাদি যে ব্যবহার আচার নিয়ম তাহা বিস্তরত্বাপত্তি হেতু অত্র লিখিত হইল না

শাস্ত্রানুসারে কর্ত্তব্যকর্ম্ম হইলেহ লোকাচার বিরুদ্ধ বলিয়া অবলম্বন করা যাইতে পারেনা ইহা লিখিয়া

যে লোকাচার প্রতিদ্বেষ জন্মাইয়াছেন এ অতি বিদ্বেষ তাহার পূর্ব্বেই বেদাবিভিন্না এবং যদি যোগীত্রিকাল জ্ঞইত্যাদি বচনদ্বারা সমূলোৎপাটন হইয়াছে এবং তদীয় বচনার্থেহ ইহা বোধকরা যাইতেছেনা যে শাস্ত্রাচার বিরুদ্ধ হইলে লোকাচার করিবেনা এবং লোকাচার বিরুদ্ধ হইলেহ শাস্ত্রাচার মত চলিতে হইবেক ॥ তদ্বচনং যথা ॥

লোকেপ্রত্যেববাবিহিতো ধর্ম্মঃ। তদলাভে শিষ্টাচার প্রমাণং ॥

অস্যার্থঃ ॥ ইহলোকে কিম্বা পরলোকে শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্ম করিবে তদলাভে অর্থাৎ শাস্ত্রবিধানালাভে লোকাচার করিবে ইহাতে শাস্ত্রনাথাকিলে লোকাচার করিবেনা এমত তাৎপর্য্য কোনমতেই ঘটনাহয়না। এতাবতাই লোকাচার অবিরুদ্ধ শাস্ত্রাচারকরিবে কিন্তু তদ্বিরুদ্ধ শাস্ত্রাচারহ কর্ত্তব্য নহে। তৎপ্রমাণং যথা রাজ মার্ত্তণ্ডে।

দেশাচার স্তাবদাদৌ নিযোজ্যোদেশে দেশে যা- স্থিতিঃসৈবকার্য্যা। লোকদ্বিষ্টং পণ্ডিতানাচরন্তি শা স্ত্রজ্ঞোক্তো লোকমার্গেণযায়াৎ ॥

অস্যার্থঃ আদৌ কোনদেশে কোন আচার তাহার নি শ্চয় করিবে তদনন্তর যেদেশে যে আচার স্থির হইয়া-

ছে শাস্ত্রজ্ঞ সকলের তাহাই কর্ত্তব্য যেহেতু লোকাচার বিরুদ্ধ পণ্ডিতগণের আচরণীয় নহে অতএব শাস্ত্রজ্ঞ সকলেই লোকাচার অবিরুদ্ধ শাস্ত্রানুগত হইবেন যদ্যপি শাস্ত্রসিদ্ধ কর্ম্মহ লোকাচার বিরুদ্ধ হয় তথাপি তদ্রূপ রীত্যে লোকাচার মত চলিতে হইবে

অপিচ স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যধৃতশুদ্ধিতত্ত্বে ॥ দেশানুশিষ্টং কুলধর্ম্মমগ্র্যং স্বগোত্রধর্ম্মং নহিসংত্যজেচ্চ

অস্যার্থঃ। দেশেতে যাহা অনুশিষ্ট অর্থাৎ প্রসিদ্ধাচরণ এবং মুখ্য কুলধর্ম্ম এবং স্বীয়বংশধর্ম্ম কদাপি ত্যাগ করিবেনা অপিচ সম্বর্ত্ত সংহিতায়াং

যস্মিনদেশে য আচারঃ পারম্পর্য্যক্রমাগতঃ। আম্নায়ৈরবিরুদ্ধশ্চেৎ সধর্ম্মঃপরমোমতঃ।

অস্যার্থঃ। যেদেশে যে আচার পরম্পরাক্রমাগত হইতেছে সে যদি আম্নায়অর্থাৎ বেদাবিরুদ্ধ হয় তবেসেই ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ

তথামনুঃ ॥ যেনাস্য পিতরোযাতা যেনযাতাঃপিতামহাঃ। তেনযায়াৎ সতাং মার্গং তেনগচ্ছন্নদুষ্যতি।

অস্যার্থঃ। যেপথদ্বারাপিতা এবং পিতামহ গমন করিয়াছেন সেই সদ্ব্যক্তির পথ সে পথে গমন করত পাপ ভাগী হয়না। এসকল বচন দ্বারাই প্রকাশ হইল যে শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম লোকদ্বিষ্ট হইলে করিবেনা এবং শা

স্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম্মহি লোকাচার হইলে কর্ত্তব্য। যেহেতু লোকে যাহা বিদ্বেষকরে সেকদাপি স্বর্গ্যনহে যথা অস্ব র্গ্যং লোকবিদ্বিষ্টং। এতদ্বাক্য দ্বারাই নূতন প্রথা সর্ব্বথা অসিদ্ধা।

যদি পুনর্ব্বিবাহই সর্ব্বশাস্ত্র সম্মত হইত তবে কলির অদ্য ৪৯৫৫ বৎসর অতীতহইল এযাবত এতাদৃশী সুখ করা সুলভা অনায়াসে ধর্ম্ম সাধিকা প্রথা পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহামহোপাধ্যায়েরা অচলা করিতেনন। এবং সত্য যুগাবধি বিধবাবিবাহ চলিতহিল কলিযুগারম্ভাবধিই অশ্বমেধাদি যাগের ন্যায় নিবৃত্তি হইয়াছে যদ্যপি বিধবাবিবাহ কলিতে শাস্ত্রসম্মত হইত তবে চিরানু- বদ্ধি কার্য্যের কলি প্রবর্ত্ত মাত্রেই নিবৃত্তি হইতনা এবং উক্তমত প্রকাশক লিখিত অন্যেকৃত যুগেধর্ম্মাইত্যাদি বচনেই স্পষ্ট প্রমাণ আছয়ে যুগানুসারে মনুষ্যের শক্তি হ্রাসহেতু সত্যযুগের ধর্ম্ম অন্য এবং ত্রেতাযুগের ধর্ম্ম অন্য এবং দ্বাপরের ধর্ম্ম অন্য এবং কলিযুগের ধর্ম্ম অন্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের ধর্ম্ম কলিতেআচরণ করিবে না তদাপূর্ব্ব যুগনিরূপিত বিধবাবিবাহ কলিতে কি প্র কার সাধু হইবে। এতাবতা বিতর্কনেই কলিযুগে এত- দ্দেশে বিধবাবিবাহ সর্ব্বথা অসিদ্ধ।

আরবযে হিতোপদেশ দর্শন করাইয়াছেন এবং তদ্

ষ্টে কেহকেহ বিধবাবিবাহে উৎসুক আছেন ইহানাক্ষি য়ৎ কাল বিশ্রাম করিয়া দেখুন বিধবাবিবাহেকত দুর্ঘ টঘটনার সম্ভব যেহেতু বিধবাবিবাহ নিশ্চয় হইলে যা হাদের নির্গুণ এবং নির্ধন এবং অমনোনিত পতি হইবে তাহারা পুনর্বিবাহ ভরসাতে ঐপতির প্রাণনষ্ট করি- তে উদ্যোগিনী হইতে পারে এবং যাহার যাহার শিশু বালক থাকিবে তাহারা ঐ বালক বর্ত্তমানে গুরুজন প্রতিবন্ধক তাতে পুনর্বিবাহিতা হইতে অশক্তা বিধায় স্বীয় সন্তান অনায়াসে নষ্ট করিতেবিলম্বনাইএবং উপ যুক্ত পুত্র সত্ত্বে কামুকীবিধার নির্লজ্জাহইয়া অন্যপতি করিলে ঐপুত্র লজ্জাতে প্রাণবিয়োগী কিম্বা দেশত্যাগী হওয়ার সম্ভব ॥

বাস্তবিক এ যাবৎ কতকত বিদ্যাসাগর বিদ্যানিধি বিদ্যাভূষণ জন্মিয়াছেন সেসকল মহোদয়গণ হতে এ মত ধর্ম্ম উদয় হয়নাই ইদানীং যে এমত অনিষ্টাচারে মনঃপ্রবিষ্ট করিতেছেন তাহার কারণ এই যে যে যে যাদৃশ আহারাচারাদিতে সংলিপ্ত থাকে আর যাদৃশ সংসর্গে নিবিষ্ট হয় সেই২ আহারাদিজন্য এবং সংসর্গ মূল গুণদোষ বিশিষ্ট হয় অতএবই কেহ২ বিধবা বিবাহ দিতে উদ্যত হইয়াছেন আদৌ তাহাদিগের উচিত এইযে আপন২ পরিবার সকলকে পঞ্চ আপদমধ্যে

কোন এক আপদ উত্থাপন করিয়া বিবাহ দেন তবেই অসম্মতগণের একমত অপমান হইবে অপিচ লিখিয়াছেন যে অনেকে ততদূর গমন করিতে সাহস পায়না যথার্থবটে কোন্ কৃতি ব্যক্তি বহু দোষ যে দুর্গম পথ তাহাতে গমন করেঃ অতএবই দুঃসাহস কর্ম্মে সাহস করা অবিহিত বিধায় সাহস করিতে পারেননা অলং বিস্তরেণ ॥ ইতি সমাপ্তোয়ং গ্রন্থঃ ॥

অত্র বিবাহ বিষয়ে ব্যবস্থা প্রশ্নঃ।

হেগ বিদ্যাসাগর মহাশয় আপনে যত্নক্রমে রত্ন উত্থাপন করিয়া নবীন নাগরদিগের মনোহুল্লাস প্রকাশ করিয়াছেন অত্র বিষয়ে আমার কতিচিৎ প্রশ্নের ব্যবস্থাবিধি রচনাযুক্ত কিম্বা বিবেচনা করুণ। আদৌ পুত্রবতী যুবতী বিধবা পুনর্ব্বিবাহিতা হইয়া তৎপক্ষে পুত্র কন্যা বর্ত্তমানে স্বগগতা হইলে তাহার একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ পূর্ব্বপতি জাত পুত্রে করিবে কি অপর পতিজাত পুত্রে করিবে এবং পূর্ব্ব পুত্রে করিলে কোন জাতির কতদিনে শ্রাদ্ধ হইবে এবং তদ্বাক্যে কোন গোত্র উল্লেখ হইবে এবং পূর্ব্ব পুত্র অথবা পর পুত্র উভয় মধ্যে একের মরণ হইলে অন্যের অশৌচ হইবে কি না এবং পূর্ব্ব পুত্র ভিন্নগোত্র হেতু অপর কন্যা বিবাহ করিতে পারিবে কি না পূর্ব্ব পতি ক্লীব অথবা পতিত বিবেচনা

করিয়া পুনর্ব্বার বিবাহিতা হইলে পূর্ব্বপতি অথবা অ পর পতি উভয়ের মধ্যে একের মরণ হইলে উক্তাস্ত্রী বৈধব্য কি সাবধ্য আচরণ করিবে পূর্ব্বপতির মরণ হইলে উক্তাস্ত্রী অশৌচ গ্রহণ করিবে কি না এবং পূর্ব্ব পতির অন্যশ্রাদ্ধাধিকারী অসত্ত্বে অন্য পতি আশ্রিতা স্ত্রী তাহার শ্রাদ্ধাধিকারিণী এবং তৎসত্ত্বাধিকারিণী হই বে কি না।

অনুদ্দেশপতি হেতুক পুনর্ব্বিবাহানন্তর পূর্ব্বপতি পুনর্গৃহাগমন করিলে উক্তাস্ত্রী কার স্ত্রী হইবেক এবং স্বস্ত্রীক বিহিতকোন ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতে হইলে উভয় প তির মধ্যে কোনপতি ঐ স্ত্রীর সহিত ধর্ম্মানুষ্ঠানে রত হইবে।

এই সকল বিবেচনায় পূর্ব্বং মহামুনিরা পুনর্ব্বিবাহ বলিয়া উল্লেখ মাত্রই করেণ নাই এবং ব্যবস্থাও লিখে ন নাই ইদানীং মহোদয়েরা ব্যবস্থানুসারে বিধবা বি বাহ বিধেয় স্থির করিলে আদৌ এসকল ব্যবস্থার নি র্দ্ধারণ করুণ।। ইতি।

শ্রীযুক্ত ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন ও শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র তর্ক পঞ্চানন মহামহোপাধ্যায় প্রভৃতিভিঃ সম্মতো বি-শিষ্ট শিষ্টাচারাভিজ্ঞাদি ধর্ম্ম সংস্থাপনৈকাগ্র মতি শ্রীযুক্ত বাবু অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত নীলরত্ন বাবু শ্রীযুক্ত গোবর্দ্ধন বাবু শ্রীযুক্ত বাবু রামরত্ন রায় শ্রীযুক্ত বাবু খেলচন্দ্র ঘোষ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিশোর নিয়োগি মহাশয়ৈরনুমতঃ শ্রীযুক্ত বাবু গিরীন্দ্র নারা-য়ণ ঘোষ মহাশয়েন দেশহিতৈষণানুক্রমাধীয়ানু ষ্ঠান্যেন মুদ্রাঙ্কিতঃ।

শ্রীপীতাম্বর সেনেন কবিরত্নেনধীমতা। নিবধ্য তে নিবন্ধোয়ং পুনরুদ্বাহ বারণঃ।

বাক্যবিন্যাস।

গণেশ বন্দনা।

যোগেন্দ্র পুরুষ ব্রহ্ম সর্ব্ব গুণধাম। হেরম্ব চরণে মম অসংখ্য প্রণাম ॥ দয়া কর দীনে দেব পার্ব্বতী নন্দন। মুক্ত কর বিঘ্নরাজ এ ভব বন্ধন ॥

ত্রিদেব বন্দনা।

সত্ব রজ তমোগুণে তিন মহাশয়। একে তিন তিনে এক ভিন্ন কভু নয় ॥ বিধি হরি মহেশের চরণে প্রণাম। কাতর কিঙ্করে কৃপা কর গুণধাম ॥

ত্রিদেবী বন্দনা।

সাবিত্রী কমলা গৌরী অনাদিবনিতা। একে তিন তিনে এক ত্রিদেব সেবিতা ॥ পরম প্রকৃতিরূপা বেদে যাঁরে বলে। অসংখ্য প্রণাম তাঁর চরণ কমলে ॥

সরস্বতী বন্দনা।

বাগীশ্বরী বাক্য রূপে আছ সর্ব্বঘটে। বেদ তুমি বেদাতীত গুণ তব বটে ॥ অসংখ্য প্রণাম মাগো তব শ্রীচরণে। কৃতার্থ করহ দাসে কৃপাবলোকনে ॥

গ্রন্থ সূচনা।

শ্রীগুরু চরণাম্বুজে অসংখ্য প্রণাম। প্রসন্ন হইয়া প্রভু পুরাও মনস্কাম ॥ দয়াময় বিনা গতি নাহি দেখি আর। তব পাদপদ্ম দেব ভরসা আমার ॥ সহসা করিয়া গ্রন্থ করেছি আরম্ভ। বিদ্যা বুদ্ধিসম্পাদ সহায় তুমি দম্ভ ॥ কবিতা

করিতে বাঞ্ছা নিজে কবি নহি। ভুষাকাংক্ষা করে যেন বিষহীন অহি।। সর্ব্বদা আমার মন তেমনি প্রকার। অনেক চিন্তিয়া চিত্তে যুক্তি হৈল সার।। সংস্কৃত সাধু আর ইতর ভাষার। আখ্যা বাচ্য আছে সব নানান্ প্রকার।। কথোপকথন কালে প্রমাণ দেওয়া যায়। কথোপকথনের সঙ্গে বাচ্য সমুদায়।। দেশ কাল পাত্র তার বিশেষ২। যা পাইল শ্লোকে পরে ভাষায় তা শেষ।। পয়ার ত্রিপদী এবং তোটকের ছন্দে। কতক শব্দের অর্থ ভাবার্থ প্রবন্ধে।। এইরূপে সুবচন করি পদ চারি। স্থূল বাক্য যে সকল অন্তে মিল তারি।। নিজ নামে গ্রন্থ নাম করিব প্রচার। মথুরামোহন বাক্য বিন্যাসাখ্যা তার।। অর্থাৎ মথুরামোহন নানা স্থান গতা। প্রাচীন কথার যত করিল কবিতা।। এখন সে সব কথা স্বার্থে বিভুষিত। হইল বিশ্বাস করি হইতে প্রকাশিত॥

গ্রন্থ কর্ত্তার পরিচয়।

বর্দ্ধমান চাক্‌লায়, হুগলি নামে জিলা তায়, পরগণা বালিয়া আখ্যান। মৌজে মৌলগাছি বাস, বিশ্বাসাখ্যা সুপ্রকাশ, আছে লোকে খ্যাতাবহমান॥ গ্রামের ঈশান অংশে, শিবরাম দেববংশে, জন্মাদি সুমৌলিক ভবন। ত্রিপুরস্থ স্বসমাজ, পুরোহিত ভরদ্বাজ, পিতামহ কুবের চরণ। নাম বৈরি ভয়ঙ্কর, সেহাখতে শুভঙ্কর, সজ্জন সুপ্রিয় সুভাজন। কি কহিবে ইষ্টনিষ্ট, ইষ্টদেব বিনা ইষ্ট, নাহি যার অন্যের ভাবন।। রূপেতে কন্দর্প জিনি, শ্রীমান পুরুষ তিনি, জিতেন্দ্রিয় সেই মহাজন। তার সুত রাম হরি, দেবপুরুষকেশরী, সৎসঙ্গ সৎ আলাপন।। ব্যাখা করে গুণে গুণী, তুষ্ট মিষ্ট বাক্য শুনি, পৌরুষ প্রশংসা রূপবান। দাতা ভোক্তা অতিশয়, কুলে শীলে মহাশয়, সপ্ত সুলক্ষণ মহিমান।। তাহার তনয় দীন, মথুরামোহন হীন, বিদ্যা বুদ্ধি বিবিধ প্রকার। গ্রন্থ পাঠকগত, হইবারে অবগত, লিখলাম নিজ সমাচার।।

গুণগ্রাহক প্রতি গ্রন্থ কর্ত্তার নিবেদন।

গুণের গ্রাহক গুণীগণের চরণ। শিরোপরি বন্দি করি আত্ম নিবেদন॥ অভাব অনৈক্য বাক্যে না হয় সন্তোষ। অন্যশক্তি ভ্রান্তি আদি থাকে যদি দোষ॥ সুর্পবৎ গুণীজন সদাশয় হবে। দোষ ত্যাগ করি সদা গুণ বাছি লবে॥ ইহাই মিনতি মম সকলের কাছে। সারি লবে শুদ্ধাশুদ্ধ যেখানে যা আছে॥

মথুরামোহন বাক্যবিন্যাস।

শিব শিব শিব।

স্মরণে শিবের নাম প্রাপ্তি হয় শিব। শিবত্ব পাইলে অনায়াসে মুক্ত জীব॥ জগদ্বন্ধু ভজিয়া যমেরে ফাঁকি দিব। সর্ব্বদা বলহ মন শিব শিব শিব॥ ১॥

হর হর হর।

রোগ শোক বিঘ্ন পীড়া তাপ পাপ যত। কুজ্ঞান কুগ্রহ রিপু দুঃখ নানা মত॥ যে জন হরণ কর্ত্তা তাঁর ধ্যান কর। সর্ব্বদা বলহ মন হর হর হর॥ ২॥

হরি হরি হরি।

পাতকীর পাপচয় হরণের হেতু। প্রকাশ করিলা হরি হরিনাম সেতু॥ অবহেলে যাবে সেই ভবসিন্ধু তরি। সর্ব্বদা বলহ মন হরি হরি হরি॥ ৩॥

হরি হরিবোল।

নিত্যরূপ নহে এই অনিত্য সংসার। পুত্র কন্যা দারা স্বামী কেহ নহে কার॥ মোর২ করি মিথ্যা কর গণ্ডগোল। সর্ব্বদা বলহ মন হরি হরিবোল॥ ৪॥

হরিবোল হরিবোল।

মহামায়ার মায়াতে মোহিত ত্রিভুবন। জ্ঞান অস্ত্রে কাটে তারে জ্ঞানী যেই জন॥ ঐহিক সম্পদে অতি না হও বিহ্বোল। সর্ব্বদা বলহ মনহরিবোল হরিবোল॥ ৫॥

হায় হায় হায়।

বাল্যকালে গেল কেবল বাল্যখেলা রঙ্গে। যুবাকাল

মজাইলাম যুবতীর সঙ্গে ।। বৃদ্ধকালে বুদ্ধি হীন জীর্ণ হৈল কায়। না ভজিলাম লক্ষ্মীকান্ত হায় হায় হায় ॥ ৬ ॥

আহা মরি মরি।

নিকষা বলেন শুন লঙ্কা অধিকারী। জনকদুহিতা সীতা অতি সুকুমারী ।। কত দুঃখ দেহ তারে হরি হরি হরি। ক্লেশিত বিবর্ণা দেবী আহা মরি মরি ।। ৭ ।।

মরি মরি মরি।

প্রহ্লাদের প্রাণদান কয়াধু মাগিল। শুনি দৈত্য বধিবারে দুতে আজ্ঞা দিল ।। পুনর্ব্বার কহে রাণী স্বামী পদে ধরি। কেমনে বাধিবে সুতে মরি মরি মরি ।। ৮ ।।

দায়ের উপর দায়।

সীতা হারা হয়ে রাম ব্যাকুলিত মন। তার পরে হনূমান বাঁধিল লক্ষ্মণ ।। দেখি প্রভু কান্দিয়া বলেন হায় হায়। সর্ব্বনাশ হলো একি দায়ের উপর দায় ।। ৯ ।।

নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে।

মাতুলো যস্য গোবিন্দঃ পিতা যস্য ধনঞ্জয়ঃ।
সোঽভিমন্যুরণে শেতে নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে ।। ১০ ।।

যথা ধর্ম্ম স্তথা জয়।

কুরুক্ষেত্রে যাত্রাকালে কুরু নরেশ্বর। প্রণমিয়া মাতৃপদে মাগিলেন বর ।। আশীর্ব্বাদ কর যেন শত্রু হয় ক্ষয়। গান্ধারী বলেন যথা ধর্ম্ম স্তথা জয় ।। ১১ ।।

পাপ করিলে ভুগিতে হয়।

গৌতমের শাপে ইন্দ্র ভগাঙ্গ হইল। পুনরপি বরে তাঁর লোচন জন্মিল। নিজ অঙ্গ দেখি শক্র অধোমুখে রয়। ঋষি বলে পাপ করিলে ভুগিতে হয় ।। ১২ ।।

পাপ করিলে যমের ভয়।

পাপেতে জন্মিয়া ব্যাধি দেহ হয় জরা। সর্ব্ব সুখে উদাসীন জীয়ন্তেতে মরা ।। মরিলে নরকভোগ খণ্ডন না হয়। শাস্ত্রে বলে পাপ করিলে যমের ভয় ।। ১৩ ।।

নচ দৈবাৎ পরং বলং।

নচ বিদ্যা সমো বন্ধু র্নচ ব্যাধি সমো রিপুঃ।
নচাপত্য সমঃ স্নেহ নচ দৈবাৎ পরং বলং॥ ১৪॥

সাত কথার উপর পাঁচ কথা।

ছয় মুখে মহাসেন দেবী এক মুখে। মায়ে পোয়ে কথা কন পরম কৌতুকে॥ হেনকালে জিজ্ঞাসেন হর আসি তথা। হৈল তখন সাত কথার উপর পাঁচ কথা॥ ১৫॥

ভালোর ভাল সর্ব্বকাল।

পাঁণ্ডুপুত্র পঞ্চ ভাই সুশীল সুজন। গৃহদাহে বিষপানে না হয় মরণ॥ বনবাসে দুঃখীনহে বিক্রমে বিশাল। নিশ্চয় জানিবে ভালোর ভাল সর্ব্বকাল॥ ১৬॥

মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা।

রণে আসি কুম্ভকর্ণ, কটক করিল ছন্ন, কিল লাথি মূষল আঘাতে। বানর কটক মারি, বিস্তর সংগ্রাম করি, প্রাণ ত্যজে শ্রীরামের হাতে॥ পূর্ব্ব দুঃখ সঙরিয়া, যতেক বানর গিয়া, দম্ভ করে ফুলাইয়া গা। যার অগ্রে যেতে নারে তখন সকলে মারে, মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা॥ ১৭॥

আসন্নকালে বিপরীত বুদ্ধি।

তসরের কীট সদা থাকিয়া স্বচ্ছন্দে। কাল পূর্ণ হইলে নিজ সুত্রে পড়ে বন্ধে॥ বাল্য যুবাকালে নাহি গেল বুদ্ধি শুদ্ধি। হইল আসন্নকালে বিপরীত বুদ্ধি॥ ১৮॥

আহ্লাদে আটখানা।

রাজা দশরথে শাপ দিল অন্ধমুনি। পুত্রশোকে মৃত্যু হবে এই কথা শুনি॥ শাপেবর হৈল মোর পুরিল কামনা। মনে হৈল রাজা আহ্লাদে আটখানা॥ ১৯॥

ভস্মে ঘৃত ঢালা।

শুক্রের নন্দন কয়, শুন দৈত্য মহাশয়, তব পুত্র প্রহ্লাদের গুণ। পুস্তকে না রাখে দৃষ্টি, করে অন্য অন্য সৃষ্টি, অধ্যয়নে না হয় নিপুণ॥ শিশু মেলি করে গোল, বলে হরি হরি বোল, এতো হলে মোর বড় জ্বালা। যত

পড়া পড়েছিনু, যত পড়া পড়াইনু, মিথ্যা হৈল ভস্মে ঘৃত ঢালা ॥ ২০ ॥

ধর্ম্মো রক্ষতি ধার্ম্মিক।

হিরণ্যকশিপু বলে দেখিয়া নন্দন। এত কষ্টে মরে নাই পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন ॥ প্রহ্লাদ বলেন কেন বল ধিক২। জান নাই পিতা ধর্ম্মো রক্ষতি ধার্ম্মিক ॥ ২১ ॥

শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি।

রাজা জন্মেজয়, দ্বৈপায়নে কয়, অশ্বমেধ বিবরণ। আমি মন্দমতি, পাপাশ্রয় অতি, স্বহস্তে বধি ব্রাহ্মণ ॥ সান্ত্বনা করিয়া, রাজাকে দেখিয়া,বলে ব্যাস মহাজ্ঞানী। শুন জন্মেজয়, বেদাগমে কয়, শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি ॥ ২২ ॥

কিমস্তুতং।

শিবস্য নিন্দয়া যাচ ত্যজেদ্বপুঃ স্বকীয়কং।
তদংঘ্রিপঙ্কজদ্বয়ং শবে শিবে কিমস্তুতং ॥ ২৩ ॥

লোভে পাপ পাপে মৃত্যু।

লোভেতে জন্ময়ে পাপ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। পাপেতে জন্মিয়া ব্যাধি দেহ করে ক্ষয় ॥ ষড়রিপু হৈতে পাপ ঘটে নিত্য২। অতএব বলে লোভে পাপ পাপে মৃত্যু ॥ ২৪ ॥

মনের অগোচর পাপ নাই।

সকল পুরাণে কন,মনে রূপী নারায়ণ, সর্ব্বভুতে করেন বিরাজ। মনের সংযোগ হীনে, কে পারে ভুবন তিনে, তিলার্দ্ধ করিতে কোন কায ॥ নিজ কৃত পুণ্যচয়, স্মরণে নাহিক রয়, পাপকর্ম্ম বড়ই বালাই। দণ্ডে দণ্ডে মনে হয়, এই জন্যে সবে কয়, মনের অগোচর পাপ নাই ॥ ২৫ ॥

যদন্নঃ পুরুষো রাজ স্তদন্নঃ পিতৃদেবতাঃ।

ইদং ভুংক্ষ্ব মহারাজ প্রীতঃ যদশনাবয়ং।
যদন্নঃ পুরুষো রাজ স্তদন্নঃ পিতৃদেবতাঃ ॥ ২৬ ॥

খলের সুন্দর মতি নহে কদাচন।

ভীষ্ম বলেন দ্রোণাচার্য্য শুনিয়াছ আর। কুষ্ণেরে বান্ধিতে চাহে গান্ধারী কুমার ॥ ঈষৎ হাসিয়া গুরু বলেন

বচন। খলের সুন্দর মতি নহে কদাচন ॥ ২৭ ॥

বিধি বিড়ম্বন।

কৃষ্ণ বলেন শুন কুরুপতি মহাশয়। যুদ্ধ ইচ্ছা কর হেতু নিজ কুলক্ষয় ॥ নিশ্চয় করিয়া আমি জানি সে কারণ তোমারে হইল কেবল বিধি বিড়ম্বন ॥ ২৮ ॥

হরিষে বিষাদ।

পঞ্চ মুণ্ড পায়ে হৃষ্ট কৌরবের পতি। অঙ্গুলিতে ভাঙ্গি কহে অশ্বত্থামা প্রতি ॥ বালকে বধিলে কেন কিবা অপরাধ। এই বাক্য বলি হৈল হরিষে বিষাদ ॥ ২৯ ॥

যথা লাভ।

শিব বাক্যে সমুদ্র মথনে পুনরায়। কিছু না উঠিয়া হৈল গরল তাহায় ॥ বিষজালে দেবাসুর হয় মৃতভাব। বলে প্রভু বিশ্বনাথ লহ যথা লাভ ॥ ৩০ ॥

তদ্বস্টং যন্নদীয়তে।

দ্বিজায় দত্তা পাদুশ্চ শতবর্ষীয় জর্জ্জরা।
তৎফলাদশলাভোমে তদ্বস্টং যন্নদীয়তে ॥ ৩১ ॥

কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।

চলচ্চিত্তং চলদ্বিত্তং চলজ্জীবন যৌবনং।
চলাচলমিদং সর্ব্বং কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি ॥ ৩২ ॥

দেবস্য বচনং স্বস্তি।

দেবতার বাক্য সে যে মিথ্যা নাহি হয়। মঙ্গল বা অমঙ্গল হইবে নিশ্চয় ॥ নিজ বাক্য নিজে নারে করিবারে নাস্তি। এই হেতু কয় দেবস্য বচনং স্বস্তি ॥ ৩৩ ॥

পুরুষের দশ দশা।

বনবাসে ধর্ম্ম, পায়ে কষ্ট মর্ম্ম, ভেদী হৈয়া জর জর। দেখি নারায়ণে, যুগল নয়নে, জল ঝরে ঝর ঝর ॥ ধর্ম্ম হাতে ধরি, আশ্বাসিলা হরি, দিয়া বিস্তর ভরসা। আছে পূর্ব্বাপর, শুন নৃপবর, পুরুষের দশ দশা ॥ ৩৪ ॥

কুলান্তে ব্রাহ্মণো রিপুঃ।

দুগ্ধান্তে ভক্ষিতা গাবো, দুঃখান্তে পুত্র পণ্ডিতঃ।

যশোহংন্তে চপলা ভার্য্যা, কুলান্তে ব্রাহ্মণো রিপুঃ ।। ৩৫ ।।

লঘুপাপে গুরুদণ্ড।

সন্ধ্যা বয়ে যায় ভাবি নাগের কুমারী। জরৎকারু নিদ্রাভঙ্গ করে জরৎকারী ।। ক্রোধ ত্যাগ করে জায়া তপস্বী প্রচণ্ড। কিমাশ্চর্য্য দেখ লঘুপাপে গুরুদণ্ড ।। ৩৬ ।।

সৎসঙ্গে কাশীবাস।

সৌনকাদিগণ সহ কাশীতে রহিল। স্বশিষ্য সহিত ব্যাসে দেখাইয়া দি[illegible]। সৌনকাদি শিষ্য সবে করে উপহাস। বলে ভাই দেখ সৎসঙ্গে কাশীবাস ।। ৩৭ ।।

সঞ্চিতার্থো বিনশ্যতি।

আপদর্থে ধনং রক্ষেৎ শ্রীমতাং কথমাপদং।

কদাচিদ্বিচলা লক্ষ্মীঃ সঞ্চিতার্থো বিনশ্যতি ।। ৩৮ ।।

ধর্ম্মের এ কর্ম্ম।

চিত্ররথ সহ যুদ্ধ বৃত্তান্ত শুনিয়া। বিশেষতো দুর্য্যোধনে উন্মত্ত দেখিয়া ।। কহিছেন ভীষ্মদেব কথা ভেদী মর্ম্ম। জ্ঞান নাই দুর্য্যোধন ধর্ম্মের এ কর্ম্ম ।।

সো পাপিষ্ঠ স্তুতোহধিক।

আশাং দত্বা ন দদ্যাদ্যো দাতারং প্রতিষেধকঃ।

স্বয়ং দত্বা হরেদ্‌যস্তু সো পাপিষ্ঠ স্তুতোহধিকঃ ।। ৪০ ।।

কালের সঙ্গে কাল হরণ।

কেমন আছ গৌরীকে জিজ্ঞাসে হিমালয়। হাস্যমুখী অভয়া পর্ব্বত প্রতি কয় ।। কি আর জিজ্ঞাস পিতা মম বিবরণ। কালের সঙ্গেতে করি কালের হরণ ।। ৪১ ।।

বিদ্যাহীনো দ্বিজাধমঃ।

বস্ত্রহীনস্ত্বলঙ্কারো ঘৃতহীনঞ্চ ভোজনং।

স্তনহীনা চ যা নারী বিদ্যাহীনো দ্বিজাধমঃ ।। ৪২ ।।

বিদ্যারত্নং মহাধনং।

জ্ঞাতিভির্ব্বণ্টনে নৈব চৌরেণাপি ন নীয়তে।

দানে নৈব ক্ষয়ং যাতি বিদ্যারত্নং মহাধনং ।। ৪৩ ।।

কলির ধর্ম্ম।

পরহিংসা পরদ্রোহ পরস্ত্রী কাতর। মিথ্যা প্রবঞ্চনা মিথ্যা দ্বন্দ পরস্পর ॥ সুপথ ত্যজিয়া সদা করিবে কুকর্ম্ম। বেদশাস্ত্রে বলিয়াছে এই কলির ধর্ম্ম ॥ ৪৪ ॥

সানকির উপর বজ্রাঘাত।

দ্বিজগৃহে মরে যবে নহুষনন্দন। পুত্রশোকে রাজরাণী করিয়া ক্রন্দন। হাহা শব্দকরি করে শিরে করাঘাত। বলে একি সানকির উপরে বজ্রাঘাত ॥ ৪৫ ॥ বলে

হতো যজ্ঞস্ত্বদক্ষিণাঃ।

গঙ্গাহীনং হতো দেশঃ বিদ্যা হীনং হতং কুলং।
অপ্রসুতা হতা নারী হতো যজ্ঞস্ত্বদক্ষিণঃ ॥ ৪৬ ॥

নির্ব্বিবেকো বিধাতা।

শশিনি কিলকলঙ্কং কণ্টকং পদ্মণালে, যুবতি কুচ নিপাতং পক্কতা কেশজালে। উদধিজলমপেয়ং পণ্ডিতে নির্দ্ধনত্বং, বয়সি ধববিয়োগে ॥ নির্ব্বিবেকো বিধাতা ॥ ৪৭ ॥

বামন হয়ে চাঁদে হাত।

ব্যাসে বর দিয়া, অন্তর্দ্ধান হইয়া, অম্বিকা কহেন হাসি। শিবেরে লঙ্ঘিয়া, নিজ নাম দিয়া, করিবে দ্বিতীয় কাশী এ তিন সংসারে, কে করিতে পারে, কাশী বিনা কাশীনাথ দাণ্ডাইয়া ভূমি, দিতে চাহ তুমি, বামন হয়ে চাঁদে হাত ॥ ৩৮ ॥

ত্বরিদ্দান মহাপুণ্য।

বলি নৃপমণি, ত্রিপদ ধরণী, বামনে করিবেদান। শুক্রাচার্য্য কয়, বামন এ নয়, হও রাজ সাবধান ॥ শুনিয়া তখন কহিছে বামন, নয়ন করিয়া ঘূর্ণ। ওহে দণ্ডধর, বিলম্ব না কর, ত্বরিদ্দান মহাপুণ্য ॥ ৪৯ ॥

অপরম্বা কিং ভবিষ্যতি।

ভোজনং যত্র তত্রৈব শয়নং হট্টমন্দিরে।
মরণং গোমতী তীরে অপরম্বা কিং ভবিষ্যতি ॥ ৫০ ॥

একি চমৎকার।

কৃষ্ণকোলে বসুদেব কাতর হইয়া। ভাবিছেন যমুনার তরঙ্গ দেখিয়া॥ শিবা রূপে ভবানী সে নদী হইল পার। দেখি বসুদেব বলে একি চমৎকার॥ ৫১॥

লাভঃ পরমং গোবধ।

শুণ্ঠী গোক্ষুরয়োর্ব্বিচার্য্য মনসা কল্যাণং জন্ময়া, উৎক্রান্ত [illegible] রীতকং কৃতমহোগোঃ ক্ষৌর মাত্রং দদৌ নার্থে মূর্খজনালয়ে ন চ সু[illegible] নোবা যশো লভ্যতে সদ্বৈদ্যো কবিভূপতৌ হরিহবে লাভপরং গোবধঃ॥ ৫২॥

নাহঙ্কারাৎপরো রিপুঃ।

নাস্তি মায়া সমঃ পাশঃ নাস্তি যোগাৎপরং বলং।
নাস্তি জ্ঞানসমো বন্ধু র্নাহঙ্করা[illegible]রো রিপুঃ॥ ৫৩॥

যায় শত্রু পরে পরে।

ধর্ম্মের তনয়, ভীমার্জ্জুনে কয়, শুন ভাই মোর কথা। চিত্ররথ হাতে, রক্ষ কুরুনাথে, তটস্থ হইয়া তথা। শুনি বৃকোদর, করিল উত্তর, চাহি ধর্ম নরবরে। কেন কর দ্বন্দ, এত মহানন্দ, যায় শত্রু [illegible] পরে॥ ৫৪॥

কণ্টকে নৈবকণ্টকং।

উপকার গৃহীতেন শত্রুণা শত্রুমুদ্ধরেৎ।
পাদলগ্নং করস্থেন কণ্টকে নৈব কণ্টকং॥ ৫৫॥

অতি শব্দ কিছু নয়।

অতি পাপে সর্প হৈল নহুষরাজন। অতিবৃদ্ধ বিন্ধ্যাগিরি হইল পতন॥ অতিদর্পে হিরণ্যকশিপু হইল ক্ষয়। অতএব বলে অতি শব্দ কিছু নয়॥ ৫৬॥

অতি বুদ্ধির পোঁদে দড়ি।

অতি বুদ্ধি করি কলি নল নৃপতিরে। রাজ অঙ্গে থাকি নানা দুঃখ দিয়া ফিরে॥ কর্কটের বিষজ্বালে সদা মরে পুড়ি। এই জন্য বলে অতি বুদ্ধির পোঁদে দড়ি॥ ৫৭॥

সরা মরা সমান কথা।

সাধু আর দুষ্ট, তয়েতে অস্পষ্ট, হইয়া যে জন রয়। জাগ্রত নিদ্রিত, সদা সশঙ্কিত কথন সুস্থির নয়॥ নাম লোপ হয়, সঙ্গে সঙ্গে ভয়, উপনীত যথা তথা। খ্যাত ক্ষিতিতলে, এই হেতু বলে, সরা মরা সমান কথা॥ ৫৮॥

ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মাগতিঃ।

যাতঃ ক্ষ্মামথিলাং প্রদায় হরয়ে পাতাল মূলং বলিঃ শক্রপ্রস্থ বিসর্জ্জনাৎ সচ মুনিঃস্বর্গং সমারোপিতঃ। আবাল্যাদসতী সতী সুরপুরীং কুন্তী সমারোহয়ৎ হা সীতা পতি দেবতা গমদধো ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মাগতিঃ॥ ৫৯॥

শুষ্ককাষ্ঠে ব্রহ্মশাপ।

কাম্যক কাননে, সহ শিষ্য গণে, দুর্ব্বাসা আসিয়া কবে। যুধিষ্ঠিরে কন, করিব পারণ, সন্ধ্যা করে আসি সবে॥ দ্রৌপদী ভোজন, করেছে তখন, শুনিয়া হইল তাপ। ধিক্ বিধাতায়, হায় একি দায়, শুষ্ককাষ্ঠে ব্রহ্মশাপ॥ ৬০॥

স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ংকরী।

আত্মবুদ্ধিঃ শুভকরী গুরু বুদ্ধি বিশেষতঃ।
পরবুদ্ধি র্বিনাশয় স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ৎকারী॥ ৬১॥

সরস্বতী সঙ্গে বিদ্যার বিচার।

পক্ষ ধরে হংস ভট্ট বলয়ে বচন। মোরে জয়ী হেতু হেথা করেছে গমন। কেন হেন ইচ্ছা কৈলে ব্রাহ্মণ কুমার সরস্বতী সঙ্গে কিবা বিদ্যার বিচার॥ ৬২॥

সরস্বতীর সঙ্গে দলাদল্।

বৃক্ষ হইতে নামাইয়া যত ধীরগণ। জিজ্ঞাসিল কহ দ্বিজ নিজ অধ্যয়ন॥ তাহা শুনি কালিদাস হাসে খল খল। বলে মম সরস্বতী সঙ্গে দলাদল॥ ৬৩॥

ক অক্ষর গোমাংস।

কালিদাসে দ্বিজগণ কহিছে হাসিয়া। অধ্যয়ন জিজ্ঞা-

সিল কৌতুক করিয়া ।। পরাংশে বসিয়া ক্রম কাটিছে পূ-র্ব্বাংশ। তখনি জানেছি তব ক অক্ষর গোমাংস ।। ৬৪ ।।

বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্য।

রাজ সভায় হংস ভট্টে জিনি পক্ষধর। পূর্ব্বতাপ স্মরি ক্রোধে বলে দ্বিজবর ।। নৃপসভ্য বলি যাহে করহ মাৎসর্য্য। দ্বিজাধম তুমি বিদ্যা শূন্য ভট্টাচার্য্য ।। ৬৫ ।।

মন্বন্তর সদৃশং হরি।

আদ্যন্তরহিতং দশাহীনং পুরাতনং।
অদ্বিতীয়মহং বন্দে মন্বন্তরসদৃশং হরিং ।। ৬৬ ।।

ছারেদ্দেশে ভস্মাভাব।

দশভুজা গঠিবারে সোণার কারণ। কি হবে বলিয়া ভাবেন কমললোচন ।। হর্ষে হতজ্ঞান রাম হবে বরলাভ। বিভীষণ বলে ছারেদ্দেশে ভস্মাভাব ।। ৬৭ ।।

যঃপলাতি সজীবতি।

চিরকালং বনে বাসশ্চলন্বৃক্ষং ন পশ্যতি।
অবিচার পুরীদোষাৎ যঃপলাতি শজীবতি ।। ৬৮ ।।

সিন্ধুর বিন্দু বিন্দুর সিন্ধু।

মহতের উপকার বিন্দুসম হৈলে তার, জ্ঞান করে সিন্ধুর সমান। অমহৎ যেই জনে, তার কর্ম্ম প্রাণপণে, করি যদি করে মতিমান ।। জলনিধি সম তার, করিলেও উপকার, জ্ঞান করে যেন এক বিন্দু। ধীরবর্গ ধরাতলে, এই হেতু সবে বলে, সিন্ধুর বিন্দু বিন্দুর সিন্ধু ।। ৬৯ ।।

হক কহিতে আহাম্মক রুষ্ট।

দুর্লভ সুনৃত বাক্য শাস্ত্রে হেন কয়। কিন্তু সে বচন কভু মূর্খ প্রতি নয় ।। পণ্ডিত যথার্থ বাক্য হয় অতি তুষ্ট। কেবল সে হক্ কহিতে আহাম্মক রুষ্ট ।। ৭০ ।।

সর্ব্বমত্যান্তগর্হিতং।

অতিদানে বলির্বদ্ধোঅতিমানে চ কৌরবাঃ।
অত্যুগ্রোরাবণোনষ্টঃ সর্ব্বমত্যান্ত গর্হিতং ।। ৭১ ।।

বিঘ্নস্তস্য পদে পদে ।

অবলা প্রবলা যস্য মন্ত্রী যস্য কুপণ্ডিতঃ ।
অন্ধস্কন্ধে গতি র্যস্য বিঘ্নস্তস্য পদে পদে ॥ ৪২ ॥

কাঠের ঘরে বাটপাড়ি ।

যোগবলে বিভাণ্ডক জানিল বিশেষ । শৃঙ্গ ঋষি লয়ে গেছে বেশ্যা নিজ দেশ ॥ ক্রোধে কহে ঋষিরাজ কাঁপে গোপ দাড়ি । করিয়াছে ভাল কাঠের ঘরে বাটপাড়ি ॥ ৭৩

শক্তি বিনা শব ।

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব আদি যত চরাচরে । শক্তি সহকারে সবে সব কার্য্য করে ॥ শক্তি হীন কেবা আছে দেব না মানব । অতএব বলে লোকে শক্তি বিনা শব ॥ ৭৪ ॥

যদি কিঞ্চিদ্বরে দোষঃ কিং ধনৈঃ কি কুলেনবা ।
আদৌ তাত্তোররং পশ্যেৎ ততোবিত্তং ততঃ
কুলং । যদি কিঞ্চিৎ বরে দোষঃ কিং ধনৈঃ কি
কুলেনবা ॥ ৭৫ ॥

যখন যেমন তখন তেমন ।

ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠির, রাজা হয়ে পৃথিবীর, শাশিত করিলেন চরাচর । অক্ষে হৈল সর্ব্বনাশ, এক যুগ বনবাস, তৎপরেতে অজ্ঞাত বৎসর ॥ নানা ক্লেশে মৎস্যদেশে, ভৃত্যরূপে ছদ্মবেশে, বিরাটের করেন স্তবন । অতএব সবে কয়, করিবেক সুনিশ্চয়, যখন যেমন তখন তেমন ॥ ৭৬ ॥

যে যেমন তারে তেমন ।

সুজনের সঙ্গেতে করিবে সুজনতা । বক্রলোকের সহ করিবে বক্রতা ॥ তাহে পাপ নাহি জ্ঞানী সম্মত এমন । এজন্য বলে যে যেমন তারে তেমন ॥ ৭৭ ॥

যেখানে যেমন সেখানে তেমন ।

বুদ্ধিমান সুবোধ সুধীর যেই । দেশ কাল বুঝি কার্য্য করে সেই ॥ স্মরণে রাখয়ে যদি এ বচন । যেখানে যেমন সেখানে তেমন ॥ ৭৮ ॥

মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ।

জিহ্বা টলতি ধীরস্য পাদস্টলতি হস্তিনঃ।
ভীমস্যাপি রণে ভঙ্গো মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ ॥ ৭৯ ॥

এক পাগলে রক্ষা নাই সাত পাগলে মেলা।

মুষিক ময়ূর দুই ভায়ের বাহন। ভাগ্যবশে মিলিয়াছে সখী দুই জন ॥ মাগী যেমন মিন্‌সে তেমন আমি তেমি চেলা ॥ এক পাগলে রক্ষা নাই সাত পাগলে মেলা ॥ ৮০ ॥

সমুদ্রে পাদ্য।

ধর্ম্মরাজে দানবেন্দ্র কহে যোড়কর। মোরে স্তব কর মিথ্যা অহে দণ্ডধর ॥ তব উপকার করি নহে মোর সাধ্য। তবে যে সে হয় যেমন সমুদ্রে পাদ্য ॥ ৮১ ॥

ইতি মথুরামোহন বাক্যবিন্যাসীয়
প্রথম ভাগ সমাপ্তঃ।

মথুরামোহন বাক্যবিন্যাস।

দ্বিতীয় ভাগ।

আসিতে আজ্ঞা হউক।

সবান্ধবে বসি হরি দ্বারকানগরে। সুদামা ব্রাহ্মণ আইল কৃষ্ণের গোচরে। সখা দেখি সনাতন পরম কৌতুক ॥ অতি ব্যস্ত হয়ে বলেন আসিতে আজ্ঞা হউক ॥ ৮২ ॥

আসুন বসুন।

গঙ্গা সহ গঙ্গাধর বিবাহ সময়। দেবতা অসুর নাগ আইল ইন্দ্রালয় ॥ সদম্ভ ত্যজিয়া ইন্দ্র ধরি নমগুণ। কৃতাঞ্জলি নিবেদয়ে আসুন বসুন ॥ ৮৩ ॥

বহু দিন পরে হইলে বন্ধু দর্শানন। পুলকিত আনন্দিত অন্তরে দুইজন। প্রেমালাপে প্রথমতো জিজ্ঞাসা করেন। হৈল দেখা ওহে সখা কেমন আছেন॥ ৮৪॥

আছেন ভাল।

বন্ধুলোক সহ যদি পথে হয় দেখা। অতি ব্যস্ত সমাদরে কথা কন সখা॥ সুপ্রভাত আজি মোর মমালয়ে চল। জিজ্ঞাসেন উত্তরেতে আপনি আছেন ভাল॥ ৮৫॥

চন্দ্রের আশীর্ব্বাদ।

বিবিধ প্রকারে হ্রাস বৃদ্ধি নাই যথা। মঙ্গলামঙ্গল লোকে জিজ্ঞাসিলে কথা॥ দুঃখ নাহি হয় চিত্তে জন্ম না আহ্লাদ। প্রত্যুত্তর তাহার চন্দ্রের আশীর্ব্বাদ॥ ৮৬॥

সৎকর্ম্মে বিপরীত ফল।

অশ্বমেধ আরম্ভিয়া সগর রাজন। অশ্ব সঙ্গে দিল ষাটি সহস্র নন্দন॥ কপিলের কোপানলে মরিল সকল। পাইল রাজা সৎকর্ম্মে বিপরীত ফল॥ ৮৭॥

যেমন কর্ম্ম তেমি ফল।

কৃষ্ণা লয়ে জয়দ্রথ করে পলায়ন। ভীম সঙ্গে পথে দেখা দৈবের ঘটন॥ বিস্তর নিগ্রহ করে ভীম মহাবল। পাইল জয়দ্রথ যেমন কর্ম্ম তেমি ফল॥ ৮৮॥

চোর চায় ভাঙ্গা বেড়া।

গৃহস্থের বাটী যদি হয় আঁটা সাঁটা। তাহে চুরি করা চোরে বিষম যে লেঠা॥ নির্ভয়েতে চুরি করে না হইলে বেরা। অতএব সদা চোর চায় ভাঙ্গা বেড়া॥ ৮৯॥

চোরের রাত্রিবাস লাভ।

অর্থ আকাঙ্ক্ষায় চোর চৌর্য্যবৃত্তি করে। দৈবে যদি কিছু না পায় গৃহস্থের ঘরে॥ ঝাঁটা কুলা লয়ে যায় কারণ স্বভাব। এই হেতু বলে চোরের রাত্রিবাস লাভ॥ ৯০॥

চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে।

গৃহ মধ্যে চোর যখন করয়ে প্রবেশ। হত গৃহী বুদ্ধি

ভয়ে ভাবয়ে অশেষ ॥ সাবধান হইতে তখন কিছুই না পারে। আক্ষেপ করয়ে চোর পলালে বুদ্ধি বাড়ে ॥ ৯১ ॥

চোরের ধন বাটপাড়ে লয়।

প্রসেন হইতে সিংহ স্যমন্ত হরিল। সিংহে বধি জাম্বুবান স্যমন্ত লইল। অতএব এই কথা সর্ব্বলোকে কয়। অবশ্য চোরের ধন বাটপাড়ে লয় ॥ ৯২ ॥

চোরে চোরে মাস্তুত ভাই।

চোরের জননী, যতেক রমণী, সম্বন্ধে ভগিনী হয়। প্রকার তাহার, নামৈক্যে দোঁহার, হইলে মিতিনী কয় ॥ সরমা জানকী, তুল্য হয়ে দুঃখী, ভগিনী বলিল তাই। সুধীর সুজন, বলে সে কারণ, চোরে চোরে মাস্তুত ভাই ৯৩

চোর বিদ্যা বড় বিদ্যা যদি না পড়ে ধরা।

বিক্রমাদিত্য রাজা সভা মধ্যে কয়। চৌষট্টি বিদ্যার শ্রেষ্ঠ চোর বিদ্যা হয়। মহাকবি কালিদাস কহে করি ত্বরা। চোর বিদ্যা বড় বিদ্যা যদি না পড়ে ধরা ॥ ৯৪ ॥

সাপে ছুঁচা ধরা।

মূষিক জানিয়া সর্প ছুঁচা যদি ধরে। ছেড়ে দিলে কাণা হয়ে খেলে পরে মরে ॥ উভয় সঙ্কট তুল্য চক্ষুহীন মরা। এই হেতু বলে লোকে সাপে ছুঁচা ধরা ॥ ৯৫ ॥

গুণ জ্ঞান নাই পোঙ্গাভরা রস।

বৃষ্টি সঙ্গে শিলা পড়ে অবনীমণ্ডলে। ক্ষণমাত্র স্থিতি হয় জানহ সকলে ॥ অতি স্নিগ্ধ করে কর করিলে পরশ। গুণ জ্ঞান নাই তার পোঙ্গা ভরা রস ॥ ৯৬ ॥

ছাগলের সাধ্য যব মাড়া।

শস্য মধ্যে যব শস্য বড়ই কঠিন। সাত পুরু ছাল হয় পাকেতে প্রবীণ ॥ ঘোটক মহিষ গরু যাতে হয় সারা। ছাগলের সাধ্য কিবা হেন যব মাড়া ॥ ৯৭ ॥

গাঁ বড় তার মাঝের পাড়া।

ক্ষুদ্র গ্রামে কেহ যদি কহে পাড়া তিন। ক্রোধান্বিত

হয়ে তারে বলয়ে প্রবীণ। ক্ষান্ত হও অরে ভাই না বল আর বাড়া। হায়রে দশা গাঁ বড় তার মাঝের পাড়া। ৯৮।

সংসর্গ যা দোষগুণা ভবন্তি।

অহং মুনিণাং বচন শৃণোমি, গবাশনানাং সবচঃশৃণোতি। ন তস্য দোষা, নচ মে গুণা বা, সংসর্গ যা দোষ গুণা ভবন্তি॥ ৯৯॥

বোঝার উপর শাক আটি।

বোঝারু যে জন হয় বোঝাধিক্য কিছু। অন্যে লইতে পারে নাহি হয় পিছু॥ সাক্ষা তায় কুম্ভকারগণ বহে মাটী। বুঝহ পণ্ডিত বোঝার উপরে শাক আটি॥ ১০০॥

কর্ত্তার ইচ্ছা উলুবনে কীর্ত্তন।

কর্ত্তা যদি আজ্ঞা করেন কীর্ত্তনীয়াগণে। কীর্ত্তন আনিত মোর আছে উলুবনে॥ কি করিবে কীর্ত্তনীয়া লয়েছে বেতন। কর্ত্তার ইচ্ছায় করে উলুবনে কীর্ত্তন। ১০১।

শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল।

দোকানেতে দুই ভাই শুঁড়ী দ্বন্দ্ব করে। মধ্যস্থ মানিল এক পথিক দ্বিজেরে॥ ভাবে বিপ্র বিপরীত ঘটিল জঞ্জাল। সুক্ষ্ম কি করিব শুঁড়ির সাক্ষী যে মাতাল॥ ১০২॥

বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া।

অজাযুদ্ধে ঋষিশ্রাদ্ধে প্রভাতে মেঘডম্বরঃ।
দম্পত্যোঃ কলহশ্চৈব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া॥ ১০৩॥

বিনা ব্যয়ে ভূতগত।

কুন্দলীনন্দন লয়ে ভূতের বাজন। ভূত ছাড়াইতে গেল পুত্রের ভবন॥ ভূতেরে কহিল নিজ মাতৃবাক্য গস্ত। শুনিয়া হইল বিনা ব্যয়ে ভূতগত॥ ১০৪॥

পুনর্মূষিকা ভব।

মুনি বরে ক্রমে মুষিক পশুবর হয়ে। মুনিরে খাইতে যায় বনপশু খায়ে॥ মুনি কহেন মোরে খাবে এত ক্ষুধা তব। অরে রে পাপিষ্ঠ পশু পুনঃ মুষিকা ভব॥ ১০৫॥

কালের নাই কালাকাল।

দেবতা গন্ধর্ব্ব নগ ভূচর খেচর। জীব জন্তু কীট পতঙ্গাদি চরাচর॥ স্থাবর আদি সভার কাছে অকাল স্বকাল। নিশ্চয় জানিবে কালের নাই কালাকাল॥ ১০৬॥

ন স্থানং তিলধারণং।

ন শিবা ভক্ষয়েন্মাংস রুধিরং ন পিবেৎ খগঃ।
কুরুক্ষেত্রে মহারাজ ন স্থানং তিলধারণং॥ ১০৭॥

বিনা মেঘে বজ্র ঘাত।

কালকেয় সঙ্গে যুদ্ধ দেবরাজ করে। ক্ষণে যুদ্ধক্ষেত্রে ক্ষণে থাকয়ে অম্বরে॥ দৈত্যোপরে ইন্দ্র বজ্র মারে অকস্মাৎ। সেনা বলে একি বিনা মেঘে বজ্রাঘাত॥ ১০৮॥

অলভ্য বাণিজ্যের কচকচি সার।

লভ্য বাণিজ্যে হয় দুই চারি কথা। ক্রয় বিক্রয় উভয়েতে দ্বন্দ্ব দেখ যথা॥ নিশ্চয় জানিবে তাহে নাহিক ব্যাপার। এ অলভ্য বাণিজ্যের কচকচি সার॥ ১০৯॥

হাতে পাঁজি মঙ্গলবার।

ক্ষণমাত্র বিদিত হইবে যেই কর্ম্ম। অগ্রে আকিঞ্চন করে বুঝিতে যে মর্ম্ম॥ সুধীর বর্গেতে বলে অল্পবুদ্ধি তার। এ অর্থে নিশ্চয় হাতে পাঁজি মঙ্গলবার॥ ১১০॥

ঘৃতান্ধব্রাহ্মণো যথা।

কথং হসসি রে কাক ন সর্পো ভেকবাহনঃ।
সময়ানন্নুগচ্ছামি ঘৃতান্ধব্রাহ্মণো যথা॥ ১১১॥

উঠন্তী মূল পত্রে জানা যায়।

কৃষকেতে মূলা ভূমে করেছে রোপণ। ভাল মন্দ বিবেচনা করে পঞ্চজন॥ কহে সূক্ষ্ম বুদ্ধিমান আছিল যে তায়। উঠন্তী যে মূলা পত্রে জানা যায়॥ ১১২॥

চিত্তে সুখ নাই গো লোকমুখে হাসি।

প্রসূতিকে অন্যমনা দেখি নারীগণ। বলে নিরানন্দে রাণী কিসের কারণ॥ সতী বিনা সর্ব্ব মিথ্যা যজ্ঞ দুঃখ রাশি। চিত্তেতে সুখ নাই গো লোকমুখে হাসি॥ ১১৩॥

হাটে কলা নৈবেদ্যায় নমঃ।

ব্রাহ্মণ বাহ্নিক ঘরে, বিষ্ণু পুজা করিবাসে, শিশুসুতে ব্রাহ্মণী কহিল। হইয়াছে ক্ষুধাযুক্ত, মাতা বাক্য শুনি মুক্ত, তণ্ডুলের নৈবেদ্য করিল॥ উপকরণ আনিবারে, ভৃত্য গিয়াছে বাজারে, অরে বাছা ক্ষণমাত্র ক্ষম। আর কথা না শুনিয়া, বলে হাতে জল নিয়া, হাটে কলা নৈবেদ্যায় নমঃ॥ ১১৪॥

উড়া খই গোবিন্দায় নমঃ।

খই হস্তে পথে যেতে ঝড় উপস্থিত। দুই কর বদ্ধ পথিক হইল চিন্তিত॥ আবরিতে কোন ক্রমে না হইয়া ক্ষম। শেষে বলে উড়া খই গোবিন্দায় নমঃ॥ ১১৫॥

স্থানস্থিতঃ কা পুরুষোঽপি সিংহঃ।

জানামি সর্পেন্দ্র তব প্রতাপং, কণ্ঠেস্থিতো
গর্জ্জসি শঙ্করস্য। স্থানং প্রধানং ন বলং প্রধানং,
স্থানস্থিতা কা পুরুষোঽপি সিংহঃ।

উদোর পিণ্ডি বুদর ঘাড়ে।

জয়দ্রথ মস্তকে কাটিল ধনঞ্জয়। চক্রীর চক্রেতে পার্থ না হইল ক্ষয়॥ শম্ভুবর হেতু সিন্ধুর শিরা খসি পড়ে। কি আশ্চর্য্য উদোর পিণ্ড বুদর ঘাড়ে॥ ১১৭॥

কাজির বিচার।

পরস্পর নিজ শিশু বলি দুই নারী। কাজির নিকটে গিয়া করিল গোহারি॥ অর্দ্ধার্দ্ধ করিয়া লহ সুক্ষ্ম এই তার। অবাক প্রসুতি শুনি কাজির বিচার॥ ১১৮॥

ভূমি শূন্য রাজা।

যুক্ত নাকি করে নাহি রাখে প্রজাগণ। রাজ্যপদ নাহি নহে রাজার নন্দন। নৃপ নাম ধরে কিন্তু নাহি পালে প্রজা। তাহারে বলয়ে সবে ভূমি শূন্য রাজা॥ ১১৯॥

ঠক মারিতে গ্রাম শূন্য।

ঠক হারা লোক আছে সকল নগরে। নিশ্চয় বিদিত হইলে নৃপতি গোচরে। অন্য দণ্ড না করিয়া প্রাণ বধে

ভূর্ণ। ক্রমে ক্রমে হয় ঠক মারিতে,গ্রাম শূন্য ॥ ১২০ ॥

কালীঘাটের চণ্ডীপাঠ।

দশ বিশ যজমানের নাম লিখ্যা লয়্যা। দ্বিজগণ চণ্ডী পড়েন কালীঘাটে বসিয়া ॥ তব হেতু কহেন যে আইসে কালীঘাট। এঅর্থ জানিবে কালীঘাটের চণ্ডীপাঠ ॥ ১২১

কালীঘাটের কাঙ্গালি।

দরিদ্র দুঃখিত লোক আছে সর্ব্বদেশে। যাচ্ঞা করয়ে তারা মনুষ্য।বশেষে ॥ পাত্র বিবেচনা নাইবড়ই হেঙ্গালি। টানাটানি করে কালীঘাটের কাঙ্গালি ॥ ১২২ ॥

কাশীতে ভুমিকম্প।

নিত্য আসি যে বান্ধব সাক্ষাৎ করয়। বহু দিন যদি তার সঙ্গে দেখা নয় ॥ পুনঃ দেখা হৈলে হয় প্রেমে হৃৎকম্প। বলে কিমাশ্চর্য্য সখা কাশীতে ভূমিকম্প ॥ ১২৩ ।

গাদা পিটলে ঘোড়া হয়।

বাদসাহ বীরবরে ডাকাইয়া বলে। গর্দ্দভে প্রহার কেন কর বৃক্ষতলে ॥ গাদারেকরিব বাজী বীরবরে কয়। বাদসাহ কহেন গাদা পিটলে ঘোড়া হয় ॥ ১২৪। প্রকৃতির্নৈবযায়তে

শ্বমর্কটবরাহশ্চ গজেন্দ্রঃ কামিনী তথা।

একৈকমপি পঞ্চাত্মা প্রকৃতির্নৈব যায়তে ॥ ১২৫ ॥

মুড়াগাছার গান।

অর্দ্ধ গীত অন্তে যদি মান্যলোক আইল। পুনঃ আরম্ভিতে গান কর্ত্তা আজ্ঞা দিল ॥ পুর্ব্বে মুড়াগাছায় ছিল এ রূপ বিধান। অনেকে আছেন জ্ঞাত মুড়াগাছার গান ॥ ১২৬ ॥

অঙ্গুলি ফুলে কলাগাছ।

পুঁটি মাছে নরবর রাখি সরোবরে। নিত্য নিয়মিত কর্ম্ম করে আসি ঘরে ॥ প্রভাতে দেখয়ে সরোবর যোড়া মাছ। বলে রাজা একি অঙ্গুলি ফুলে কলাগাছ ॥ ১২৭ ॥

কয় শুভঙ্কর মজুৎগণ।

বিলায়তি কর্জ্জ কর্ত্তন হরবাব যে সব। নিকাশের

ফর্দ্দে নিকাশ হইবে সে সব ।। সদর ফর্দ্দে হিসাব শেষ করিয়া মিলন। তহবিলার্থে কয় শুভঙ্কর যজুৎগণ ।। ১২৮ ।।

কায়স্থের বুড়া হীরার ধার।

বাদিয়ার বুড়া না বহে ভার। ভাটের বুড়া কথায় সার ।। নাপিতের বুড়া ছারের ছার। কায়স্থের বুড়া হীরার ধার ।। ১২৯ ।।

কায়স্থের মূর্খ কলুর বলদ।

সামান্য জাতির ঘরে মূর্খ যদি হয়। তাঁর যত দোষা-দোষ পণ্ডিতে না লয় ।। কায়স্থ জাতির মূর্খ বড়ই আপদ। সাক্ষাৎ কায়স্থ মূর্খ কলুর বলদ ।। ১৩০ ।।

মূর্খের অশেষ দোষ।

মন্দ বুদ্ধি মন্দ কথা মন্দাচার যত। করে নিত্য সর্ব্ব-ক্ষণ ক্রোধ অনুগত ।। সৎসঙ্গে সুআলাপে সদা অসন্তোষ। এই জন্য বলে মূর্খের অশেষ দোষ ।। ১৩১ ।।

শাঁখের করাত।

মারীচ খর্চ্চরে, বলে লঙ্কেশ্বরে, শুন বীর মোর কথা। স্বর্ণমৃগ হও, পঞ্চবটি যাও, শ্রীরাম লক্ষ্মণ যথা। মারীচ শুনিয়া, কহিছে স্মরিয়া, কর্ম্মসূত্রের বরাত। হায় বিধাতারে, ঘটালি আমারে, যেমন শাঁকের করাত ।। ১৩২ ।।

ভিক্ষায়াৎ নৈব নৈব চ।

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী স্তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মাণি ।
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়ং নৈব নৈব চ ।। ১৩৩ ।।

খয়্যাবন্ধন।

পৃথিবীর মধ্যে লোক আছে যত জাতি। সকল হইতে শ্রেষ্ঠ হাবা গোবা তাঁতি ।। দৃষ্টান্ত তাহার এক তাঁতির নন্দন পড়েছিল বিষম ফেরে খয়্যার বন্ধন ।। ১৩৪ ।।

উলুবনে সাঁতার।

যদি বল তাঁতি হাবা মিথ্যা কথা সেটা। একই প্রমাণে যে প্রত্যয় যায় কেটা ।। পুনর্ব্বার কহি আমি প্রমাণ তাহার পূর্ব্বে দিয়াছিল তাঁতি উলুবনে সাঁতার ।। ১৩৫ ।।

মধ্বাভাবে গুড়ং দদ্যাৎ।

স্বর্ণের অভাব হইলে আতপ তণ্ডুল। জল দিয়া সারি লয় অভাবেতে ফুল॥ মাষকলাই দিবে মুদ্গাভাব যদিস্যাৎ ঘৃতাভাবে তৈল মধ্বাভাবে গুড়ং দদ্যাৎ॥ ১৩৬॥

দায়ে কুমড়া কাটা।

কুমড়া পরে দা কিম্বা দা পরে কুষ্মাণ্ড। পড়িলে অবশ্য কাটি হয় খণ্ড খণ্ড॥ কুষ্মাণ্ডের রক্ষা নাই উভয়ে বিষম লেঠা। এই মর্ম্ম জানিবে হে দায়ে কুমড়া কাটা॥ ১৩৭॥

জ্বালার উপর জ্বালা।

অবিচ্ছেদে শিব শিবায় কথার বিচ্ছেদে। পদ্মা সম্বোধিয়া পরাৎপরা কন খেদে॥ আমা সম সুদুঃখিনী নাহি সুরবালা। তাহে বিভু ক্রুদ্ধ একি জ্বালার উপর জ্বালা॥

শীলং সর্ব্বত্রভূষণং।

নক্ষত্রভূষণং চন্দ্র নারীণাং ভূষণং পতিঃ।
পৃথিবীভূষণং রাজা শীলং সর্ব্বত্র ভূষণং॥ ১৩৯॥

শুভস্য শীঘ্রং অশুভস্য কালহরণ।

শীঘ্র শুভকার্য্য সিদ্ধি হেতুচেষ্টা পাবে। অশুভ কার্য্যেতে শীঘ্র কদাচ না যাবে॥ পণ্ডিত সম্মত এই কথিত বচন। শুভস্য শীঘ্রং অশুভস্য কালহরণ॥ ১৪০॥

বাবলাপুরের বিচার।

গৃহ দেয়াল চাপা পড়ি সিঁদাল মরিল। দেয়ালিরে শূলে দিতে রাজা আজ্ঞা দিল॥ কি রূপেআছিল প্রজা রাজ্যেতে তাহার। কি আশ্চর্য্য ছিল বাবলাপুরের বিচার॥ ১৪১॥

শাক চোরের ত্রিশূল।

শাক চুরি করেছিল কর্ষক এক জন। কোটালে ধরিয়া আনে রাজার সদন॥ কর্ষকের দৈবদোষে নৃপ ক্রোধাকুল। অনুমতি দিল শাকচোরেরে ত্রিশূল॥ ১৪২॥

কথার কথা।

শ্রীকৃষ্ণ করেন যবে মথুরা গমন। শোকার্ণবে মগ্ন হয়ে

কহে গোপীগণ॥ আমা সবাধিক প্রিয়া কত পাবে তথা। আর যে আসিবে শ্যাম সেটা কথার কথা॥ ১৪৩॥

বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে।

পঠ পুত্র সদা নিত্যং অক্ষরং হৃদয়ং কুরু।
স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে॥ ১৪৪॥

ঘরপোড়ার কাঠ।

পিতৃ অগ্রে কহে কচ হয়ে যুক্তপাণি। দৈত্যগুরু যদি না দেন মন্ত্র সঞ্জিবনী॥ গুরুবলে তুমি তথা পড় গিয়া পাঠ যা হয় সেই ভাল ঘর পোড়ার কাট॥ ১৫৬॥

সেবকান্নং পুরাতনং।

নবং বস্ত্রং নবং ছত্রং নব্যা স্ত্রী নূতনং গৃহং।
সর্ব্বত্র নুতনং শস্তং সেবকান্নং পুরাতনং॥ ১০৬॥

হত ইতি গজ।

যুধিষ্ঠিরে জিজ্ঞাসিল দ্রোণ মহাশয়। বলকি মরিল মম অমর তনয়॥ কৃতাঞ্জলি হয়ে বলে ধর্ম্মের অঙ্গজ। আজি রণে অশ্বত্থামা হত ইতি গজ॥ ১৪৭॥

এক পোঙ্গা তার তিন ত্রিশূল।

গুরু কষ্ট পুত্র বধ যুদ্ধ বয়ে যায়। বিষম সঙ্কটে কিছু না দেখি উপায়॥ বলে শিখিধ্বজ বিধির একি স্থূলে ভুল। ভাল দায় এক পোঙ্গা তার তিন ত্রিশূল॥ ১৪৮॥

হাটের দ্বারে কপাট।

অদিতীরে নারদ কহেন হাঁসি২। বামনের যজ্ঞসূত্র দিব কালি আসি॥ চুপে২ সারিবেন নাহিক সে পাঠ। কেমনে দিবেন হাটের দুয়ারে কপাট॥ ১৪৯॥

হাটের নেড়ে হুর্জ্জুৎ চায়।

দাড়িযুক্ত বৃদ্ধ দীন, মোছলমান শক্তি হীন, হাটের পেয়াদা সর্ব্ব ঠাই। দুই তঙ্কা মাহিনায়, কেহ কেহ তোলা পায়, অন্য আর বাজে প্রাপ্তি নাই। কদাচিৎ ভাগ্যোদয়, হাটে যদি দ্বন্দ্ব হয়, অবশ্য কিঞ্চিৎ তাহে পায়।

সুবিখ্যাত ধরাতলে, এই হেতু সবে বলে, হাটের নেড়ে হুর্জ্জুৎচায় ॥ ১৫৯ ॥

বিলম্বে কার্য্যসিদ্ধি।

কালনিমার বিলম্বদেখিয়া দশানন। অনুমান করে লয়্যা সভাসদগণ ॥ মাতুল হইতে মম গেল শত্রু বৃদ্ধি। বুঝিলাম বিলম্বে হইবে কার্য্যসিদ্ধি ॥ ১৫১ ॥

বানরের হাতে দর্পণ।

দর্পণে দেখিলে মুখ যত কপিগণ। আপন সদৃশ তাহে দেখি আর জন ॥ বুঝিতে স্ববলকরে দর্পণে অর্পণ। পূনঃ না বাহুড়ে দিলে বানরে দর্পণ ॥ ১৫২ ॥

মথুরামোহন বাক্যবিন্যাসীয় দ্বিতীয় ভাগ সমাপ্তঃ।

মথুরামোহন বাক্যবিন্যাস।

তৃতীয় খণ্ডারম্ভ।

লাগে টাকা দিবে গৌরীসেন।

দুত গিয়া সবিশেষে, বার্ত্তা দিল দেশে দেশে, শুন ভাই যত প্রজাগণে। মার যদি কেহ কারে, সুন্দর মারিবে তারে, ক্ষুণ্ন কিছু না হইবে মনে ॥ পরাজয় ব্যক্তি পরে, রাজারে গোহারি করে, নরপতি সুক্ষ্ম যে করেন। না হইবে অন্য মত, পাবে মুষর্গণ্ড যত, লাগে টাকা দিবে গৌরীসেন ॥ ১৫৩ ॥

গোপাল সিংহের বেগার।

গোপাল সিংহের রাজ্যে যত প্রজাগণ। করে হরিনাম হেতু রাজার শাসন ॥ জিজ্ঞাসিলে ভিন্ন লোক বৃত্তান্ত তাহার। বলে ভাই খাটি গোপাল সিংহের বেগার ॥ ১৫৪ ॥

রাজার বাড়ী চুরি হারি কি পারি।

আজ্ঞা দিল নৃপ গণক তাঁতিরে আনিয়া। হার চুরি কৈল কেবা বলহ গণিয়া ॥ ভয়ে কম্পমান তাঁতি কুরয়ে

গোহারি। রায় রাজার বাড়ী চুরি হারি কি প্যারি ॥ ১৫৫ ॥

বৃদ্ধবেশ্যা তপস্বিনী।

দুর্ব্বলস্তস্করঃ সাধুঃ কুরূপা স্ত্রী পতিব্রতা।
রোগিণো দেবতাভক্তা বৃদ্ধবেশ্যা তপস্বিনী ॥ ১৫৬ ॥

বর্ব্বরস্য ধনক্ষয়।

অতুল সম্পদ যদি বর্ব্বরেতে পায়। অল্পদিন মধ্যেতে উচ্ছিন্ন সেই যায় ॥ সাক্ষী তার বাবুরাম হরি গুণময়। এই জন্য বলে বর্ব্বরস্য ধনক্ষয় ॥ ১৫৭ ॥

গয়ার পাপ।

অজ্ঞানের পাপ খণ্ডে হইলে জ্ঞানোদয়। জ্ঞানেতে যে পাপ তাহাখণ্ডে তীর্থচয় ॥ তীর্থেতেকরিলে পাপ খণ্ডেকার বাপ। বিশেষ করিয়া লোকে বলে গয়ার পাপ ॥ ১৫৮ ॥

কলিঘোর।

মান্য গণ্য ধন্য পুণ্যবান মহাবল। তাঁহাদের পুত্র পৌত্রাদি যে সকল ॥ মদ্যমাংস যবনী আফিম গাঞ্জাখোর এই হেতু বলে লোকে হলো কলিঘোর ॥ ১৫৯ ॥

বাঙ্গাল মনুষ্য নয় ঐ এক জন্তু।

ধনে মানে কুলে শীলে সর্ব্বাংশেতে অতি। ধার্ম্মিক পুরুষ জ্ঞানী বোধে বৃহস্পতি ॥ রূপবান গুণবান পুণ্যবান কিন্তু। বাঙ্গাল মনুষ্য নয় ঐ এক জন্তু ॥ ১৬০ ॥

উছটে পদ্মনাভ।

পথে যেতে উছট খায়্যা পতিত হইল। দেখি সঙ্গি-গণ সব হাসিতে লাগিল ॥ সে লজ্জা সারিতে কৈল শয়-নের ভাব। এই অর্থ জানিবে উছটে পদ্মলাভ ॥ ১৬১ ॥

কালনিমার লঙ্কাভাগ।

না বধিয়া হনূমানে কালনিমা বীর। লঙ্কা বিভাগের রজ্জু করে মায়াধীর ॥ অর্দ্ধ রাজ্যেশ্বর হব মনে অনুরাগ। এ অর্থ জানিবে কালনিমার লঙ্কা ভাগ ॥ ১৬২ ॥

ক্ষেত্র কর্ম্ম বিধীয়তে।

জয়দ্রথ লয়্যা, দ্রোণ স্থানে গিয়া, কহিছেন দুর্য্যোধন। কালি দিবা মাঝে, জয়দ্রথ রাজে, পার্থ করিবে নিধন ॥

তাহার উপায়, কর মহাশয়, রক্ষা পায় যেই মতে। শুনি দ্রোণ কয়, করিব যা হয়, ক্ষেত্রকর্ম্ম বিধীয়তে ।। ১৬৩ ।।

বল বল বাহুর বল।

কল কল কপি কল। চল চল কাশী চল।। জল জল ইন্দ্রের জল। বল বল বাহুর বল।। ১৬৪ ।।

ভাগের মা গঙ্গা পায় না।

দশরথ মৃত্যু পূর্ব্বে, কহে রামাগণ সর্ব্বে, কণ্ঠশ্বাস দেখি ভূপতির। মরণে জন্মিত সুখ, দেখিয়া পুত্রের মুখ, নিকটে থাকিলে রঘুবীর ॥ কৈকেয়ীর মুখে ছাই, সে কেন মরিল নাই, নৃপে দিল এতেক যাতনা। কেহ কহে ব্রহ্মশাপ, মিথ্যা কর মনস্তাপ, ভাগের মা গঙ্গা পায় না।। ১৬৫ ।।

ন চলতি খলুবাক্যং সজ্জনানাং কদাচিৎ।

উদয়তি যদি ভানু পশ্চিমে দিগিভাগে।
বিকসিত যদি পদ্মং পর্ব্বতানাং শিখাগ্রে ।।
প্রচলতি যদি মেরু শীতলং যাতি বহ্নি।
ন চলতি খলুবাক্যং সজ্জনানাং কদাচিৎ।। ১৬৬ ॥

কুরু সভা মধ্যে কৃষ্ণা এক বস্ত্র পরি। দুঃশাসন ভয়ে কহে স্মরিয়া শ্রীহরি। ঠেকিবে ঠাকুর পাপে বিষম স্ত্রী বধ নতুবা করহ রক্ষা এঘোর বিপদ ॥ ১৬৭ ।।

বিড়াল তপস্বী।

ব্রাহ্মণের স্থানে বিড়াল প্রহার খাইয়া। তীর্থ পর্য-টনে গেল আশ্রম ত্যজিয়া।। স্বধর্ম্ম প্রকাশ করে মুষিক দ্বীপে আসি। তদবধি বলে লোকে বিড়াল তপস্বী ।। ১৬৮

পরের ধনে ধোপায় নাট।

কভু নাহি করে ধোপা বাণিজ্য ব্যাপার। পরের বসনে সাধু তুল্য যে আগার ।। নিজ সম্ভাবনা ছাড়ি ক্ষার পাত্র পাট। এই হেতু বলেপরের ধনেধোপায় নাট ।। ১৬৯

যাও যাও যাও।

পতিব্রতা পতি অতি লম্পট দেখিয়া। অন্ন জল ত্যজি লেক ভাবিয়া ভাবিয়া ।। ভক্ষ্য দ্রব্য লয়ে স্বামী বলে খাও

থাও ॥ কহিছে মানিনী ভালো যাও যাও যাও ॥ ১৭০ ॥

মুখ থাকিতে নাকে ভাত।

রাধার কুঞ্জে বসি কৃষ্ণ বলেন বৃন্দারে। আজি নিশা বঞ্চিব হেতোমার মন্দিরে ॥ কেকোথায় শুনেছে হেন অহে ব্রজনাথ। কিমাশ্চর্য্য কথা মুখ থাকিতে নাকে ভাত ॥ ১৭১

কাঙ্গালকে ঘোড়ারোগে।

কেবল ঘোটক, অর্থের নাশক, সকল পণ্ডিতে কয়। অর্থ আছে যার, হয় শোভা তার, পালনে তুরগচয় ॥ যদি দুঃখী জন, করয়ে পালন, জানিবে সে কর্ম্মভোগ। সেই দুঃখাশ্রয়, কভু ভাল নয়, কাঙ্গালকে ঘোড়ারোগ ॥

কার শ্রাদ্ধ কেবা করে খোলা কেটে বামুন মরে।

হংসধ্বজে পূরোহিত বলয়ে বচন। কোথায় সুধন্বা কোথা তুমি হে রাজন ॥ তৈল তপ্ত হৈল তব প্রতিজ্ঞার তরে। কার শ্রাদ্ধ কেবা করে খোলা কেটে বামুন মরে ॥

পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যায়।

কীচকের বধ শুনি ত্রিগর্ত্ত ঈশ্বরে। নিজ বিবরণ জ্ঞাত করে কুরুবরে ॥ বিরাটের রাজ্য যদি লহ নররায়। তবে জানি পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যায় ॥ ১৭৪ ॥

বিপ্র নিন্দা কুলক্ষয়ঃ।

মাতৃ নিন্দাকৃতং পাপং পিতৃনিন্দা অধোগতিঃ।
গুরুনিন্দা চ নরকং বিপ্রনিন্দা কুলক্ষয়ঃ ॥ ১৭৫ ॥

থাকে লক্ষ্মী যায় বালাই।

গৃহ ত্যজি বিভীষণ চলিল যখন। মন্ত্রী বলে বিভীষণে ফিরাও এখন ॥ দশানন বলে অমন ভায়ে কাজ নাই। কাপুরুষ কুলাঙ্গার থাকে লক্ষ্মী যায় বালাই ॥ ১৭৬ ॥

তৃণবন্মন্যতে জগৎ।

অবংশ পতিতো রাজা মূর্খবংশে সুপণ্ডিত।
অধনেন ধনং প্রাপ্য তৃণবন্মন্যতে জগৎ ॥ ১৭৭ ॥

আঁধারে ডেলা ফেলা।

ব্যাস বলে পুত্রে কেন না কর দমন। শুনি অন্ধ নর

পতি বলিল বচন ॥ দুর্য্যোধন সঙ্গে সদা কুমন্ত্রির মেলা। মোর বাক্য যেমন আঁধারে ডেলা ফেলা ॥ ১৭৮ ॥

পূর্ব্বধন বিনশ্যতি।

কৃষ্ণা স্বয়ম্বরে, যত দ্বিজবরে, আসিয়া অর্থের আশে। উপজিল দ্বন্দ্ব, দেখি দ্বিজ বৃন্দ, আইল ঊর্দ্ধশ্বাসে ॥ পুস্তক বসন, কোষা কুশাসন, পড়িয়া রহিল তথি। বলে একি দায়, হায় হায় হায়, পূর্ব্বধন বিনশ্যতি ॥ ১৭৯ ॥

অসৎ কর্ম্মে বিপরীত ফল।

সুর্পণখা আলিঙ্গন মাগে রামের স্থানে। সঙ্কেতে চাহিলা রাম লক্ষ্মণের পানে ॥ নাক কান কাটিল লক্ষ্মণ মহাবল। পাইল রামা অসৎকর্ম্মে বিপরীত ফল ॥ ১৮০ ॥

পতি বধি পথে যায় উপপতি সঙ্গ। বস্ত্র অলঙ্কার নিল করিয়া উলঙ্গ ॥ নদী পার হয়ে ত্যাগ করি বলে স্পষ্ট। শুনি রাণী ভাবে ইত ভ্রষ্ট ততো নষ্ট ॥ ১৮১ ॥

সর সর সর।

গ্রীষ্মকালে দম্পতি করিয়া জড়াজড়ি। শয়নে নিদ্রিত দোঁহে নিদাঘ শর্ব্বরী ॥ গ্রীষ্মে নিদ্রা ভঙ্গে স্বামী বলে মর মর। আমরণ মুখে ছাই নর সর সর ॥ ১৮২ ॥

বলো বলো বলো।

সুখদ শয়নাগারে দম্পতি কৌশলে। কথান্তরে মতান্তরে হয়ে কটু বলে ॥ পতি বাক্য শুনি সতীর আঁখি ছল ছল। বলিতে দিয়াছেন বিধি বল বল বল ॥ ১৮৩ ॥

চল চল চল।

রন্ধন শালায় নারী রন্ধনেতে ব্যস্ত। স্বামী মাগে আলিঙ্গন পসারিয়া হস্ত ॥ হেঁসে কয় রসবতী ফিরে বল বল। আথায় উথলে ভাত চল চল চল ॥ ১৮৪ ॥

বলিহারি যাই।

রমণী সঙ্গমকালে যত সুখ হয়। অতুল্য ধরায় ধীর স্বর্গ সুখ কয় ॥ ক্ষণমাত্র তার পর মনে থাকে নাই। কিমাশ্চর্য্য বিধাতারে বলিহারি যাই ॥ ১৮৫ ॥

উহু মরি মরি।

তরুণ তরুণী স্বামী যুবক দুরন্ত। কামযাগ আরম্ভিল পাইয়া বসন্ত॥ কাতর হইয়া ধনী বলে গলে ধরি। ধৈর্য্য ধর প্রাণনাথ উহু মরি মরি॥ ১৮৬॥

ভাল ভাল ভাল।

উপপত্নী সঙ্গে পতির দেখি প্রেমালাপ। প্রদীপ নির্ব্বাণ করি হৃদে ভাবে তাপ॥ ঘরে আসি কহে স্বামী দীপ জ্বাল জ্বাল। অভিমানে বলে সতী ভাল ভাল২। ১৮৭

অবাক করেছ।

লম্পট গণিকা দোঁহে বাক্য ব্যয় করে। অবিদ্যা অক্ষম যদি হয় প্রত্যুত্তরে॥ পরিহাসে ভাষে কেন মৌনেতে রয়েছ। হেসে কয় বিধুমুখী অবাক করেছ। ১৮৮।

সাল্যে প্রাণ।

বেশ্যালয়ে বেশ্যা সহ লম্পট বসিয়া। প্রত্যুত্তর পরস্পর হাসিয়া২॥ দৈব যদি কোন বাক্যে হারয়ে পুমান। কিঞ্চিৎ নয়ন মূদে বলে সাল্যে প্রাণ॥ ১৮৯॥

বাণপুত্রী উষা স্বপ্নে অনিরুদ্ধ সঙ্গে। রতি ভোগ করিয়া না দেখে নিদ্রাভঙ্গে॥ অনিরুদ্ধ আনি সখী বলিছে হাসিয়া এই তোর বর আইল উঠ ছুঁড়ি তোর বিয়া॥ ১৯০॥

যার বিয়া তার মনে নাই।

নিদ্রাযুক্ত অনিরুদ্ধে চিত্ররেখা আনি। জাগ্রৎ করিয়া হুহুস্বরে বলে বাণী॥ এখন নিশ্চিন্ত আছ ঠাকুর জামাই। আহা কি আশ্চর্য্য যার বিয়া তার মনে নাই॥ ১৯১॥

যার ধন তার ধন নয় নেপ মারে দই।

কুব্জারে কৃষ্ণ সহ দেখি একাসনে। চন্দ্র প্রতি কহে দূতী বিরস বদনে॥ রাধার কৃষ্ণ সঙ্গে কুব্জা দেখে আলো সই। যার ধন তার ধন নয় নেপ মারে দই। ১৯২॥

হাতির গলায় ঘণ্টা।

স্ত্রী আচারে বর, পুরির ভিতর, লয়ে গেল হিমাকর। দেখিয়া বরেরে, এ বলে উহারে, এটা কি গৌরীর বর॥

দীর্ঘ জটা শিরে, পরে ব্যাঘ্রচীরে, ভুজঙ্গ বেষ্টিত কণ্ঠা। গৌরী হর কাছে, যেমন শোভিয়াছে, হাতির গলায় ঘণ্টা ॥

রোগা সন্ন্যাসী বালে ভরা।

নানা ক্লেশে নানা দেশে করিয়া ভ্রমণ। ক্লেশিত দুর্ব্বল ভিক্ষু তপস্বী যে জন ॥ অঙ্গে লোম বাড়ে বয়োধিকে হয় জরা। এই জন্যে বলে রোগা সন্ন্যাসী বালে ভরা ।। ১৯৫ ॥

নারী রসং নচ অন্য রসং।

স্বর্ণ ধনং নচ অন্য ধনং ভ্রাতৃ বলং নচ অন্য বলং।
চন্দ্রদীপং নচ অন্যদীপং নারী রসং নচ অন্য রসং ॥

কৃষ্ণ রসং নচ অন্য রসং।

ধান্য ধনং নচ অন্য ধনং বাহু বলং নচ অন্য বলং।
চক্ষুদীপং নচ অন্য দীপং কৃষ্ণরসং নচ অন্য রসং ॥

মেগের ইচ্ছে ভাতারটি।

শয়ন আগারে, শয্যার উপরে, রমণী পুরুষ দুটি। যতেক আমোদ, যতেক প্রমোদ, একাননে কব কটি ॥ স্বামী ইচ্ছা মত, পারে করে যত, অঙ্গ সঙ্গ কর্ম্মটি। এ বড় বালাই, কভু করে নাই, মেগের ইচ্ছে ভাতারটি। ১৯৭।

দাদার মতন ভাতারটি।

পতি সঙ্গে শুয়ে, কুন্দল করিয়ে, ভ্রাতৃবধু স্থানে আসি। অনেক নিন্দিয়া, কহিছে কান্দিয়া, দুঃখের সাগরে ভাসি ॥ ভ্রাতৃবধু কয়, রজনী সময়, কেমনে আইলে উঠি। বল কোথা যাবে, বল কোথা পাবে, দাদার মতন ভাতারটি ।।

বাবার মতন শ্বশুরটি।

অতি ধীর কান্ত, ননদিনী শান্ত, শাশুড়ী লক্ষ্মী গো মাসী। সুবোধ ভাশুর, কেবল শ্বশুর, জ্বলন্ত অনল রাশি সোণার সংসার, কেবল আমার, অসুখ শ্বশুরটি অসুরটি। এই বর চাই, মরে যেন পাই, বাবার মতন শ্বশুরটি। ১৯৯।

বিষস্য বিষমৌষধং।

দৃষ্টিং দেহি পুনর্বালে কমলায়ত লোচনে।
শ্রূয়তে হি পুরা লোকে বিষস্য বিষমৌষধং। ২০০।

সঙ্গ দোষে গ্রাম নষ্ট।

গোলা হাট ধামে, বাগেশ্বরী নামে, রাজ্য করে পাপী রশী। ধন্ধ এক দিয়া, বন্ধন করিয়া, রাখিল ধর্ম্ম তপস্বী কন্যা। পুরিন্দ্র নগর পোড়াল, প্রজাগণ পায়ে কষ্ট। পলাইয়া যায়, বলে হায় হায়, সঙ্গদোষে গ্রাম নষ্ট॥ ২০১॥

মেগের কাছে পাইকের বড়াই।

যুদ্ধ জিনি ধনঞ্জয়, বিরাট নন্দনে কয়, শুন নৃপসুত মোর বাণী। গৃহে গিয়া বল তুমি, সংগ্রামে জিনিলাম আমি, শুনে তুষ্ট হবে রাজা রাণী॥ মৃদু হাসি যোড়করে, উত্তর উত্তর করে, কেহ যে প্রত্যয় যাবে নাই। বিশেষতঃ মিথ্যা সে কি, বলিতে বলহ একি, মেগের কাছে পাইকের বড়াই। ২০২।

বা বা বা।

বা শব্দে বিস্তর অর্থ আমি কব কত। কিঞ্চিৎ কহি যে নিজ বুদ্ধি সাধ্যমত॥ শ্রবণেতে পরম আহ্লাদ বাক্য। শুনিয়া বলয়ে লোকে বা বা বা। ২০৩।

বিনয়ৈঃ কিং ন লভ্যতে।

বিনয়ে বানর বশ শ্রীরাম করিল। যুধিষ্ঠীর বিনয়েতে শৌরি বশ হৈল॥ বেশ্যা বশ রাজাও করিল বিনযেতে। এই জন্য বলে সবে বিনয়ৈঃ কিং ন লভ তে। ২০৪।

হাজে কাটে বাদে বিষ।

লক্ষ্য বিন্ধিবারে যায় পার্থ ধনুর্দ্ধর। হাস্য করি রাজাগণ কহে পরস্পর॥ বাতুল ব্রাহ্মণ কন্যা দেখি অহর্নিশ। করিয়াছে মনে ভাল হাজে কাটে বাদে বিষ। ২০৫।

মর মর মর।

হস্ত পসারিয়া ধ্যাধ পথ আগুলিল। আলিঙ্গন দেহ বলি ভৈমীরে বলিল॥ শুনিয়া বৈদর্ভী বলে সর সর সর। কেমনে এমন বলিস মর মর মর। ২০৬।

ইতি মথুরামোহন বাক্য বিন্যাসীয় তৃতীয় ভাগ সমাপ্তঃ।